উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৫৩৬.০৮ (-১৭৬.৪৩)
নিফটি : ২৫,৪৭৬.১০ (-৪৬.৪০)

সেতু ভেঙে হত ১১
বুধবার গুজরাটে মহিসাগর নদীর ওপর ৪০ বছরের পুরোনো গম্ভীরা সেতু ভেঙে পড়ল। কমপক্ষে ৫টি গাড়ি নদীতে পড়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে ১১ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ৭

হাসিনার নির্দেশেই গুলি!
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান দমনে গুলি চালাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিবিসির একটি অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩৩°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৬°	২৬°	২৬°

আজ শুরু তৃতীয় টেস্ট ১১

শিলিগুড়ি ২৫ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 10 July 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 53

কর্ম 'নট'

উত্তরের ধর্মঘট চিত্র

জলপাইগুড়ি
চা বাগান অধ্যুষিত জলপাইগুড়ি জেলায় ধর্মঘটের প্রভাব কম। সব বাগানেই কমবেশি কাজ হয়েছে। ধর্মঘট ঘিরে খুব বেশি ঝামেলা হয়নি গোটা জেলায়।

কোচবিহার
তুফানগঞ্জে ধর্মঘট সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের। কোচবিহার শহরে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। দিনহাটায় সিপিএমের মিছিলে হামলা।

আলিপুরদুয়ার
তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারপিট পাটকাপাড়া চা বাগানে। কয়েকজন জখম। শহরগুলিতে দোকানপাট বন্ধ থাকলেও চা বাগানে কাজ হয়েছে।

গৌড়বঙ্গ
মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর -তিন জেলাতেই ধর্মঘটে মিশ্র প্রভাব। বুনিয়াদপুরে ধর্মঘট সমর্থনকারী সিপিএম নেতাকে সপাটে চড় থানার আইসির।

পুলিশের টুপি ছিনিয়ে নেওয়ায় উত্তেজনা

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : পুলিশের সঙ্গে ধর্মঘট সমর্থকদের ধস্তাধস্তির মধ্যেই ছিনিয়ে নেওয়া হল পুলিশের টুপি। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল হিলকার্ট রোডে। ভোর থেকেই দফায় দফায় ধর্মঘট সমর্থকদের মিছিলে কখনও যাত্রীবোঝাই সিটি অটো, টোটো ঘুরিয়ে নেওয়া হল কখনও আবার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ধর্মঘট বিরোধিতা মিছিল সামনে চলে আসায়, চলল চোর স্লোগান। মহকুমায় এদিন ধর্মঘটের আংশিক প্রভাব পড়েছে। তরাইয়ের ১০টি চা বাগান বাদে বাদবাকি বাগানে স্বাভাবিক কাজকর্ম হয়েছে। নকশালবাড়িতে ধর্মঘটের সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে গাড়ি আটকানো নিয়ে হাতাহাতির উপক্রম হয়। দোকানপাট খোলা নিয়েও কিছুটা উত্তেজনা ছড়ায়। তবে, পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় বড় গোলমাল হয়নি। বাগডোগরা থেকে বিমান চলাচল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। প্রভাব পড়েনি দূরপাল্লার ট্রেন চলাচলে।

এদিন দুপুরে ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনগুলোর তরফে দুপুরে একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। বৈঠকে এআইসিসিটিইউ-এর তরফে অভিজিৎ মজুমদার বলেন, 'মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছেন। চা বাগানগুলিতে কর্মীরা ধর্মঘটের সমর্থনে কাজ যাননি।' আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতি নির্জল দে বলেন, 'আজকের ধর্মঘট সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সমস্ত চা বাগান খোলা ছিল।'

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির তরফে ডাকা সারা ভারত ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরেই প্রচার চলছিল। বুধবার ধর্মঘট সফল করতে ভোর থেকেই রাস্তায় নামেন বাম সমর্থকরা। শিলিগুড়ি শহরে ছোট ছোট মিছিল শুরু হয় ধর্মঘটের সমর্থনে। সকাল থেকেই অবশ্য বেসরকারি বাস রাস্তায় দেখা যায়নি। হাতেগোনা কিছু সিটি অটো, টোটো রাস্তায় নামে। এরমধ্যেই হিলকার্ট রোডে সিপিএম পার্টি অফিসের সামনে ধর্মঘট সমর্থকরা গাড়ি আটকাতে শুরু করেন।

এরপর দশের পাতায়

জুতো তখন জ্বলছে। কোনওমতে বাঁচলেন কলকাতা পুলিশের এক কর্মী (উপরে)। বুনিয়াদপুরে সিপিএম নেতাকে চড় মারছেন আইসি (মাঝে)। ধর্মঘটে শুনসান শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট।

খেলা নিয়ে ধুন্ধুমার, রণক্ষেত্র শিলিগুড়ি

দুই পাড়ার সংঘর্ষে একাধিক বাড়িতে ভাঙচুর। ভাঙা হয় টোটো, গাড়ি। ঢিলবৃষ্টিতে জখম হন বেশ কয়েকজন। পরিস্থিতি সামলাতে দফায় দফায় লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিশ।

রাহুল মজুমদার ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : পাড়ার ক্রিকেটে হারজিত নিয়ে বচসার সূত্রপাত। আর তাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের গণ্ডগোলে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল শিলিগুড়ির বাগরাকোট ও টিকিয়াপাড়া। দুই পাড়ার সংঘর্ষে একাধিক বাড়িতে চলে ভাঙচুর। ভাঙা হয় টোটো, গাড়ি। ব্যাপক ঢিলবৃষ্টিতে জখম হন বেশ কয়েকজন। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে গোটা এলাকায় দফায় দফায় লাঠিচার্জ করতে হয়।

পুলিশ এলাকায় ঢুকলে তাদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়তে শুরু করে দুই পক্ষই। ওই সময় উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাতে হয় পুলিশকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে খোদ পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর সহ তিন ডেপুটি কমিশনার বিশালবাহিনী নিয়ে এলাকায় আসেন। প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার পর টিকিয়াপাড়া এবং বাগরাকোটে পৃথকভাবে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঝামেলা পাকানোর অভিযোগে আটক করা হয়েছে ১২ জনকে।

পুলিশ কমিশনার বলছেন, 'ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে সমস্যার সূত্রপাত। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কোনও ঝামেলা বরদাস্ত করা হবে না।'

শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন লাগোয়া এলাকায় ঝামেলার জেরে ব্যহত হয় ট্রেন চলাচলও। একাধিক যাত্রীবাহী ট্রেন আটকে রাখা হয় রায়গঞ্জ, সামসী, এনজেপি ও জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে। ওই ট্রেনগুলি প্রায় আড়াই ঘণ্টা দেরিতে চলেছে।

গত ২৯ তারিখ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের এক কিশোরের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা নিয়ে ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ডাঙ্গিপাড়ার কয়েকজন কিশোরের ঝামেলা হয়। ওই সমস্যা মেটানোর জন্য দুই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দুই পক্ষকে নিয়ে বসে আলোচনা করেন। অভিযোগ, এরপর থেকেই ডাঙ্গিপাড়ার কয়েকজন বাগরাকোটের ওই কিশোরকে হুমকি দিচ্ছিল। অভিযোগ, মঙ্গলবার দুপুরে ওই কিশোরকে নিবেদিতা মার্কেট এলাকা থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় ডাঙ্গিপাড়ার অভিযুক্তরা। সেখানে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। কোনওমতে সেখান থেকে পালিয়ে বাড়িতে আসে কিশোর। এরপর শিলিগুড়ি থানায় গিয়ে কিশোরের পরিবার লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে আটকও করে পুলিশ। এই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার শিলিগুড়ি থানার সামনে ওই কিশোরের পরিবার-পরিজনদের নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। শিলিগুড়ি থানার সামনে ওই সময় পথ অবরোধও করা হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মূল অভিযুক্ত সহ বাকিদের গ্রেপ্তার না করা হলে শিলিগুড়ি অচল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়।

অবস্থান বিক্ষোভ শেষ হওয়ার পরই ওই কর্মসূচিতে থাকা কয়েকজন তরুণ টিকিয়াপাড়ায় ঢুকে শিশু, মহিলাদের নির্বিচারে মারধর

এরপর দশের পাতায়

সংঘর্ষের পর বাগরাকোট এলাকা। বুধবার।

জনতার ক্ষোভ

- পুলিশ এলাকায় ঢুকলে তাদের লক্ষ্য করে বেপরোয়া ঢিল ছোড়ে যুযুধান দু'পক্ষই
- পরিস্থিতি সামলাতে খোদ পুলিশ কমিশনার ও তিন ডেপুটি কমিশনার বাহিনী নিয়ে আসেন
- গোলমালের জেরে রায়গঞ্জ, এনজেপি, সামসী ও জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে আড়াই ঘণ্টা আটকে থাকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন

দাগিদের পক্ষে ফের সওয়াল এসএসসি'র

রিমি শীল

কলকাতা, ৯ জুলাই : হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের কথাতেও হুঁশ ফিরল না স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি)। নতুন করে সুপ্রিম কোর্টে 'চিহ্নিত দাগি'-দের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়ার জন্য সওয়াল করল ডিভিশন বেঞ্চে। ওই 'অযোগ্যদের নিয়োগে অংশ নিতে না দেওয়ার অর্থ মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে আদালতে উল্লেখ করল রাজ্যও। আরও একধাপ এগিয়ে এসএসসি যুক্তি দিল, এতে অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে।'

ডিভিশন বেঞ্চ কিন্তু এসব যুক্তিতে সায় দেয়নি। বরং বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাসের বেঞ্চ সেই একই প্রশ্ন তোলে, এসএসসি কেন দাগিদের পাশে দাঁড়াচ্ছে? চিহ্নিত দাগিদের নিয়োগে অংশ নিতে দেওয়া বা না দেওয়া নিয়ে কমিশন কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে? এঁদের পাশে দাঁড়ানোর মতো অবস্থানে কি এসএসসি রয়েছে?

এই তিন প্রশ্নের জবাবে এসএসসি'র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আবার দুটি যুক্তি দেন। তাঁর প্রথম বক্তব্য, প্যানেল বহির্ভূত, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল ও সাদা খাতা জমা দিয়ে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের দাগি বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এর বাইরে আর কেউ দাগি বলে চিহ্নিত হননি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন নিয়োগে কারা যোগ দিতে পারবেন আর কারা পারবেন না, তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

কল্যাণের দ্বিতীয় যুক্তি, একই দোষের জন্য একাধিক শাস্তি হয় কীভাবে? দাগিদের চাকরি বাতিল হয়েছে। তাঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তাহলে পরীক্ষায় কেন বসতে দেওয়া হবে না? এই পরীক্ষার্থীরা নিয়োগে অংশ নিতে না পারলে অসফল প্রার্থীরাও পারবেন না। এঁদের বিরুদ্ধে এখনও কিছু প্রমাণ করা যায়নি। এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

মোদিকে সর্বোচ্চ সম্মান ব্রাজিলে

সাতের পাতায়

মমতার সঙ্গে সাক্ষাতে টাটা কর্তা

পাঁচের পাতায়

ভারতে ঢুকে গ্রেপ্তার আওয়ামী লিগ নেতা

অস্থির বাংলাদেশ

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ৯ জুলাই : প্রাণভয়ে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে মঙ্গলবার মধ্যরাতে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশের মুখে মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত হরিরামপুর এলাকায় পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন আওয়ামী লিগ নেতা মহম্মদ নজরুল ইসলাম সোহেল। পাবনার কাছারিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সোহেল পাবনা জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান। এই ঘটনার পরই বুধবার থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও কঠোর করা হয়েছে। ওই আওয়ামী লিগ নেতা কীভাবে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছেন, তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক নেতার অনুপ্রবেশে প্রশাসনিক মহলে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার কুমার সানিরাজ বলেন, 'ধৃত কী উদ্দেশ্যে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন তা খতিয়ে দেখা হবে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে।'

সোহেলের বিরুদ্ধে পাসপোর্ট আইন সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। সূত্রের খবর, সম্প্রতি জেলা পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে আওয়ামী লিগের নেতাদের গতিবিধি সম্পর্কে বেশকিছু তথ্য আসতে শুরু করেছিল। তার ভিত্তিতে অভিযানে নামে পুলিশ। বছর ৪৬-এর সোহেলকে পাকড়াও করে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকে তিনি চরম প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন। শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকে তাঁর উপর হামলা, এরপর দশের পাতায়

নীলবাতি গাড়ি, বডিগার্ড ছিল সোমনাথের

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৯ জুলাই : গাড়িভাড়া নিয়ে চুরিচক্রের পান্ডা সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের ব্যাপারে ২০২২ সালেই মেটেলি থানায় অভিযোগ জমা পড়েছিল। শুধু তাই নয়, মেটেলি থানার পুলিশ সোমনাথ সম্পর্কে বিস্ফোরক তথ্য পেয়েছিল। শিলিগুড়ি থেকে তিনি ধরা পড়ার পর তাঁর মেটেলি যোগাযোগ নিয়ে এলাকার অনেকেও মুখ খুলছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, ভাড়া খাটানোর নামে শতাধিক গাড়ি চুরি করে বিক্রি করেছেন সোমনাথ। এই কাজে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এবং ডুয়ার্সে নিয়মিত যাতায়াত ছিল তাঁর। শিলিগুড়িতে একটি বাড়িভাড়া করেছিলেন তিনি। কমিশনের ভিত্তিতে বেশ কিছু এজেন্ট নিয়োগ করেছিলেন। ইএমআই ফেল করা অথবা কোনও মালিকের ফেলে রাখা গাড়িগুলি তাঁর টার্গেট ছিল। সেই গাড়িগুলোই প্রথমে ভাড়া নিতেন তিনি। ব্যাংকের কার লোনের কিস্তিও মেটানোর প্রতিশ্রুতি দিতেন। অগ্রিম কিছু টাকা দিয়ে কিছুদিনের জন্য গাড়ি নিতেন সোমনাথ। পরবর্তীতে গাড়ির জিপিএস খুলে নিয়ে সেই গাড়ি বিক্রি করে দিতেন।

সোমনাথের ঘনঘন যাতায়াত ছিল মেটেলিতে। স্থানীয়রাই জানান, তখন তাঁর আদবকায়দা ছিল চোখধাঁধানো। কনভয় নিয়ে নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চেপে তিনি একাধিকবার মেটেলিতে এসেছিলেন। সঙ্গে থাকত কালো পোশাকের নিরাপত্তারক্ষী। মেটেলির প্রাক্তন জেলা পরিষদের সদস্যা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার পূজা কুজুরের সঙ্গে পরিচয় করার সময় নিজেকে তৃণমূল যুবর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বলে পরিচয় দিয়েছিলেন সোমনাথ। ভুয়ো রাজনৈতিক প্রভাব দেখিয়ে পূজার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার পরই সোমনাথের আসল খেলা শুরু হয়। পূজার কথামতো, দু'বছরে তাঁর কাছে ২ কোটি টাকায় ২৬টি গাড়ি বিক্রি করেছেন সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। টাকার প্রায় পুরোটাই অনলাইনে মিটিয়েছিলেন পূজা। পরবর্তীতে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় গাড়িগুলো পূজা নিজেই মেটেলি থানায় জমা দিয়ে আসেন। গাড়ি ফেরত দেওয়ার পর সোমনাথের দুই কোটি টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। যদিও সেই টাকা পাননি পূজা। এরপর দশের পাতায়

পুলিশের নজর

- নিজেকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বলে পরিচয় দেন সোমনাথ
- ২ কোটি টাকায় তাঁর কাছ থেকে ২৬টি গাড়ি কিনেছিলেন বলে দাবি পূজার
- পূজার টাকার উৎস নিয়েও প্রশ্ন
- অন্তত ৪০টি গাড়ির কারবার হয়েছে মেটেলিতে, সন্দেহ পুলিশের

উত্তরেও স্বপ্ন দেখাচ্ছে ব্যাগহীন চা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

পাড়ার মোড়ের আড্ডা হোক কিংবা ট্রেনে লম্বা সফর, চা চাই-ই চাই। চা না হলে আড্ডাটা ঠিক জমে না এমন মানুষও আছেন প্রচুর। এমন চা-প্রেমীদের জন্যই এবার বাজারে এসেছে ব্যাগহীন চা। ওই পাতা গরম জলে দেওয়ামাত্রই নিজের থেকে খুলতে শুরু করবে।

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৯ জুলাই : সুতোয় বাঁধা ছোট প্যাকেটে মোড়া গুঁড়ো চা গরম জলে ডুবিয়ে পান করার অভিজ্ঞতা রয়েছে কমবেশি সবারই। ট্রেনযাত্রী হলে তো কথাই নেই, বাড়িতেও অনেকেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন 'টি ব্যাগে'। তবে এখন আর টি ব্যাগ নয়, একেবারে গার্ডেন ফ্রেশ দুটি পাতা একটি কুঁড়ি প্রাকৃতিকভাবে শুকিয়ে সরাসরি চা তৈরি হবে। কোনও ব্যাগ না থাকায় চায়ের সঙ্গে মাইক্রোপ্লাস্টিকের সামান্যতম অংশও পেটে চলে যাওয়ার আশঙ্কাও আর থাকছে না। এমন ব্যাগহীন চা তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন অসমের শিবসাগর জেলার উপমন্যু বরকোটকি নামে এক তরুণ। তাঁর সঙ্গী হিসেবে ওই প্রকল্পে ছিলেন অংশুমান ভারালি নামে আরও এক তরুণ। চা শিল্পের নিরিখে এমন অভিনব উদ্ভাবন সম্প্রতি পেটেন্টও পেয়ে গিয়েছে। ঘরোয়া বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজার থেকেও ওই জৈব চায়ের বরাত ক্রমশ বাড়ছে। উপমন্যুদের এমন প্রয়াসের হাত ধরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে উত্তরবঙ্গও। চা গবেষণা সংস্থা (টিআরএ)-র সম্পাদক জয়দীপ ফুকন বলেন, 'চিনে রমরমিয়ে এধরনের চায়ের চল রয়েছে। তবে আমাদের এখানে এই প্রথম তৈরি হল। অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক একটি ঘটনা।'

ঠিক কীভাবে তৈরি করা হচ্ছে ব্যাগহীন চা? উপমন্যু জানাচ্ছেন, একেবারেই ঘরোয়া পদ্ধতি। এলাকার ক্ষুদ্র চা চাষিদের থেকে কিনে ও সেইসঙ্গে নিজেদের বাগান থেকে সংগৃহীত বাছাই করা নরম পাতা ও কুঁড়ি প্রথমে কমপ্রেস বা চাপ দিয়ে অনেকটা সিলিন্ডার আকৃতির ট্যাবলেট তৈরি করা হচ্ছে। এরপর তাপ দিয়ে শুকিয়ে নেওয়ার পর তাতে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে সার্টিফায়েড সুতির সুতো। এবারে ওই পাতা গরম জলে দেওয়ামাত্রই নিজের থেকে খুলতে শুরু করবে। অনেকটা ফুলের পাপড়ি ফোটার মতো। একটি ট্যাবলেট ব্যবহার করে ২-৩ বার ওই অর্থোডক্স চা তৈরি করা যেতে পারে। সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে সামার ফ্যান্সি ফুড শো-তেও অসম চায়ের প্রতিনিধিত্বও করে এসেছে উপমন্যুর চা।

চা মহল জানাচ্ছে, বর্তমানে টি ব্যাগের চাহিদা প্রচুর। উপমন্যু বলছেন, 'গোড়া থেকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল এমন কিছু করার, যাতে আসল স্বাদ ও গন্ধ অবিকৃত রেখে পুরোপুরি স্বাস্থ্যবান্ধব চা উপহার দেওয়া যেতে পারে। সেই লক্ষ্যেই গত কয়েক বছর ধরে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পর ১৬৭ বার ট্রায়ালের শেষে এই উদ্ভাবন। মাইক্রোপ্লাস্টিকের সামান্যতম কণাও এতে নেই। শুধু অসমেই সীমিত থাকতে চাই না। উত্তরবঙ্গের পাহাড় এবং ডুয়ার্সে গিয়েও এরকম চা তৈরি করতে চাই।'

বর্তমানে শিবসাগরে তাঁদের কারখানায় দিনে ৩০ হাজার করে ওই ব্যাগহীন চা-এর ট্যাবলেট তৈরি হচ্ছে। এরপর দশের পাতায়

শিলিগুড়িতে পর্দার ফেলুদা

ফিল্মসিটি হয়নি, আক্ষেপ আবীরের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : পর্দায় কখনও তিনি 'ব্যোমকেশ বক্সী', কখনও আবার 'ফেলুদা'। তাঁর বহুমুখী অভিনয়ের ভক্ত নেহাত কম নয় বাংলায়। তাঁর হাসি হিল্লোল তোলে হাজারো তরুণীর হৃদয়ে। এতটুকু বলার পর পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গিয়েছেন কাকে নিয়ে কথা হচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। আবীর চট্টোপাধ্যায়। ভিন্ন ধরনের অভিনয়ে যাঁর জুড়ি মেলা ভার। উত্তরবঙ্গের পাহাড়, জঙ্গল বরাবরই টানে তাঁকে। কিন্তু সম্ভাবনা থাকলেও শিলিগুড়িতে আজও ফিল্মসিটি না হওয়ায় বুধবার আক্ষেপ প্রকাশ করেন আবীর। তাঁর কথায়, 'এখানে ফিল্মসিটি হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকবছর ধরে শুনছি ফিল্মসিটি হবে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এটা যে, তা এখনও হয়নি।'

শিলিগুড়িতে এলেই এখানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ফিল্মসিটির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে দীপক অধিকারী ওরফে দেব। এদিন শহরে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে একই কথা শোনা গেল পর্দার 'ব্যোমকেশ'-এর গলাতেও। অভিনেতারা ফিল্মসিটি তৈরির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও কেন সরকারের তরফে এবিষয়ে কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না, সেই প্রশ্ন উঠছে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী থাকাকালীন কাওয়াখালিতে ফিল্মসিটির বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন গৌতম দেব। কাওয়াখালির জমিতে ফিল্মসিটির প্রাথমিক পরিকল্পনাও হয়েছিল। কিন্তু তারপর আর কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি, বলছেন শহরের নাগরিকরা। শিলিগুড়িতে ফিল্মসিটির দাবি আদতে পূরণ হবে কি না, তা সময় বলবে। তবে এটা হলে যে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে, তা নিশ্চিত।

আবীর জানালেন, তাঁর অভিনয় জীবনের শুরুটা হয়েছিল উত্তরবঙ্গে শুটিংয়ের মধ্য দিয়ে। তাই সবসময় চান এখানে আসতে। উত্তরে ফিল্মসিটি হলে এখানকার ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। কাজের সুযোগ তৈরি হবে।

হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্মসিটির আদলে শিলিগুড়িতে ফিল্মসিটি হলে শুধু সিনেমা ও সিরিয়ালের শুটিং নয়, পর্যটনেরও বিকাশ হবে বলে তাঁর মত। আবীর বলেন, 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে উত্তরে বিভিন্ন সিনেমার শুটিং হয় ঠিকই। তবে এখানে ফিল্মসিটি হলে আরও বেশি সংখ্যক শুটিং হবে।' এদিকে, সম্প্রতি বাংলা ভাষাকে হেয় করার অভিযোগ উঠেছে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। সে নিয়ে অবশ্য এদিন কোনও মন্তব্য করতে চাননি আবীর।

ইস্টবেঙ্গলে মুজনাইয়ের মেয়ে

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৯ জুলাই : মাদারিহাটের মুজনাই চা বাগানের ওরাওঁ পরিবারের ছোট মেয়ে এবার ইস্টবেঙ্গলের জার্সি পরে ময়দান কাঁপানোর সুযোগ পেলেন। নাম অন্তেশিয়া ওরাওঁ। ইস্টবেঙ্গলে মেয়েদের সিনিয়ার দলের হয়ে খেলবেন তিনি। যদিও অন্তেশিয়া ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছেন। যার মধ্যে অন্যতম ২০২২ সালের ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ। সেই লিগে বেঙ্গালুরুতে পুদুচেরির সেলটিক কুইন্স ক্লাবের হয়ে খেলেছিলেন তিনি।

> আমার ফুটবলে হাতেখড়ি ২০১৭ সালে। বৌদিও ফুটবল খেলতেন। বুট না থাকায় বৌদি নিজের বুট আমাকে দিয়ে খেলায় মন দিতে বলেছিলেন। প্রথমে বাবা, মা, দাদা কেউই রাজি ছিলেন না। তবুও খেলা চালিয়ে যাই। আমার লক্ষ্য ছিল কলকাতায় খেলব। এবার লক্ষ্য অঞ্জু দিদির মতো দেশের হয়ে খেলার।
>
> -অন্তেশিয়া ওরাওঁ

মুজনাই চা বাগানের বাসিন্দা রাজেন ওরাওঁয়ের ছোট মেয়ে অন্তেশিয়া। ২০২৩ সালে গোয়ায় গিয়ে নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে কোচিংয়ে এআইএফএফের ডি লাইসেন্স পাশ করেছেন। অন্তেশিয়া কলকাতার গয়েশপুর স্পোর্টস ফুটবল অ্যাকাডেমির হয়ে খেলেছেন। এছাড়া সাদার্ন সমিতির হয়ে কন্যাশ্রী কাপ ফুটবলেও খেলেছেন। যাঁর হাত ধরে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলার সুযোগ তিনি পেলেন, তিনি হলেন গয়েশপুর ফুটবল স্পোর্টস অ্যাকাডেমির কর্ণধার অমৃত দাস। তাঁর অবদান অকপটে স্বীকার করেছেন অন্তেশিয়া। এই বাগানেরই মেয়ে অঞ্জু তামাং ভারতীয় মহিলা সিনিয়ার ফুটবল দলের এখন নিয়মিত সদস্য। সেই অঞ্জুকে দেখেই ফুটবলের প্রতি ভালোবাসার জন্ম অন্তেশিয়ার।

অন্তেশিয়া বলেন, 'আমার ফুটবলে হাতেখড়ি ২০১৭ সালে। বৌদিও ফুটবল খেলতেন। বুট না থাকায় বৌদি নিজের বুট আমাকে দিয়ে খেলায় মন দিতে বলেছিলেন। প্রথমে বাবা, মা, দাদা কেউই রাজি ছিলেন না। তবুও খেলা চালিয়ে যাই। আমার লক্ষ্য ছিল কলকাতায় খেলব। এবার লক্ষ্য অঞ্জু দিদির মতো দেশের হয়ে খেলার।'

মা মুজনাই চা বাগানের শ্রমিক। বাবা দিনমজুর। মা-বাবার কষ্ট মোচন করার জন্য যত পরিশ্রম করার করবেন বলে জানালেন অন্তেশিয়া। অন্তেশিয়া মিডফিল্ডে খেলেন। ইস্টবেঙ্গলের কোচ অ্যান্টনি আন্ড্রুজ তাঁকে কোথায় খেলাবেন জানেন না অন্তেশিয়া। সবে অনুশীলন শুরু হয়েছে। কোচ কঠোর অনুশীলন করাচ্ছেন। প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়া অন্তেশিয়ার প্রধান লক্ষ্য।

এই মুজনাই চা বাগানের ছেলে শক্তি বরা এখন ডিব্লউবিসিএস অফিসার। তাঁর কথায়, 'অঞ্জুর মতোই অন্তেশিয়া আমাদের গর্ব। পরবর্তীতে ভারতের জার্সিতে ও ফুটবল খেলুক, এই কামনা করছি।'

অন্তেশিয়া ওরাওঁ

শিক্ষকের রহস্যমৃত্যু

রায়গঞ্জ, ৯ জুলাই : এক শিক্ষকের রহস্যমৃত্যু হল রায়গঞ্জে। বুধবার সকালে শহর লাগোয়া সহারই মোড়ে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম বালু হেমব্রম (৪০)। বাড়ি ওই এলাকাতেই। তিনি ভিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াতেন।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বালু স্কুলে যাচ্ছিলেন। বাড়ি থেকে কিছুটা দূর গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিন বিকেলে ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। তবে কী কারণে তাঁর মৃত্যু হল তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

কর্মখালি

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যারের দোকানের জন্য ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ স্থানীয় কর্মঠ যুবক চাই এবং ডাটা এন্ট্রির জন্য কাজ জানা স্থানীয় যুবক চাই। যোগাযোগ-7699002805. (C/116892)

•

শিলিগুড়িতে মার্কেটিং/ ডেলিভারি কাজের জন্য ছেলে চাই। স্কুটার/ মোটর সাইকেল আবশ্যক। বেতন সাক্ষাতে। (M) 8116743501. (C/116891)

•

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই(প্রমাণপত্র সহ)। বেতন 9,000/-। যোগাযোগ ঃ মিউজিকা, ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।(C/116893)

চিকিৎসা

দিন-দিন ওজন বাড়ছে? অতিরিক্ত ওজন/ভুঁড়ি/মেদ কমান, ওষুধ/ যন্ত্রপাতি ছাড়া ঘরে বসে নিরাপদে। 9474875922. (K)

ভাড়া

3BHK 1090 sq.ft. Flat for rent with 570 sq.ft. Garage. Subhaspally, Siliguri. (M) 9863313603. (C/116891)

কিডনি চাই

কিডনি চাই O+, B+ পুরুষ বা মহিলা অভিভাবক সহ ID Proof নিয়ে অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। M-9332367891. (C/117328)

অ্যাফিডেভিট

আমি Manjurani Das W/o. Late Suresh Ch. Das, রামকৃষ্ণ কলোনী P.O. ফালাকাটা জেলা : আলিপুরদুয়ার, ব্যাংকের ভুল থাকায় গত 4.3.25 তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Manjurani Das এবং Manju Das একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

বৃষ্টিতে পর্যটকের দেখা নেই দার্জিলিংয়ের ম্যালে। ছবি : মৃণাল রানা

প্রতিষ্ঠা দিবস

রায়গঞ্জ ও তপন, ৯ জুলাই : বিজেপির ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৭৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পতাকা উত্তোলন করা হল। তপন ব্লকের বালাপুর নগর ইউনিট একটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করে। অংশ নেয় মোট ১৬টি দল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের দক্ষিণ দিনাজপুর (পূর্ব) জেলার সংযোজক অশোক বর্মন, নগর কমিটির সভাপতি দীপঙ্কর বর্মন, রোহিত রবিদাস প্রমুখ।

OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCILLORS, JALPAIGURI MUNICIPALITY, JALPAIGURI
e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender corrigendum notice (Date & time Extension). Improvement of Bituminous Mastic Asphalt road starting from Boyelkahan Bazar to Tarundal in ward on 22, 23, 24, 25. Tender ID : 2025_MAD_866930_1. Insufficient bidder participant for the above mentioned tender, so time extension may be allow further 7 (Seven) days. Last date of bidding (Online) dated :- 15/07/2025 at 3.55 P.M. Details of which are available in the web portal **www.wbtenders.gov.in** & **www.jalpaigurimunicipality.org** & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

অ্যাডজাস্টএবল গার্ড চেয়ার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা

টেন্ডার নং.ঃ ২৪৯-আরএসপি-২০২৪-২৫- ডিআরজি-০৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙ্গাইগাঁওয়ের সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপের ২০০টি ব্রেক ভ্যানের জন্য অ্যাডজাস্টএবল গার্ড চেয়ার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ৪,৭১,২৯,২০০/- টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৮৫,৭০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম/ এনবিকিউএস
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহারে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_২৮_২৫-২৬ তারিখঃ ০৮-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ ডিইএন/লাইন/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধিনে ৭ টি আরইউবি নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৭৫,১৩,৯৬৩.৫৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৫০,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোন্ট ডিইই (টিআরডি এণ্ড জিএস), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নাবালিকার শ্লীলতাহানি

ওদলাবাড়ি, ৯ জুলাই : প্রতিবেশী এক প্রবীণকে নাবালিকা মেয়েকে দেখে রাখার দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তে কাজে বেরিয়েছিলেন মা। সেই ব্যক্তিই যে মেয়ের সর্বনাশ করতে নেমে পড়বে তা কল্পনাতেও আনেননি মা। ১১ বছরের নাবালিকাকে একা পেয়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগে আপাতত আটক করা হয়েছে মধ্য পঞ্চাশের ওই ব্যক্তিকে। বাগ্রাকোট চা বাগানের টপ লাইনে বুধবার সকালের এই ঘটনা জানাজানি হতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে ধরে ব্যাপক গণপিটুনি দিয়ে শেষে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয়রা। পরবর্তীতে নাবালিকার পরিবারের তরফে মাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে পকসো আইনে একটি মামলা শুরু করা হয়েছে বলে মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক জানিয়েছেন। আটক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, ঘটনায় দোষীকে কড়া শাস্তি দেওয়া হোক।

অপহরণে গ্রেপ্তার ১

হেমতাবাদ, ৯ জুলাই : বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে নাবালিকাকে অপহরণ করার অভিযোগে কালিয়াগঞ্জ থানার তরঙ্গপুর সংলগ্ন বেঘুর গ্রামের বাসিন্দা আরিশ রাজবংশীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পকসো ধারায় মামলা রুজু হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ধৃত তরুণকে রায়গঞ্জের অতিরিক্ত জেলা সেশন কোর্টের বিচারক বুধবার ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। অভিযোগ, গত ২৭ জুন হেমতাবাদের বছর ১৫-এর নাবালিকাকে অপহরণ করেছিলেন আরিশ। ১ জুলাই নাবালিকা উদ্ধার হলেও ওই তরুণ পলাতক ছিলেন। বুধবার ভোররাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে হেমতাবাদ থানায় নিয়ে আসা হয়।

eNIT NO:- 04/WBSRDA/DD/2025-26 (1st Call) of The Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division

Vide Memo No. : 552/WBSRDA/DD, Dated : 08.07.2025

(E-Procurement)

Details of **eNIT No:- 04/WBSRDA/DD/2025-26 (1st Call) of the Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division** may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website **https://wbtenders.gov.in** (under the following organization chain- 'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT || WBSRDA || DAKSHIN DINAJPUR DIVISION') on 09.07.2025 at 17.00 Hrs.

Sd/- Executive Engineer
P&RD Department & HPIU, WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

পূর্ব রেলওয়ে

নোটিশ নং. এসআইজি_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ০৭.০৭.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার নং. ঃ (১) এমএলডিটি_এসএনটি_ ২৪-২৫_২৬_ওটিআর২, তারিখ ০৭.০৭.২০২৫। (১) কাজের নাম ঃ ''মালদা ডিভিশন - ট্র্যাক মেশিন সাইডিং - ২৭ টি''-এর সাথে সম্পর্কিত এসঅ্যান্ডটি কাজ। টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ৬,৮৫,১৮,৬০৪.৯৪; বায়না অর্থ ঃ ₹ ৪,৯২,৬০০.০০; ই-টেন্ডার নং.ঃ (২) এমএলডিটি _এসএনটি_২৪-২৫_২৪_আরটি, তারিখ ০৭.০৭.২০২৫। (২) কাজের নাম ঃ (ক) জামালপুরের ডিজেল শেডের বৈদ্যুতিক লোকো রক্ষণাবেক্ষণ শুরু হওয়ার কারণে ডিজেল শেডের আধুনিকীকরণ, (খ) মালদা রেলওয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা সরঞ্জাম, জরুরি ব্লক এবং ওপিডির উন্নয়ন এবং ব্যবস্থা, (গ) মালদা ডিভিশনের ভাগলপুর স্টেশনে দিব্যাঙ্গজন যাত্রীদের জন্য টিকিট ও অনুসন্ধান কাউন্টার, পার্কিং এরিয়া, স্পর্শকাতর নির্দেশিত ব্লক, হ্যান্ড রেলের ব্যবস্থা, (ঘ) মালদা টাউনে ৪০ শয্যাবিশিষ্ট আরপিএফ কেটি ব্যারাক এবং বিভিন্ন ইউনিটের ৫টি অফিস, মালখানা এবং সেন্ট্রাল কোট ব্যারাক নির্মাণ, (ঙ) মালদা টাউনে ৬টি ইউনিট টাইপ-ভি কোয়ার্টার নির্মাণ-এর সাথে সম্পর্কিত এসঅ্যান্ডটি কাজ; টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ৪৯,১৪,৩১৩.৬৬; বায়না অর্থ ঃ ₹ ৯৮,৩০০.০০; ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় ঃ ক্রম. নং. ১ ও ২ প্রতিটির জন্য ১৫.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে ২৯.০৭.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিশ বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা।

MLD-111/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

চিহ্নিত ব্রিজগুলিতে পোর্টেবল ট্রেন ডিটেকশন এবং অ্যালার্ম সিস্টেম

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিসিবিএল/০৮/২০২৫/এমএলজি, তারিখঃ ০৭-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং.ঃ ডিসিবিএল১৬২০২৫এমএলজি। কাজের নামঃ ডিওয়াই. সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও-এর অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চিহ্নিত ব্রিজগুলিতে পোর্টেবল ট্রেন ডিটেকশন এবং অ্যালার্ম সিস্টেম। আনুমানিক টেন্ডার মূল্যঃ ৫২,৮০,০০০.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,০৪,৬০০.০০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ ২৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ (অসম) কার্যালয়ে ২৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০৫ ঘণ্টা। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জেআইএস-এর এক্সপো শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : ছাত্রছাত্রীদের সঠিক দিশা দেখাতে শিলিগুড়িতে এক্সপো-২০২৫-এর আয়োজন করল জেআইএস। বুধবার দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত এই এক্সপোয় শিলিগুড়ির পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ থেকে পড়ুয়ারা এসেছিল। জেআইএস গ্রুপের বিজনেস ডেভেলপমেন্টের ডেপুটি ডিরেক্টর বিদ্যুৎ মজুমদার বলেন, 'কর্মমুখী বিষয়গুলো নিয়ে পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। আগ্রহ অনুযায়ী কোন বিষয়ে পড়লে কী সুবিধা পাবে, সে বিষয়ে পড়ুয়াদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

সেইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির কৃতীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা আবীর চট্টোপাধ্যায়। জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার তরণজিৎ সিং বলেন, 'কলকাতা এবং দুর্গাপুরের পর উত্তরবঙ্গের পড়ুয়াদের থেকেও খুব ভালো সাড়া পেয়েছি।'

এদিন অ্যাসোসিয়েশন অফ মাইনরিটি প্রফেশনাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউটের (এএমপিএআই) সাংবাদিক বৈঠকে আহ্বায়ক বিদ্যুৎ মজুমদার জানান, রাজ্যে চলতি বছরের সিইই এএমপিএআই পরীক্ষা হবে ২৭ জুলাই। এই পরীক্ষার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে এএমপিএআই-এর পাঁচটি কলেজে বিটেক, বিফার্ম প্রোগ্রামে ভর্তির সুযোগ পাবেন পড়ুয়ারা।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

টেন্ডার আমন্ত্রণের বিজ্ঞপ্তি

যুগ যুগীন ভারত মিউজিয়াম নূতন দিল্লির জন্য ব্যাপক প্রদর্শনশালার নকশা (স্থাপত্য এবং প্রদর্শনী নকশা) পরিষেবার জন্য নকশা পরিকল্পনার পরামর্শক নির্বাচনের প্রস্তাবের অনুরোধ ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের মন্ত্রকের দ্বারা ০৯ জুলাই ২০২৫ এ জানানো হচ্ছে।

আগ্রহী দরদাতারা eprocure.gov.in এ এর বিস্তারিত বিবরণ দেখতে পারেন।

দর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১লা অগাস্ট ২০২৫।

cbc 09101/11/0010/2526

আজ টিভিতে

চিরসখা রাত ৯.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ আপন পর, দুপুর ১.০০ খোকা ৪২০, বিকেল ৪.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, সন্ধে ৭.০০ জোশ, রাত ১০.০০ লে হালুয়া লে, ১.০০ অধিকার

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ রংবাজ, বিকেল ৩.৩০ গুরু, সন্ধে ৭.০০ গুরু, রাত ৯.০৫ জোর

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ শ্রীমান ৪২০, বেলা ১১.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, দুপুর ২.০০ লোফার, বিকেল ৫.০০ জোয়ার ভাঁটা, রাত ১০.৩০ বিদ্রোহিনী নারী, ১.০০ অহল্যা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অগ্নিতৃষ্ণা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম সংঘাত

কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি: সকাল ৯.০০ ফিদা, দুপুর ১২.০০ কচ্চে নিম্বু, বিকেল ৩.০০ ওএমজি-টু, ৫.০০ মঞ্জুলিকা রিটার্নস-টু, রাত ১০.৩০ দিলওয়ালে

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৩০ সিংহম এগেইন, দুপুর ২.২৩ আচার্য, বিকেল ৫.১৩ অ্যাকশন রাউডি, সন্ধে ৭.৫৫ ক্র্যাক, রাত ১০.৪১ দ্য রিয়েল ডন রিটার্নস-টু

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৫২ রিয়েল টেভর, দুপুর ২.৩৩ বাগি, বিকেল ৫.০৫ ২.০, রাত ৮.০০ স্কন্দ, ১১.১৩ মেন ইন ব্ল্যাক-থ্রি

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১১ গো গোয়া গন, দুপুর ১.৫৫ মাডগাঁও এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.২৪ সজনী শিন্ডে কা ভাইরাল ভিডিও, সন্ধে ৬.২০ কিসমত কানেকশন, রাত ৯.০০ রানওয়ে ৩৪, ১১.২৫ নীল বট্টে সন্নাটা

মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৪৫ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, বিকেল ৪.৩৫ ট্রয়, সন্ধে ৭.০৫ এজেন্ট কোডি ব্যাংকস, রাত ৮.৪৫ ম্যাড ম্যাক্স : ফিউরি রোড

জলসা মুভিজ

গুরু বিকেল ৩.৩০

গুরু সন্ধে ৭.০০

সিংহম এগেইন বেলা ১১.৩৩
জি সিনেমা এইচডি

ওয়াইল্ড ক্যাটস বিকেল ৫.১৭ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে চমকপ্রদ সাফল্য মিলবে। বিকেলের পর বাড়িতে কোনও ধার্মিক ব্যক্তি আসতে পারেন। বৃষ : সারাদিন মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন। কর্মস্থানে কাজের চাপ বাড়বে। পড়াশোনায় সাফল্য। মিথুন : কথাবার্তা মেপে না বললে সংসারে অশান্তি অনিবার্য। ব্যবসায় ভালো যোগাযোগ হতে পারে। কর্কট : স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তির অংশীদার হওয়ার সম্ভাবনা। শরীর ব্যথা-বেদনা বৃদ্ধি পাবে। সিংহ : বন্ধুদের সঙ্গে অকারণে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে মানসিক চাপ। বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। কন্যা : কোনও আত্মীয়ের প্ররোচনায় দাম্পত্যে অশান্তি। বাড়ি সংস্কার নিয়ে বাবার সঙ্গে তর্কবিতর্ক। তুলা : নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারেন। পড়ুয়াদের সাফল্য বজায় থাকবে। বৃশ্চিক : বাড়ির লোককে না জানিয়ে জমি, বাড়ি কেনাবেচা করবেন না। আপনার দূরদর্শিতার অভাবে ব্যবসায় ক্ষতি। ধনু : প্রেম এড়াতে সামান্য অশান্তি লেগে থাকবে। কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহায়তায় উপকৃত হবেন। মকর : রাজনীতিতে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ। কুম্ভ : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আশাতীত সাফল্য পাবেন। সম্পত্তি নিয়ে আইনি ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। মীন : কাউকে জ্ঞান দিয়ে অপমানিত হতে পারেন। সংসারে আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। বাতের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১৯ আষাঢ়, ১০ জুলাই, ২০২৫, ২৫ আহার, সংবৎ ১৫ আষাঢ় সুদি, ১৪ মহরম। সূঃ উঃ ৫।২, অঃ ৬।২৩। বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা রাত্রি ২।৪। মূলানক্ষত্র প্রাতঃ ৫।২৬। ইন্দ্রযোগ রাত্রি ১১।৬। বিষ্টিকরণ দিবা ১।৪৩ গতে ববকরণ রাত্রি ২।৪ গতে বালবকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, প্রাতঃ ৫।২৬ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ২।৪ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি- ৩।৩ গতে ৬।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৪৩ গতে ১।৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১২।৩১ গতে যাত্রা মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১০।২৮ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, রাত্রি ১১।৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দীক্ষা, দিবা ১২।৩১ গতে ৩।৩ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ভূমিক্রয়বিক্রয় সীমন্তোন্নয়ন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।৩ মধ্যে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৭৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৭৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সার্ভিস রোডে সংস্কার নেই

চোপড়া, ৯ জুলাই : চোপড়ায় জাতীয় সড়কের দু'পাশের সার্ভিস রোডের বেহাল দশায় বাসিন্দাদের ভোগান্তি বাড়ছে। বৃষ্টিতে সমস্যা আরও বাড়ছে। চোপড়া বাসস্টপ থেকে বিডিও অফিসের সামনে দিয়ে তিস্তা মোড় পর্যন্ত ওই সার্ভিস রোডের প্রায় ৭০০ মিটার এবং কালাগছ বাসস্টপ থেকে পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত প্রায় ৫০০ মিটারের অবস্থা ভীষণ খারাপ।

বেহাল দশা চোপড়া গার্লস হাইস্কুলের সামনের রাস্তারও। স্কুলের সামনে বড় বড় গর্ত। ছাত্রীরা স্কুলে যেতে সমস্যায় পড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দা কালু সিংহের অভিযোগ, 'সামান্য বৃষ্টি হলেই বাসস্টপে জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সার্ভিস রোড মেরামতের গরজ নেই কারও।' চোপড়ার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রশাসনের মাধ্যমে সার্ভিস রোড সংস্কারের জন্য জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার চিঠি দিয়েও লাভ হয়নি। এই বর্ষায় গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে রাস্তার গর্ত ভরাটের উদ্যোগ নিচ্ছি।'

ধর্মঘটের দিন স্কুল পরিদর্শন

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : ধর্মঘটের দিন আচমকা স্কুলে উপস্থিত হলেন শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) তরুণকুমার সরকার। বুধবার তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় ও সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক বিনীতা গজমেরকে নিয়ে তিনটি স্কুলে সারপ্রাইজ ভিজিট করেন। জগদীশ বিদ্যাপীঠ (প্রাথমিক), ঋষি অরবিন্দ ও উদয়ন সমিতি প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শন করেন তাঁরা। পঠনপাঠন কেমন চলছে, মিড-ডে মিল কতটা স্বাস্থ্যকর, পরিকাঠামোগত কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখেন। এছাড়া ঋষি অরবিন্দ স্কুলে মিড-ডি মিলও খান তাঁরা।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) তরুণকুমার সরকার বলেন, 'ধর্মঘটের জন্য স্কুলগুলোতে পড়ুয়াদের উপস্থিতি কম ছিল। পরিকাঠামো, মিড-ডে মিল তিনটি স্কুলে ঠিকঠাক রয়েছে। স্কুল পরিচালনায় কিছু সমস্যা রয়েছে, তা শোধরানোর কথা বলা হয়েছে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

স্বস্তি পেতে।। *জলপাইগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন মলয় চক্রবর্তী।*

প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া খাটানোয় প্রশ্ন

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : সোমনাথ মুখোপাধ্যায়কে গাড়ি ভাড়া দিয়ে ঘুম উড়েছে মালিকদের। মালিকদের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভিযোগ, গাড়ি ভাড়া নিয়ে তিন-চারদিন যোগাযোগ রাখার পরেই উধাও হয়ে গিয়েছে সোমনাথ। সোমনাথকে গ্রেপ্তার করে ইতিমধ্যেই একে একে গাড়িগুলি উদ্ধার করতে শুরু করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। দেখা যাচ্ছে যে উদ্ধার হওয়া গাড়িগুলির প্রায় প্রতিটাই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। নম্বর প্লেট দেখে অনেকে গাড়িগুলি চিহ্নিত করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িগুলি অ্যাপের মাধ্যমেই ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন উঠছে, অ্যাপ কর্তৃপক্ষ কি দেখেনি, যে গাড়িগুলোর প্রায় প্রতিটাই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন? বিষয়টা নজর এড়াচ্ছে না পুলিশ প্রশাসনেরও। এখনও সংশ্লিষ্ট অ্যাপ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসন যোগাযোগ না করলেও শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'বিষয়টি আমাদেরও নজরে এসেছে। কী চুক্তিতে ওই গাড়িগুলি ভাড়া দেওয়া হয়েছিল, সেটা আমরা অবশ্যই খতিয়ে দেখব। সরাসরি ভাড়া নাকি পরিচিত হিসেবে গাড়িগুলি দেওয়া হয়েছিল, সেসব ব্যাপারও দেখা হবে।'

> এটা তো হচ্ছেই। অবৈধভাবে বিভিন্ন এজেন্সি তৈরি করেও এভাবে গাড়ি ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। পরিবহণ দপ্তরকে এই ব্যাপারগুলি দেখতে হবে। রাজ্য সরকারের কাছেও আমরা পুরো বিষয়টি তুলে ধরব, যাতে পর্যটকরাও কোনও প্রতারণার মধ্যে না পড়েন।
>
> **সম্রাট সান্যাল,** *সাধারণ সম্পাদক এইচএইচটিডিএন*

নিয়ম অনুযায়ী, কমার্শিয়াল নম্বর ছাড়া কোনও গাড়িই ভাড়া দেওয়া যায় না। যদিও এখন অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি গাড়ি ভাড়া দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেটাই ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন একশ্রেণির গাড়ির মালিক। অ্যাপের মাধ্যমে তাঁরা গাড়ি ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছুকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করছেন। ই-মুনাফার লোভে তাঁদের গাড়ি কোনওসময় ঘণ্টা হিসাবে, কোনওসময় দিন হিসাবে ভাড়ায় দিচ্ছেন। এমনকি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রধাননগর থানায় যেসব অভিযোগ এসেছে সেখানে প্রতারিতদের অভিযোগপত্রে দেওয়া গাড়ির নম্বর পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে, তার অধিকাংশই প্রাইভেট নম্বর। এমনকি এজেন্সির মাধ্যমেও সোমনাথ বিভিন্ন জায়গা থেকে গাড়ি নিয়েছিল। মূলত পর্যটনের নাম করে গাড়িগুলো নেওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন উঠছে, এজেন্সিগুলিও কী তাহলে কমার্শিয়াল নম্বরের গাড়ির মধ্যেই সুযোগ বুঝে প্রাইভেট নম্বরের গাড়িও ঢুকিয়ে দিচ্ছে? এরপর অ্যাপের মাধ্যমে সেগুলি ভাড়া দিয়ে দিচ্ছে?

শুধু দার্জিলিং জেলা নয়, নাগরাকাটা থেকে শুরু করে চ্যাংরাবান্ধা, বিভিন্ন জায়গা থেকেই চুরি করা প্রাইভেট নম্বরের এই গাড়িগুলি উদ্ধার হয়েছে। দার্জিলিংয়ের পরিবহণ আধিকারিক মিল্টন সাহা বলেন, 'অ্যাপের সিস্টেমটি যেহেতু নতুন, তাই এর অবৈধভাবে ব্যবহারের চেষ্টা হচ্ছে। আমরা এ ব্যাপারে অভিযান শুরু করেছি।'

৪০ দিন নিখোঁজ, অপহরণের নয়া তত্ত্ব

বাড়ি ফিরল সামশাদ

অরুণ ঝা

ছয়ঘরিয়া (ইসলামপুর), ৯ জুলাই : প্রায় ৪০ দিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে বাড়ি ফিরল কলকাতার মহেশতলায় নির্যাতনের শিকার ইসলামপুরের ছয়ঘরিয়ার কিশোর সামশাদ। বুধবার সন্ধ্যায় সে বাড়ি ফেরে। এতে পরিবারের লোকেরা তো বটেই, খুশি প্রতিবেশীরাও। তদন্তের স্বার্থে ইসলামপুর থানার পুলিশ ছয়ঘরিয়া গ্রামে পৌঁছে সামশাদকে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। তবে তাকে থানায় আনার চেষ্টা করলে পরিবার ও গ্রামের লোকজন পুলিশের গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করেন। ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা জানিয়েছেন, সামশাদকে রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে। অন্যদিকে, সামশাদের মা আসিনা খাতুন বলেছেন, 'কলকাতার পুলিশ তো আমার ছেলেকে উদ্ধার করে দিতে পারেনি। ও নিজে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। আর এখন পুলিশ ছেলেকে বাড়ি থেকে নিয়ে গেল, আমি এটা মানব না। ছেলেকে আর কলকাতা যেতে দেব না।'

মহেশতলায় জিনসের পোশাক রং করার একটি কারখানায় কাজে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হয় সামশাদ।

সামশাদ ফেরার পর ছয়ঘরিয়া গ্রামে পুলিশ। বুধবার।

নেপথ্য কাহিনী

- মহেশতলায় কাজে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হয় সামশাদ
- চোর অপবাদে তাকে উলটো করে ঝুলিয়ে ইলেক্ট্রিক শক দেওয়ার অভিযোগ ওঠে
- প্রায় ৪০ দিন নিখোঁজ ছিল সে
- অবশেষে বুধবার বাড়ি ফেরে ইসলামপুরের ছয়ঘরিয়ার ওই কিশোর

চোর অপবাদে তাকে উলটো করে ঝুলিয়ে ইলেক্ট্রিক শক দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই সংক্রান্ত একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় (ভিডিওর সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি)। মূল অভিযুক্ত ছয়ঘরিয়া গ্রামেরই বাসিন্দা শাহেনশাহ সহ অন্যদের রবীন্দ্রনগর থানা আগেই গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু নিখোঁজ ছিল সামশাদ।

অবশেষে বুধবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসে নির্যাতিত ওই কিশোর। এদিন ছয়ঘরিয়ায় পৌঁছাতে দেখা গেল, সামশাদের বাড়িতে মানুষের ভিড় উপচে পড়েছে। কোথা থেকে, কীভাবে বাড়ি ফিরল ১৪ বছরের সামশাদ? কাকা লাল মহম্মদের জবাব, 'বাড়ি ফিরে সামশাদ জানিয়েছে, আক্রা স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেন ধরে সে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছায়। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে মঙ্গলবার রাত ১০টায় বিহারের কিশনগঞ্জ স্টেশনে নামে। সারা রাত স্টেশনেই ছিল। এদিন হেঁটে ইসলামপুরে আসে। বাইপাসে এক টোটোচালক সামশাদকে চিনতে পারেন। তিনিই ওকে বাড়ি পৌঁছে দেন।' লালের সংযোজন, 'নির্যাতনের পর পালিয়ে আক্রায় পৌঁছেছিল সামশাদ। ক্ষুধার্ত থাকায় একটি দোকানে খাবার চাইতে যায় সে। সেখানে মানো ওরফে মনু নামে এক ব্যক্তি তাকে অপহরণ করে। মনুই তাকে আটকে রেখেছিল। সোমবার সুযোগ বুঝে সেই ডেরা থেকে পালাতে সক্ষম হয় সামশাদ।'

এখন প্রশ্ন উঠছে, ধৃত শাহেনশাহ কি মনুকে চিনতেন? শাহেনশাহ যদি মনুর অপরিচিত হন, তাহলে অন্য কোনও গ্যাং সামশাদকে অপহরণ করেছিল কি? আক্রা থেকে শিয়ালদা, সেখান থেকে কিশনগঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার পর সামশাদ হেঁটে ইসলামপুর ফিরল কেন? সবটাই স্পষ্ট হবে তদন্তে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের প্রতিক্রিয়া, 'সামশাদের সুস্থভাবে বাড়ি ফিরে আসা অবশ্যই স্বস্তির। আমরা তাকে হেপাজতে নিয়েছি। রবীন্দ্রনগর থানার হাতে তুলে দেওয়া হবে।'

দোকানে আগুন

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : আগুনে পুড়ল দোকান। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে পুরনিগমের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ঋষি অরবিন্দ রোডে। প্রাথমিক অনুমান, ব্যাটারি বিস্ফোরণের জেরে দোকানে আগুন লাগে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ ও দমকলকর্মীরা। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার বিকেলে ঋষি অরবিন্দ রোডে একটি বিল্ডিংয়ের নীচে বন্ধ দোকানে আগুন লাগে। ওই দোকানে মোবাইলের ব্যবসার পাশাপাশি ফোটোগ্রাফির কাজও হত। এদিন আগুন লাগার পর শিখা দোতলা পর্যন্ত উঠে আসে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, ব্যাটারি বিস্ফোরণের কারণে হয়তো আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষ ও পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। বাসুদেব ঘোষ বলেন, 'ব্যবসায়ী দোকান বন্ধ করে খেতে গিয়েছিলেন। সেই সময় ঘটনাটি ঘটে। অপর এক ব্যবসায়ী প্রথম দোকানের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন।' ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'ওই দোকানের ফায়ার লাইসেন্স ছিল না, সেটা দেখা হবে।' এদিকে, ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। জয়ন্তী দে নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'বিকট শব্দ হচ্ছিল। আতঙ্কে দৌড়ে রাস্তায় চলে এসেছিলাম।' আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে দমকল।

জমি দখল করে নির্মাণ, পরিদর্শনে প্রশাসন

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৯ জুলাই : ইসলামপুর শহর লাগোয়া বিহার মোড়ে কয়েক কোটি টাকার সরকারি জমি জবরদখল কাণ্ডে হস্তক্ষেপ করলেন ইসলামপুরের মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব। বুধবার মহকুমা শাসকের নির্দেশে এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুমিতা সেনগুপ্তের নেতৃত্বে একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টির তদন্ত শুরু করে। জবরদখলকারী স্কুলের বিরুদ্ধে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের রিপোর্টের ভিত্তিতে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে বলে জানান মহকুমা শাসক। এদিন তদন্তে যাওয়া ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছেন, 'আইনি পদক্ষেপের প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই আমরা তা করব।'

বেসরকারি স্কুলটি রাজ্য সড়কের পাশে থাকা সরকারি জমির প্রায় ছয় কাঠা জবরদখল করে রেখেছে বলে অভিযোগ। সঙ্গে নয়ানজুলি ভরাট করতেও তারা কসুর রাখেনি। উত্তরবঙ্গ সংবাদ প্রথম এই খবরটি প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। তারপরে নড়েচড়ে বসে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। গত জুন মাসে ভূমি সংস্কার দপ্তরের রিপোর্টে বিস্ফোরক তথ্য উঠে আসে। ভূমি সংস্কার দপ্তর ওই রিপোর্ট পূর্ত দপ্তরকে (সড়ক) পাঠিয়ে যথাযথ পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছিল। মহকুমা শাসকের কাছেও গত মাসে পাঠানো হয়েছিল রিপোর্টটি। পূর্ত দপ্তরের কর্তারা জানান, এই বিষয়ে যা ব্যবস্থা নেওয়ার মহকুমা শাসক নেবেন। এরপর মহকুমা প্রশাসন ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, বিডিও, পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে স্কুলে হানা দেয়। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ১৪ তারিখ মহকুমা প্রশাসনের তরফে স্কুল কর্তৃপক্ষকে শুনানির জন্য তলব করা হয়েছে।

জবরদখল করা নয়ানজুলি, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের অধীনে রয়েছে। এদিন তদন্তকারী দলের পর্যবেক্ষণ, বারবার নোটিশ পাঠিয়ে সতর্ক করা হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ সরকারি জমিতে নির্মাণকাজ বন্ধ করেনি। কাদের মদতে স্কুল কর্তৃপক্ষ, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলেছে, তা নিয়েও জোর গুঞ্জন। দলের নেতৃত্বে থাকা ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন, 'মহকুমা শাসকের নির্দেশে এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আমরা তদন্ত করেছি। আমরা রিপোর্ট জমা করার পর মহকুমা শাসক যা পদক্ষেপ করার করবেন।' বেআইনি কাজের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কী আইনি পদক্ষেপ করা হবে? ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিক্রিয়া, 'আইনি পদক্ষেপ অবশ্যই করা হবে।' মহকুমা শাসক বলেছেন, 'ব্লক ভূমি সংস্কার দপ্তরের রিপোর্টের ভিত্তিতে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে তদন্তকারী টিম পাঠানো হয়েছিল। সরকারি জমি আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : বুধবার বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম শুভম সাহানি। তিনি ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ভবসিন্দু কলোনির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাতে গোপন সূত্রে পুলিশ জানতে পারে এক ব্যক্তি সন্দেহজনকভাবে পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস এলাকায় ঘোরাঘুরি করছেন। এরপর পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে সেই ব্যক্তিকে প্রথমে আটক করে। এরপর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ব্যাগ থেকে বেশ কিছু কাফ সিরাফ উদ্ধার হয়। নেশার উদ্দেশ্যেই ওই কাফ সিরাফ বিক্রির ছক শুভম কষেছিলেন বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

একটা ছুটির দিন...

বুধবার ২৪ ঘণ্টার দেশব্যাপী ধর্মঘটে একদিকে দেখা গেল ধর্মঘট সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি, অন্যদিকে যাত্রীবাহী বাস কম থাকায় নিত্যযাত্রীদের সারাদিন হয়রানির শিকার হতে হল। সকালে কিছু টোটো ও সিটি অটো বের হলেও ধর্মঘট সমর্থকদের বাধার মুখে পড়ে।

হিলকার্ট রোডে একদিকে ধর্মঘট সমর্থকদের মিছিল। অন্যদিকে ধর্মঘট বিরোধিতায় মিছিল। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

ধর্মঘটের মিশ্র প্রভাব উত্তরে

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৯ জুলাই : ধর্মঘটকে ঘিরে কোথাও হাতাহাতি। কোথাও ধস্তাধস্তি। বুধবার নকশালবাড়িতে সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ধর্মঘট ঘিরে হাতাহাতি শুরু হয়। সাতভাইয়া এশিয়ান হাইওয়ে ২-এর উপর সিপিএম কর্মীরা সমস্ত যানবাহন আটকে দেন। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা ধর্মঘটের বিরোধিতা করে সমস্ত যানবাহন সচল করেন। এর জেরে দুই দলের কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়।

দোকানপাট খোলা-বন্ধ নিয়েও ঝামেলা শুরু হয়। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং সিপিএম কর্মীরা একটি মিষ্টির দোকান বন্ধ করা নিয়ে নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। শেষে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। এদিন ধর্মঘটের সমর্থনে এবং বিরোধিতা করে দুই দল দফায় দফায় মিছিল করে। তৃণমূলের তরফে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ এবং সিপিএমের তরফে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গৌতম ঘোষ নকশালবাড়িতে মিছিলে নেতৃত্ব দেন। এদিন সেখানে বাস চলাচল বন্ধ থাকলেও অন্যান্য যানবাহন চলছিল। সরকারি অফিস, বিডিও অফিস, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ও স্কুল কলেজ খোলা ছিল। তবে নকশালবাড়ি বাজারের অধিকাংশ দোকান বন্ধ ছিল।

বাগডোগরায় ধর্মঘটের আংশিক প্রভাব দেখা গিয়েছে। বাগডোগরা বিমানবন্দরে বিমান চলাচল স্বাভাবিক ছিল। তরাইয়ের ১০টি চা বাগানে ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে। বাকি চা বাগানগুলিতে স্বাভাবিক কাজ হয়েছে। বাগডোগরা, শিবমন্দির ও মাটিগাড়া এলাকার বেশিরভাগ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এদিন বন্ধ ছিল। এদিন রাঙ্গাপানিতে জোর করে দোকান বন্ধ করার অভিযোগে বাগডোগরা থানার পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করে।

১০টি শ্রমিক সংগঠনের ডাকা ধর্মঘটের মিশ্র প্রভাব খড়িবাড়ি ব্লকে পড়েছে। এদিন খড়িবাড়ি বাজারে ধর্মঘটের সমর্থনে শ্রমিক সংগঠনগুলি মিছিল করে। অধিকারী ও বাতাসিতে ধর্মঘটের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়নি। তবে কোনও যাত্রীবাহী বেসরকারি বাস, দূরপাল্লার পণ্যবাহী ট্রাক চলাচল করেনি। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।'

চোপড়া ব্লকে ধর্মঘট সফল করতে সিটু ও আইএনটিইউসি যৌথভাবে ব্লক স্ট্রাইক কমিটি গঠন করে রাস্তায় নামে। দাসপাড়া ও ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতে ধর্মঘটের সমর্থনে এদিন একাধিক জায়গায় মিছিল ও রাস্তা অবরোধ করা হয়। গোয়াবাড়ি প্রাইমারি স্কুলের সামনে পিকেটিং ঘিরে পঠনপাঠনে বিঘ্ন ঘটে। তবে এলাকার কোথাও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই।

গোয়ালপোখর এবং চাকুলিয়াতে ধর্মঘটের খুব বেশি প্রভাব চোখে পড়েনি। তবে পাঞ্জিপাড়া ও কানকিতে ধর্মঘট সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। ইসলামপুর শহরে রাজ্য সড়কে চৌরঙ্গি মোড়ে অস্থায়ী হকারের সঙ্গে ধর্মঘট সমর্থকদের একাংশ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন।

এদিন সকালে ফুলবাড়ি সহ আশপাশের এলাকার দোকানপাট বন্ধ ছিল। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দোকান, বাজার খুলতে শুরু করে। যান চলাচল শুরু হয়। ফুলবাড়ি বাজারের ব্যবসায়ী মহম্মদ রিজানুর বলেন, 'দুপুরের পর থেকে এক এক করে দোকান খুলতে থাকে। সেই কারণে আমিও দোকান খুলি। পরে কেউ আর দোকান বন্ধ করতে আসেননি।'

বাস-টোটো কম, দিনভর ভোগান্তি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : ভেনাস মোড়ের একপাশে ব্যাগপত্র নিয়ে পরিবারের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন মোমিনুল ইসলাম। গন্তব্য মাটিগাড়া। আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও বাস না পেয়ে আশঙ্কার সুরে মোমিনুল বলেন, 'আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব, বুঝতে পারছি না। একটাও বাস পাচ্ছি না। টোটো ও সিটি অটো ভর্তি হয়ে আসছে।'

ব্যাগ হাতে জংশন পেরিয়ে দার্জিলিং মোড়ের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন নিমা গুরুং। নিমার গন্তব্য বাগডোগরা। যাবেন কীভাবে বুঝতে না পেরে হেঁটেই এগোচ্ছিলেন। দার্জিলিং মোড়ের কাছে টোটো পেলেন বটে তবে ধর্মঘটের সুযোগে টোটোচালকের খাঁই বেশি। খালি টোটো দেখে নিমা এগিয়ে যেতে চালক পরিষ্কার বললেন, 'খাপরাইলে নামিয়ে দেব। দেড়শো টাকা দিতে হবে।' অগত্যা আর কোনও উপায় না থাকায় দেড়শো টাকা দিয়েই টোটোয় উঠে পড়লেন তিনি।

বুধবারের ধর্মঘটে বিভিন্ন জায়গায় ধরা পড়ে একই ছবি। হিলকার্ট রোডে একের পর এক গাড়ি আটকে দেন ধর্মঘট সমর্থকরা। বেসরকারি বাস বিশেষ চলেনি। লোকাল বাসগুলি উধাও। ফলে সমস্যায় পড়েন শহর ও বাইরে থেকে আসা মানুষ। সকালে কিছু টোটো ও সিটি অটো বের হলেও বিভিন্ন জায়গায় ধর্মঘট সমর্থকদের বাধার মুখে পড়ে। ফলে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টোটো ও অটোর সংখ্যা কমে যায়। ফলে রাস্তায় বেরিয়ে আরও ভোগান্তির শিকার হন সাধারণ মানুষ।

টোটো না মেলায় দুপুরে স্কুল থেকে বেরিয়ে ফাঁপরে পড়ে মার্গারেট স্কুলের অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া সুমন বসাক, অরিত্র বিশ্বাসরা। সুমন বলে, 'আমার বাড়ি আশ্রমপাড়ায়। প্রতিদিন টোটোয় স্কুল থেকে বাড়ি ফিরি। আজ বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও টোটো না পেয়ে বাধ্য হয়ে হেঁটে রওনা দিয়েছি।' এয়ারভিউ মোড়ের কাছে মহানন্দা সেতু পর্যন্ত হেঁটে দুই বন্ধু কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ওই রাস্তায় বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন বিনোদ দাস। ওদের ক্লান্তি বুঝতে পেরে দাঁড়িয়ে যান তিনি। তারপর ওদের বাইকে পানিট্যাঙ্কি মোড়ে পৌঁছে দেন।

বিনোদ বলেন, 'রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকায় ওই দুই পড়ুয়া হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। ওদের কিছুটা সাহায্য করতে পেরে ভালো লাগছে।' এসবের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর জলপাইগুড়িগামী সরকারি বাস পেয়ে স্বস্তির হাসি ফুটল বর্ধমান রোড বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়ানো অস্মিতা রায়ের মুখে। তিনি বলেন, 'কাজের সূত্রে শহরে এসেছিলাম। দোকান বন্ধ থাকায় কাজ হয়নি। উলটে বেশ কিছুক্ষণ বাসস্ট্যান্ডে থাকতে হল। অবশেষে যে বাড়ি ফেরার বাস পেয়েছি, এই অনেক।'

গাড়ির অপেক্ষায় হাসমি চকে বুধবার।

কাজের সূত্রে শহরে এসেছিলাম। দোকান বন্ধ থাকায় কাজ হয়নি। উলটে বেশ কিছুক্ষণ বাসস্ট্যান্ডে থাকতে হল। অবশেষে যে বাড়ি ফেরার বাস পেয়েছি, এই অনেক।

- অস্মিতা রায় *যাত্রী*

আমার বাড়ি আশ্রমপাড়ায়। প্রতিদিন টোটোয় স্কুল থেকে বাড়ি ফিরি। আজ বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও টোটো না পেয়ে বাধ্য হয়ে হেঁটে রওনা দিয়েছি।

- সুমন বসাক
অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া

অন্তঃসত্ত্বাকে নিয়ে উলটে গেল টোটো

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : এয়ারভিউ মোড়ের কাছে বুধবার সিটি অটো ও টোটোর সংঘর্ষে জখম হলেন অন্তঃসত্ত্বা সহ পাঁচজন। বাকিদের তুলনায় ওই অন্তঃসত্ত্বা ও তাঁর এক আত্মীয়ের চোট গুরুতর থাকায় তাঁদের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। চিকিৎসকরা জানান, অন্তঃসত্ত্বার গর্ভে থাকা সন্তান সুরক্ষিত রয়েছে। সিটি অটোটিকে আটক করেছে পুলিশ।

চিকিৎসককে দেখানোর জন্য চম্পাসারি থেকে আত্মীয় সাহানাজ খাতুনের সঙ্গে টোটোয় উঠেছিলেন অন্তঃসত্ত্বা নাজমা খাতুন। এয়ারভিউ মোড়ে আসতেই ঘটে বিপত্তি। পিছন থেকে আসা একটি সিটি অটোর ধাক্কায় উলটে যায় টোটোটি। রাস্তায় পড়ে যান নাজমা সহ টোটোয় থাকা পাঁচজন। টোটোটি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাওয়ায় তড়িঘড়ি ওই সিটি অটো করে নাজমা ও সাহানাজকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতি

গোয়ালপোখর, ৯ জুলাই : গোয়ালপোখর থানার বড় পাটনা এলাকায় মঙ্গলবার রাতে এক অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এক পরিবার। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। রাত ১২টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ তখন ঘুমোচ্ছিলেন।

পরিবারের সদস্য আইয়ুব আলির হঠাৎ ঘুম ভাঙলে তিনি দেখেন, তাঁর একটি ঘর দাউদাউ করে জ্বলছে। তিনি চিৎকার করে পরিবারের বাকি সদস্যদের ডাকেন। আইয়ুবের চিৎকার শুনে পরিবারের বাকিরা এবং প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। ততক্ষণে জামাকাপড়, আসবাব সহ বিভিন্ন জিনিস পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে এই ঘটনায় কেউ আহত হননি। স্থানীয় বাসিন্দা সোহরাব আলি বলেন, 'দমকলবাহিনীকে খবর দেওয়া হয়েছিল। তবে সময়মতো দমকলের গাড়ি এসে পৌঁছায়নি। বাসিন্দাদের তৎপরতায় আগুন নেভানো হয়।' গোয়ালপোখর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মুস্তারি বেগম বলেন, 'ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। তাঁদের সবরকমভাবে সহযোগিতা করা হবে।'

আড়াইশো চা গাছ নষ্ট

চোপড়া, ৯ জুলাই : ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের মণ্ডলবস্তিতে মঙ্গলবার রাতে প্রায় আড়াইশো চা গাছ উপড়ে এবং কেটে নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। বাগান মালিক আসিরুল ইসলাম বলেন, 'আমার চার কাঠা জমিতে চা গাছ লাগানো ছিল। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা বাগানের প্রায় আড়াইশো চা গাছ উপড়ে দিয়েছে, কেটে দিয়েছে। বুধবার সকালে বিষয়টি নজরে পড়তেই লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছি পুলিশকে।

দুই পরিবারের সংঘর্ষ

চোপড়া, ৯ জুলাই : লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যতরাগছে দুই পরিবারের সংঘর্ষে বুধবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় উভয়পক্ষের দুজন জখম হয়েছেন। তাঁদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরোনো বিবাদের জেরে বুধু মহম্মদ এবং মহম্মদ জহিরুলের পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তবে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

মিড-ডে মিল রান্না করলেন দিদিমণিরা

সাগর বাগচী ও তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা ধর্মঘটের মিশ্র প্রভাব পড়ল শিক্ষাক্ষেত্রে। যথারীতি অন্যদিনের তুলনায় বুধবার সরকারি স্কুলগুলিতেও পড়ুয়া উপস্থিতি ছিল কম। অনেক স্কুলে একটিও ক্লাস না হওয়ার মতো ঘটনা যেমন ঘটেছে, তেমনই কয়েকটি স্কুলে আবার প্রত্যেকটি ক্লাসই হয়েছে। ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে বেসরকারি স্কুলগুলিতেও। কিছু বেসরকারি স্কুল যেমন খোলা ছিল, তেমনই অনেক স্কুল ছিল বন্ধ। ধর্মঘটের জেরে রাস্তায় যানবাহন কম থাকায় এদিন সমস্যায় পড়তে হয় ছাত্রছাত্রীদের। তবে পরীক্ষা থাকায় কলেজগুলিতে উপস্থিতির হার ছিল উল্লেখযোগ্য।

কেন্দ্রের শ্রমিক নীতির প্রতিবাদে ডাকা ধর্মঘটের প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রেও। ধর্মঘট সমর্থকরা এদিন সকালে বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ করলেও, আটকানো হয়নি স্কুলবাস। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু টোটো, অটোও চলেছে। কিন্তু স্কুলগুলিতে উপস্থিতির হার তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। হাতেগোনা কিছু ছাত্রী থাকায় এদিন কোনও ক্লাসই হয়নি জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলে। তেমন উপস্থিতি না দেখে অনেক অভিভাবক মেয়েদের নিয়ে বাড়ি ফিরে যান বলে জানা গিয়েছে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা বনানী রায় বলেন, 'আমরা সমস্ত ক্লাস নেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু বাচ্চারা না থাকায় ক্লাস হয়নি।' দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা রবি সরকারের মেয়ে জ্যোৎস্নাময়ী স্কুলে পড়ে। ক্লাস হচ্ছে কি না তা দেখতে স্কুলে এসেছিলেন। কিন্তু সেভাবে ছাত্রী না থাকায়, তিনি বাড়ি ফিরে যান। মেয়েকে আর স্কুলে পাঠাননি। তিনি বলেন, 'এমনিতে রাস্তায় যানবাহন কম। কিছু ছাত্রী থাকলেও আমি মেয়েকে স্কুলে পাঠাতাম। কিন্তু এদিন একদমই পড়ুয়া না থাকায় মেয়েকে স্কুলে পাঠাইনি।'

বয়েজ হাইস্কুলে সবমিলিয়ে মাত্র ৬০ জনের কাছাকাছি পড়ুয়া ছিল। সেকশন অনুপাতে ২-৪ জন উপস্থিত থাকায় পৃথকভাবে সেকশনগুলির ক্লাস হয়নি। হয়নি শ্রেণি অনুযায়ী পঠনপাঠন। স্কুল সূত্রে খবর, প্রতিটি শ্রেণির পড়ুয়াদের একটি ঘরে বসিয়ে ক্লাস নেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক রণজয় দাস বলেন, 'সাড়ে চারটা পর্যন্ত স্কুল হয়েছে। ক্লাসের পাশাপাশি বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি হয়েছে।' অন্যদিকে, বিবেকানন্দ হাইস্কুলের এদিন পড়ুয়া উপস্থিতি খারাপ ছিল না। স্কুলের সমস্ত ক্লাসই হয়েছে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহীতোষ দাস বলেন, 'সব মিলিয়ে প্রায় তিনশো পড়ুয়া ক্লাস করেছে।' মার্গারেট হাইস্কুলেও সমস্ত ক্লাস হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিন মিড-ডে মিলের রাঁধুনিরা না আসায় শক্তিগড় বিদ্যাপীঠে শিক্ষিকারাই পড়ুয়াদের জন্য রান্না করেন। এখানে ৩০ জন পড়ুয়া উপস্থিত ছিল। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা পিংকি সরকার বলেন, 'পড়ুয়াদের জন্যই সবাই মিলে মাংস, ভাত রান্না করেছি। সকলে মিড-ডে মিল খেয়ে বাড়ি ফিরেছে।'

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সমস্ত কলেজে এদিন পরীক্ষা হয়েছে। তবে যান সমস্যায় পড়তে হয় দূরদূরান্তের কলেজ পড়ুয়াদের। সুকনার বাসিন্দা চান্দনি থাপা এদিন শিলিগুড়ি কলেজে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। চান্দনির বক্তব্য, 'সিটি অটো পেতে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বের না হলে আরও সমস্যায় পড়তে হত।'

সিবিএসই স্কুলগুলিতে পঠনপাঠন স্বাভাবিক ছিল বলে দাবি করেছেন এমন স্কুলগুলির উত্তরবঙ্গের সংগঠন সহোদয়া স্কুল কমপ্লেক্সের সভাপতি এসএস আগরওয়াল।

শক্তিগড় বিদ্যাপীঠে পড়ুয়াদের জন্য রান্না করছেন শিক্ষিকারা। বুধবার। -সংবাদচিত্র

ভয়ে ঘরছাড়া উত্তম

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৯ জুলাই : অসম পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে, এই ভয়ে কার্যত ঘরছাড়া দিনহাটা চৌধুরীহাটের সীমান্তবর্তী গ্রাম সাদিয়ালকুঠির বাসিন্দা উত্তমকুমার ব্রজবাসী। দিনে বাড়িতে থাকলেও রাতে কখনও আত্মীয়, কখনও বা বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটাচ্ছেন উত্তম। প্রশাসনের ভরসার পরেও আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাঁকে। ভয় একটাই, যেভাবে নোটিশ অসম থেকে দিনহাটায় এসেছে, সেভাবে যদি অসম পুলিশও আসে তাই বাধ্য হয়ে রাত কাটাচ্ছেন বাইরে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'ভয় হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সবরকম কথা হয়েছে যাতে তারা উত্তমকে যথাযথ নিরাপত্তা প্রদান করে।' দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র বলেন, 'ওঁর আইনি সহযোগিতা আমরা করছি। তবে উনি অহেতুক ভয় পাচ্ছেন, কেননা অসম পুলিশ এলে আমাদের না জানিয়ে কখনোই আসবে না।'

গত বছরের ডিসেম্বরে কামরূপ ফরেনার্স ট্রাইবিউনাল থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। যা জেলা পুলিশের মাধ্যমে উত্তমের হাতে পৌঁছায়। আর সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই হইচই শুরু হয়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে। এনআরসি ইস্যুকে সামনে রেখে মাঠে নেমে পড়েছে তৃণমূল। এখন রীতিমতো নিয়ম করে উত্তমের বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছেন গ্রাম প্রধান থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। কিন্তু তারপরেও যেন আশ্বস্ত হতে পারছেন না উত্তম।

বুধবার জাতিগত শংসাপত্রর কাজে উত্তম দিনহাটা মহকুমা শাসকের করণে গিয়েছিলেন। সেখানে উত্তম জানান, মঙ্গলবার রাতে তিনি বাড়িতে ছিলেন না। কেন বাড়িতে থাকছেন না? তাঁর উত্তর, 'যদি রাতে অসম পুলিশ এসে তুলে নিয়ে যায়। সেকারণেই রাতে বাড়িতে থাকার সাহস পাচ্ছি না।' আজও রাতে বাড়িতে থাকবেন না বলে উত্তম জানিয়েছেন।

এদিন স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা প্রধান রাধারানি বর্মনের স্বামী বাবলু বর্মন বলেন, 'আমরা উত্তমের পাশে আছি, সবরকমভাবে ওঁকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি।'

দিনহাটা মহকুমা শাসকের দপ্তরে উত্তমকুমার ব্রজবাসী (মাঝে)।

মদের আসরে ঘাসফুল নেতা-পদ্ম নেত্রী

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ৯ জুলাই : মঙ্গলবার রাতে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের আপালচাঁদ জঙ্গল লাগোয়া গজলডোবা যাওয়ার রাস্তায় গাড়িতে মদের পার্টি চলাকালীন স্থানীয় গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের পঞ্চানন রায় ও বিজেপি মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী দীপা বণিক। তাঁদের সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। পঞ্চাননের দাবি, ক্রান্তি বিডিও অফিসের জন্য জায়গা নিয়ে আলোচনা করতে দীপা এসেছিলেন তাঁর কাছে। দীপার বক্তব্য, বিডিও অফিসের জায়গার বিষয়ে আলোচনার জন্য পঞ্চানন তাঁকে ডাকেন। কিন্তু অত রাতে হঠাৎ এত লোক কীভাবে জড়ো হয়ে গেল, তা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। নিশ্চয়ই তাঁর বিরুদ্ধে কোনও চক্রান্ত হয়েছে।

গত শনিবার রাতে ধূপগুড়িতে রথের মেলা শেষে তৃণমূল ও বিজেপির নেতারা একসঙ্গে মদের আসর বসিয়েছিলেন। কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা আপত্তি করায় তাঁরা দলবেঁধে চড়াও হন পুলিশকর্মীদের ওপর। রাতে তাঁদের থানায় আনা হলেও 'রাজনৈতিক চাপে' তৃণমূল নেতাদের রাতে এবং বিজেপি নেতাদের পরদিন সকালেই ছেড়ে দিতে হয় পুলিশকে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ক্রান্তির জঙ্গল ঘেরা রাস্তায় তৃণমূল নেতা ও বিজেপি নেত্রীর একসঙ্গে মদের আসর বসানোর অভিযোগ উঠল।

ঘটনার পর ওই এলাকার স্থানীয় আপালচাঁদ গ্রামের কেউই আর মুখ খুলতে চাইছেন না। শাসক-বিরোধী দুই দলের চাপ আছে কি না, এমন প্রশ্ন শুনে অনেকেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁদের কয়েকজন আলাদা আলাদাভাবে জানালেন, পঞ্চানন আর দীপার গাড়ি প্রায়শই রাতের দিকে জঙ্গলের রাস্তায় দেখা যায়। এদিনও দুটি গাড়ি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকজনের কৌতূহল হয়। কাছে গিয়ে তাঁরা দেখেন পঞ্চাননের গাড়ির মধ্যে মদের আসর বসেছে। এরপরই গাড়ি ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়। দীপা পঞ্চাননের গাড়ি থেকে নেমে নিজের গাড়ি নিয়ে কোনওমতে ক্রান্তির দিকে চলে যান। তবে, পঞ্চানন ও তাঁর আরেক সঙ্গীকে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখেন গ্রামবাসীরা।

ঘটনাক্রমে বুধবার বাম ট্রেড ইউনিয়নগুলি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের একাধিক নীতির বিরুদ্ধে ২৪ ঘণ্টা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। ধর্মঘটের বিরোধিতায় সক্রিয়ভাবে রাস্তায় নামে তৃণমূল এবং বিজেপি। সিপিএমের ক্রান্তি ও মাল ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি যোগেন সরকার বলেন, 'দীর্ঘদিন থেকেই আমরা বিজেপি-তৃণমূল আঁতাতের কথা বলে আসছি। এদিনের ঘটনা ফের একবার সেটাই প্রমাণ দিল।' সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আশিস সরকার বলেন, 'তৃণমূল-বিজেপি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বারবার এ ধরনের ঘটনায় এই একই কথা প্রমাণিত হচ্ছে।'

যদিও বিষয়টি জানা নেই বলে এড়িয়ে গিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ। তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা জেলা পরিষদের মেন্টর চন্দন ভৌমিক বলেন, 'বিষয়টি জানা নেই। তবে যদি এ ধরনের কোনওকিছু হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওর সত্যতা আগে খতিয়ে দেখা উচিত। ঘটনা সত্য প্রমাণিত হলে দলের তরফে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।'

বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সহ সভাপতি কমলেন্দু দেবশর্মার দাবি, 'দলের নেত্রীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

তৃণমূল নেতার গাড়িতে বিজেপি নেত্রী। এই ভিডিওই ভাইরাল।

অ্যাডভাইজারি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা ১৭০টি কলেজের জন্য অ্যাডভাইজারি জারি করতে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার কথা ভেবে এই পদক্ষেপ বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে বলা হয়েছে।

শীর্ষে কলকাতা বন্দর

আবারও মালপত্র ওঠানো-নামানোর ব্যাপারে শীর্ষে কলকাতা বন্দর। বর্তমান নাম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর। চলতি আর্থিক বছরে প্রথম তিন মাসে এই বন্দর দেশের সব বন্দরের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছে।

প্রতিনিধি চন্দ্রিমা

পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের বৈঠকে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করবেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে এই নির্দেশ দিয়েছেন।

তৎপর রাজ্য

র‍্যাশন বিতরণে রাজ্যজুড়ে বাড়ছে সমস্যা। একাধিক অভিযোগ জমা পড়ছে খাদ্য দপ্তরে। সমস্যা সমাধানে চলতি মাস থেকে প্রতিটি পুরসভা ও ব্লকে মাসিক বৈঠক আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছে দপ্তর।

বামেদের ধর্মঘটে বিক্ষিপ্ত অশান্তি

কলকাতা, ৯ জুলাই : কেন্দ্রের শ্রম কোড বাতিল সহ একাধিক দাবিতে বুধবার বাম শ্রমিক সংগঠনগুলির ধর্মঘটের ডাকে বিক্ষিপ্ত অশান্তি ছড়ায় দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। সকাল থেকেই পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বাম কর্মী-সমর্থকরা। তবে পরিষেবা সচল রাখতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে পুলিশ প্রশাসন। বিভিন্ন জায়গায় চলে রেল অবরোধ। কোথাও পুলিশের সঙ্গে, আবার কোথাও শাসকদলের সঙ্গে ধর্মঘট সমর্থনকারীদের বচসা বাধে। পুলিশ বহু ধর্মঘটিকে আটকও করে।

যাদবপুরের গাঙ্গুলিবাগান থেকে ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিলের ডাক দেয় বামেরা। দোকানপাট বন্ধ রাখার কথা বলতেই এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বচসা বাধে পুলিশের। সৃজন সহ ১৯ জন কর্মী-সমর্থককে আটক করে পুলিশ। প্রেসিডেন্সি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে এসএফআই সহ বিভিন্ন বাম সংগঠন রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। যাদবপুরের ৮বি বাসস্ট্যান্ডে ধর্মঘটের সমর্থনে কুশপুতুল ও টায়ার জ্বালানোর সময় রাস্তার ধারে কয়েকটি দোকানে আগুন ছড়ায়।

বেলঘরিয়া, যাদবপুর, শ্যামনগর, দুর্গাপুর, ব্যারাকপুর, হলদিয়া স্টেশনে রেল অবরোধের চেষ্টা করা হলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন অবরোধকারীরা। আসানসোলের সিটি বাসস্ট্যান্ডেও বাম কর্মী-সমর্থকরা মিছিল করেন। পুরুলিয়ায় সকাল থেকেই দোকানপাট খোলা ছিল। বীরভূমের কীর্ণাহারে চৌরাস্তা মোড়ে ধর্মঘটের সমর্থনে বেরোলে বাম কর্মী-সমর্থকদের বেধড়ক মারধর ও লাঠিপেটা করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

ধর্মঘটেও ছন্দে জীবন

বুধবার মৌলালি এবং শিয়ালদার কোলে মার্কেটের দুই মুহূর্ত। ছবি : আবির চৌধুরী এবং রাজীব মণ্ডল

কলেজে বিয়ের আসর

সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ে নেতাদের ভিন্ন 'দাদাগিরি'

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৯ জুলাই : কলেজই ছাঁদনাতলা! ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়েই বিয়ে সারলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা। কাকদ্বীপের সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যেই বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা ঘনিষ্ঠ টিএমসিপি নেতা অশোক গায়েনের বিয়ের আসরের ছবি বুধবার প্রকাশ্যে আসতেই প্রবল চাপে শাসকদল। অবশ্য মন্টুরামের বক্তব্য, তিনি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না। কলেজের অধ্যক্ষ শুভঙ্কর চক্রবর্তী স্বীকার করে নিয়েছেন ঘটনাটি। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজেও এদিন খোঁজ পাওয়া গেল 'মনোজিৎ মডেল'-এর।

টিএমসিপির ছাত্র পরিষদের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সাব্বির আলি ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা তন্ময় দত্তের কলেজ ছাত্রীদের প্রতি 'অশালীন' আচরণের ছবি ও ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে ফের নাম জড়িয়েছে দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিজেপির তুলে ধরা অভিযোগকে 'মিথ্যা' দাবি করে

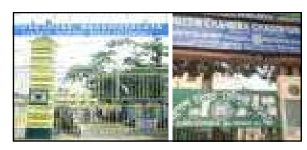

গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন তিনি। ক্ষতিপূরণ হিসেবে চেয়েছেন ১ কোটি টাকা।

সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ে 'বিয়ে' কাণ্ডে অভিযুক্ত অশোক কলেজের ছাত্র না হয়েও কীভাবে ক্যাম্পাসে ঢুকে কলেজ ছাত্রীকে বিয়ে করলেন সেই নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। তাঁর বক্তব্য, 'আমি কলেজের বাইরেই বিয়ে করেছিলাম। বন্ধুরা ডাকায় কলেজে গিয়ে দুটো ছবি তুলেছিলাম শুধু।' টিএমসিপি নেতা সৌম্যদীপ গায়েন জানিয়েছেন, 'ওঁরা বিয়ের পর দেখা করতে এসেছিলেন।' হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে যৌন নিগ্রহে অভিযুক্ত টিএমসিপির সহ সভাপতি সৌভিক রায়কে গ্রেপ্তারের দাবিতে এদিন বিক্ষোভ দেখিয়েছে বিজেপি। মনোজিৎ ঘনিষ্ঠ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সাব্বিরের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় তন্ময়ের মতো 'দাদা'-দের বাড়বাড়ন্ত বলেই অভিযোগ বিজেপির।

দক্ষিণ কলকাতার টিএমসিপির সহ সভাপতি সাব্বির ২০২১ সালে কলেজ পাশ করলেও বিগত ৪ বছর ধরে ক্যাম্পাসে সরস্বতী পুজো ও দোল সহ একাধিক উৎসবে শামিল হয়ে ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণের পাশাপাশি গায়ে অভব্যভাবে রং দিতেন বলেই অভিযোগ। পড়ুয়াদের বক্তব্য, থানায় বারবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি।

কসবা কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রকে আড়াল করার পিছনে অন্যতম কান্ডারি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সার্থক বলেই অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। এদিন সার্থক বিজেপিকে তাঁর বিরুদ্ধে করা সমস্ত 'কুরুচিকর' ও 'মিথ্যা' পোস্ট সরানোর জন্য হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এই কাজ শীঘ্র না করলে ১০ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিজেপিকে ১ কোটি টাকা জনকল্যাণমূলক নানা খাতে অনুদান হিসেবে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন।

মোদির সফরের তৎপরতা

কলকাতা, ৯ জুলাই : একুশে জুলাই তৃণমূলের সভার ঠিক আগে রাজ্যে সভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মাত্র ২ মাসের মধ্যেই আবার রাজ্য সফরে আসছেন তিনি। এর আগে ২৯ মে আলিপুরদুয়ারে সভা করেছিলেন মোদি।

বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর সেখানকার নেহরু স্টেডিয়ামে জনসভা করবেন মোদি। রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি নির্বাচনের পর রাজ্যে এটাই প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সভা। স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রীর সেই সভাকে ঘিরে রাজ্য বিজেপির তৎপরতা তুঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী ওইদিন বিহারের মতিহারিতে নির্বাচনি জনসভা সেরে দুর্গাপুরে আসবেন।

তবে এবারের প্রেক্ষাপট আগের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। বিহার নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে কমিশনের ভূমিকায় তৃণমূল সহ বিরোধীরা একজোট। নীতি আয়োগের মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের জায়গায় বিহারকে দেখানো নিয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। স্বাভাবিকভাবেই ওই সভা থেকে এই সব প্রশ্নে পালটা জবাব দিতে পারেন মোদি। দুর্গাপুর শিল্প শহরের সভা থেকে বিজেপির বিকাশের বিকল্প মডেলকেই এবার আরও বেশি করে তুলে ধরবেন মোদি, এমনটাই মনে করছে রাজ্য বিজেপি।

এদিকে, রাজ্য সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর বৃহস্পতিবারই প্রথম ৪ দিনের সফরে দিল্লি যাচ্ছেন শমীক ভট্টাচার্য। সেখানে জেপি নাড্ডা, বিএল সন্তোষ, সুনীল বনসলের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। শমীক বলেন, 'অমিত শার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় চেয়েছি।' ইতিমধ্যেই বুধবার দিল্লি গিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। দিলীপ ঘনিষ্ঠ এক নেতার মতে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেই দিলীপকে কোনও পদ দেওয়ার কথা ভাবছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সামনেই সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচন। সেটা মাথায় রেখেই দিলীপের এই দিল্লি সফর।

কাঞ্চনের 'দুর্ব্যবহার'

কলকাতা, ৯ জুলাই : ফের বিতর্কে উত্তরপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক। কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের এক চিকিৎসকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। যদিও কাঞ্চনের দাবি, 'ওই চিকিৎসক আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন। আমার দিদিশাশুড়ির রক্তচাপ মাপার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তাতেই তিনি বলেন, 'আপনি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন?' যদিও ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম দাবি করেছে, কাঞ্চনের বিরুদ্ধে বৌবাজার থানায় দ্রুত এফআইআর দায়ের করতে হবে।

ওড়িশায় বাঙালি হেনস্তা

কলকাতা, ৯ জুলাই : বাংলা বলার কারণে এই রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওড়িশায় ফের হেনস্তা করা হল বলে অভিযোগ উঠল। এই রাজ্যের ২০০ জনের বেশি শ্রমিককে ওড়িশার ঝাড়সুগুদা জেলার পুলিশ আটক করেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম ও কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। বিষয়টি নিয়ে ওড়িশার মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছেন এই রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এবং সেই রাজ্যের ডিজিকে চিঠি দিয়েছেন এই রাজ্যের ডিজি রাজীব কুমার।

নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ ওই শ্রমিকদের ঠিকানা যাচাই করে ওড়িশা পুলিশের কাছে পাঠিয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই এই রাজ্যের। ওড়িশা সরকারের সঙ্গে কথা বলার পর সেই রাজ্যের পুলিশ ওই শ্রমিকদের ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

নীতি আয়োগকে চিঠি ক্ষুব্ধ মমতার

নবনীতা মণ্ডল ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৯ জুলাই : নীতি আয়োগের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত 'সামারি রিপোর্ট ফর দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এর মানচিত্রে এই রাজ্যের যে অংশটি চিহ্নিত করা হয়েছে সেটি আদতে বিহারের। এই মানচিত্র নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল।

বুধবার সকাল থেকেই এই বিষয়টিকে সামনে এনে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এক্স হ্যান্ডেলে একের পর এক পোস্ট করা হয়। এদিনই নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারপার্সন সুমন বেরিকে চিঠি পাঠিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওই চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'এই ভুল শুধু একটি তথ্যগত ত্রুটি নয়, এটি বাংলার অস্তিত্ব ও মর্যাদার প্রতি সরাসরি আঘাত। যা নীতি আয়োগের রিপোর্ট ও প্রকাশনার নির্ভরযোগ্যতা, স্বচ্ছতা ও মান নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলে।' অবিলম্বে এই বিষয়ে সরকারি ব্যাখ্যা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মানচিত্রে বাংলার অংশ বিহারে

নীতি আয়োগ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমন্বয়ের সর্বোচ্চ পরামর্শদাতা মঞ্চ। সেই সংস্থার প্রকাশিত একটি চার পাতার বার্ষিক রিপোর্টের প্রচ্ছদে এই চরম গাফিলতি ধরা পড়েছে। এদিন সকালে এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে পোস্ট করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলে, রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য প্রমুখ।

এদিন দুপুরেই নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারপার্সনকে চিঠি দেন মমতা। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার রিপোর্টে এমন ভয়ংকর ভুল গভীর উদ্বেগের বিষয়। এটা শুধুমাত্র দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রমাণ নয়, বরং কেন্দ্রীয় সাংবিধানিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির প্রতি অসম্মানও বটে।'

কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে এই ঘটনার জন্য ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ভুলের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।' অবিলম্বে রিপোর্ট সংশোধনের দাবি জানিয়ে মমতা লিখেছেন, 'ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিত করতে হবে।'

নবান্নে টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান

কলকাতা, ৯ জুলাই : বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন টাটা সন্স এবং টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান নটরাজন চন্দ্রশেখরণ। এদিন তাঁদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও শিল্পদপ্তরের আধিকারিকরা।

নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, এটি সৌজন্য বৈঠক হলেও শিল্পক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকার যে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারি গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তা প্রতিফলিত হয়েছে এই বৈঠকে।

আর্জি খারিজ

কলকাতা, ৯ জুলাই : আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার বাবা-মা ঘটনাস্থলে যেতে চেয়ে শিয়ালদা আদালতে আবেদন করেছিলেন। বুধবার এই মামলার শুনানিতে নির্যাতিতার পরিবারের সেই আবেদন খারিজ করলেন বিচারক। একইসঙ্গে সিবিআইকে চরম ভর্ৎসনা করে আদালত। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার নিজের তদন্তের ওপরই ভরসা নেই।' তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিনের শুনানিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কোনও আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন না।

ফিরে গিয়েছে ইলিশের ঝাঁক

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ৯ জুলাই : অনেক আশা জাগিয়েও ইলিশ মাছের ঝাঁক ফের ফিরে গিয়েছে গভীর সমুদ্রে। তাই মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে মৎস্যবিক্রেতা, সেই সঙ্গে গোটা ইলিশপ্রিয় বাঙালির মুখও গোমড়া।

ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি তো আছে। তাহলে ইলিশের দেখা নেই কেন? মৎস্যজীবী ও মৎস্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু ইলশেগুঁড়ি থাকলে তো হবে না। সঙ্গে চাই পুবালি হাওয়া। মরশুমের প্রথম কয়েক দিন এই দুইয়ের যুগলবন্দিই প্রচুর ইলিশ তুলে দিয়েছিল জালে। কিন্তু তারপর হাওয়া ঘুরে গিয়েছে পশ্চিমে। তাই ইলিশ মুখ ঘুরিয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার এডিএফ (মেরিন) সুরজিৎ কুমার বাগ বলেন, 'হাওয়া পশ্চিমে ঘুরতেই ইলিশের ঝাঁক আবার গভীর সমুদ্রের দিকে রওনা দিয়েছে। প্রথম ক'দিনে এত ইলিশ উঠেছিল জালে যে, সবার মনেই আশা জেগেছিল। কিন্তু তারপর থেকে আর ইলিশের দেখা নেই।'

একই পরিস্থিতি দিঘার উপকূলেও। সেখানকার মৎস্যজীবী ও মৎস্য বিক্রেতা সমিতির নেতা শ্যামসুন্দর দাস বলেন, 'সবারই মুখ শুকনো। শুধু সমুদ্রে আসা-যাওয়াই চলছে। ইলিশের দেখা নেই। শুধু তাই নয়। কোনও মাছই সেভাবে উঠছে না।' মৎস্যজীবীদের হিসেব, সমুদ্রে একবার ট্রলার নিয়ে পাড়ি দিলে কয়েকদিনের মাছ শিকারে খরচ হয় দেড় থেকে দু'লাখ টাকা। কিন্তু গত দিন পনেরো একেক সফরে ৫০ হাজারের মাছও উঠছে না। এই পরিস্থিতিতে মৎস্যজীবীদের অনেকেই সমুদ্রপাড়ি না দিয়ে অলস দিন কাটাচ্ছেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, আবার একটা বড়সড়ো ঝড়বৃষ্টি হলে হাওয়া ঘুরতে পারে। নইলে এবার রুপোলি শস্য পাতে পড়ার আশা ছাড়তে হবে। সুরজিৎবাবুর মতে, 'জুলাই মাসের শেষ থেকে অগাস্ট মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত আরেকবার হাওয়া ঘোরার আশা আছে।'

এবার বাংলাদেশ ও এদেশের সরকার একই সময়ে দু'দেশের সমুদ্র উপকূলে মৎস্য শিকার বন্ধ রেখেছিল। মৎস্যজীবীদের আশা ছিল, শিকার শুরু হলেই বড় মাপের প্রচুর মাছ জালে পড়বে। প্রথম তিনদিনে আশানুরূপ মাছও উঠেছিল। কিন্তু তারপরই হাওয়া ও মৎস্যজীবীদের ভাগ্য ঘুরে গেল।

হাওড়া মাছ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির কর্তা শেখ আনোয়ার বলেন, ইলিশ উঠলে তো পাবেন। বাজারে অল্প যেটুকু জোগান তার দামও চড়া। ৫০০ থেকে ৬০০ গ্রামের মাছের দাম ১০০০ টাকা কিলো। কিলোটাক ওজনের ইলিশের দাম দেড় হাজার টাকা। তবে অন্যান্য মাছের জোগান ঠিকঠাক থাকায় সামুদ্রিক মাছের অভাব তেমন বড় ব্যাপার হচ্ছে না।

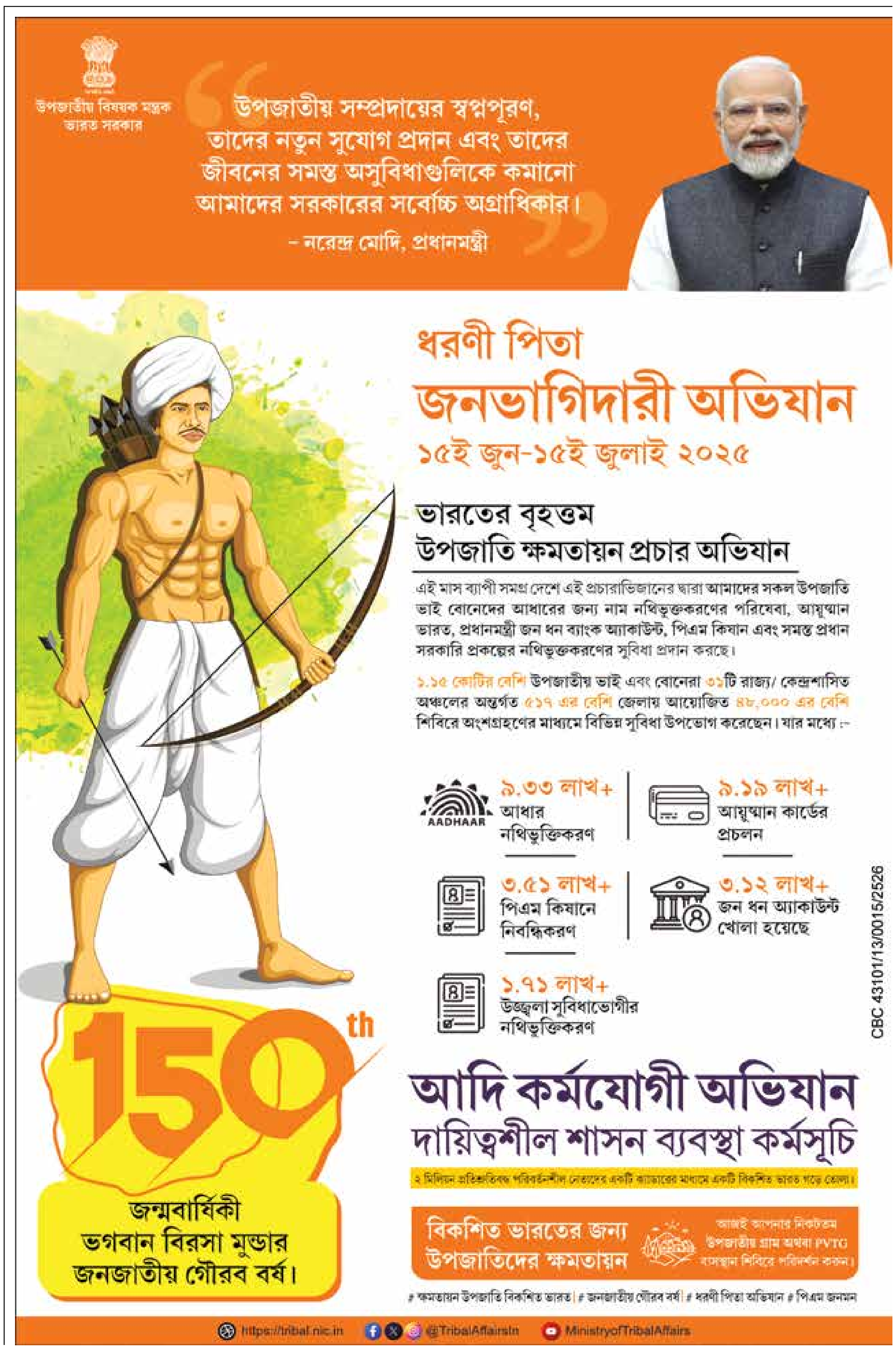

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৫৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৫ আষাঢ় ১৪৩২

নিশানায় যখন নাগরিক

রাষ্ট্র এবং নাগরিকের সম্পর্ক সবসময় মসৃণ থাকে না। তবে সেজন্য রাষ্ট্র এবং নাগরিকের পরস্পরকে শত্রু হিসেবে দেখা উচিত নয়। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিহারে যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা সাধারণ ভোটারদের ধন্দে ফেলে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নয়া নির্দেশে আঠারোর্ধ্ব নাগরিকদের ভোটদানের অধিকার টিকে থাকবে কি না, সেটা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

বিরোধীরা ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার। সুপ্রিম কোর্টে মামলাও হয়েছে। পাটনার রাস্তায় বিক্ষোভও দেখিয়েছেন রাহুল গান্ধি, তেজস্বী যাদবরা। অন্যদিকে তৃণমূলের আশঙ্কা, বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বৈধ ভোটারদের ছাঁটাইয়ের এই চেষ্টা আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গেও হতে পারে। বিষয়টিকে সামনে রেখে বাংলায় এনআরসি করার অভিযোগও তুলছে তৃণমূল।

অনুপ্রবেশের অভিযোগে দিনহাটার বাসিন্দা উত্তম কুমার ব্রজবাসীকে অসম সরকার এনআরসি নোটিশ পাঠানোয় এতে আরও ঘৃতাহুতি পড়েছে। রাজ্যের শাসকদল, খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরব হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ হোক বা বিহার, যে কোনও রাজ্যের বৈধ বাসিন্দাদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

যদিও এটা ঘটনা যে, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা কাঁটাতার পেরিয়ে এদেশে ঢুকে জাল পরিচয়পত্র বানিয়ে দিব্যি জাঁকিয়ে বসে আছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন। বাড়িগাড়ি করছেন। বৈধ নাগরিকদের সন্দেহের চোখে না দেখে এই অনুপ্রবেশকারীদের সবার আগে শনাক্ত করা দরকার। আবার সেই কাজটি করার নামে দেশের বৈধ নাগরিকদের কাঠগড়ায় তোলা, তাদের নাগরিকত্বকে সন্দেহের চোখে দেখা অনুচিত। নিজভূমে পরবাসী হয়ে থাকার যন্ত্রণা অপরিসীম।

অনুপ্রবেশকারীদের শাস্তি দেওয়ার নামে দেশের নাগরিকদের কষ্টার্জিত ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া অপরাধ। নির্বাচন কমিশন বিহারে যেভাবে ধর তক্তা মার পেরেক মনোভাব নিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধন করতে চাইছে, তাতে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। ভুয়ো ভোটার বাদ দিতে হলে অনেক আগেই তা করা যেত। বিহারে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা অক্টোবর-নভেম্বরে। এই অবস্থায় মাত্র তিন-চার মাসের মধ্যে ওই রাজ্যের ৮ কোটি ভোটারের মধ্যে ভুয়োদের যাচাই করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে।

যাচাইয়ের জন্য যে নথিগুলিকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে আধার, প্যান, ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। জন্মের শংসাপত্র, পাসপোর্ট, ম্যাট্রিক পরীক্ষার শংসাপত্র, জাতিগত শংসাপত্রের মতো ১১টি নথিকে প্রামান্য নথি হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। কমিশনের যুক্তি, আধার, প্যান বা ড্রাইভিং লাইসেন্স নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। অথচ ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য কমিশনের ৬ নম্বর ফর্মে অন্যতম নথি হিসেবে আধার ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

কেন্দ্রীয় সরকার আধার কার্ডকে সমস্ত পরিষেবার জন্য কার্যত বাধ্যতামূলক করেছে। অন্য সমস্ত নথির সঙ্গে আধার সংযোগ বাধ্যতামূলক। তারপরও আধার ঘিরে এই আঁধার ঘনানোর ব্যাখ্যা কেন্দ্রীয় সরকারই দিতে পারে। আধার যে নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, তা মোটা হরফে কার্ডের পিছনে লেখা আছে। তাহলে আধার কার্ডকে সবকিছুর সঙ্গে সংযোগ করার কী দরকার পড়ল? কেনই বা তাতে আবালবৃদ্ধবনিতার আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়, চোখের মণি স্ক্যান করা হয়!

এই বিভ্রান্তির মাশুল গুনছেন সাধারণ মানুষ। দেশের বৈধ নাগরিকদেরই একমাত্র ভোটাধিকার আছে। সেই বৈধতার মাপকাঠি খুঁজে বের করতে সরকার কার্যত নাগরিকদের গোলকধাঁধায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে। নাগরিকদের সন্দেহের জালে জড়িয়ে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হলে তা রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁদের সংঘাতই তৈরি করবে।

বিরোধীদের অভিযোগ, নথিপত্রের গোলকধাঁধায় ঢুকিয়ে গরিব, দলিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছে সরকার। এই শ্রেণির মানুষের অনেকের হাতেই বহু নথিপত্র নেই। থাকলেও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। নাগরিককে ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলে দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন উঠবে।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

- শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

পরিকাঠামোয় প্রশ্ন সত্ত্বেও ঢালাও অনুমোদন

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজগুলির বেশিরভাগেরই পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও 'ব্যবসা' কিন্তু চলছেই।

দেবদূত ঘোষঠাকুর

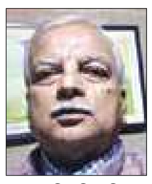

বিদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েক বছর পড়িয়ে এবং গবেষণা করে দেশের টানে কলকাতায় ফিরেছিলেন এক প্রযুক্তি বিজ্ঞানী। রাজ্যের একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে লুফে নিয়েছিল। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বেশ কিছু অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ রয়েছে। সেগুলির বেশিরভাগই বেসরকারি কলেজ। কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে শিক্ষক নিয়োগ করছে কি না, পরিকাঠামো ঠিক আছে কি না তা নজরদারিতে ওই চৌকশ অধ্যাপকের ওপরে দায়িত্ব পড়ল।

লেখার পরবর্তী অংশে যাওয়ার আগে একবার দেখে নেওয়া যাক অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ আসলে কী? বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনেক কলেজ যুক্ত থাকে যারা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে স্বাধীনভাবে পঠনপ্রক্রিয়া চালায়। ডিগ্রি দেয় ওই বিশ্ববিদ্যালয়। অর্থাৎ ওই কলেজগুলি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েটেড। বেসরকারি অ্যাফিলিয়েটেড কলেজগুলি নতুন শাখা খুলতে চাইলে কিংবা পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়াতে চাইলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্পেকটর অফ কলেজের কাছে আবেদন করে। ইনস্পেকটর অফ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে পরিদর্শক পাঠিয়ে আবেদনের সঙ্গে জমা দেওয়া নথি যাচাই করে দেখেন। আবেদনকারীর আবেদন মান্যতা পাবে কি না ওই পরিদর্শক দলের রিপোর্টের ভিত্তিতে ঠিক হয়। যে প্রযুক্তি বিজ্ঞানীর কথা দিয়ে প্রতিবেদনের সূত্রপাত, তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শকের ভূমিকায় কাজে লাগাল। আর তার পরপরই চলে এল কোভিড। ফলে পরিদর্শন শুরু হল আন্তর্জাতিক মাধ্যমে। কোভিড চলে গেল। সব স্বাভাবিক হল। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিদর্শন কিন্তু চলতেই থাকল। রোগী না দেখে শুধু কথা শুনে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন লেখার মতো অনেকটা।

খবরের কাগজে চাকরি করার সময় জাতীয় মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শনের সময় দেখতাম নিজেদের যোগ্যতা মান যে যথাযথ তা প্রমাণ করার জন্য মেডিকেল কলেজগুলি বাইরে থেকে চিকিৎসক ভাড়া করে আনত। চেয়ার-টেবিল ভাড়া করে আনত ডেকোরেটারের কাছ থেকে। পরিদর্শকরা 'খুশি' হয়ে নম্বর দিয়ে চলে যেতেন। যথাযথ শিক্ষক পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও আসন সংখ্যা বাড়ত মেডিকেল কলেজগুলির। তখন অবশ্য বেসরকারি মেডিকেল কলেজ তেমন ছিল না। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন কাটিয়ে আসা প্রযুক্তি বিজ্ঞানী দেখলেন কলেজে নতুন বিষয় পড়ানো কিংবা আসন সংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাব করা কলেজগুলি ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট কিংবা প্রশাসনিক কাজ করা ব্যক্তিদের পেশ করছে। আর ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিকাঠামো দেখার কোনও সুযোগই থাকছে না। আর তারপরেও ওই কলেজের আবেদন অনুমোদন লাভ করত বিশ্ববিদ্যালয়ের। সদ্য ষাটের কোঠায় ঢোকা ওই অধ্যাপক-ঘনিষ্ঠ মহলে তাঁর অসন্তোষ ব্যক্ত করা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষা নিয়ে এই 'ছেলেখেলা' বন্ধ হয়নি। যা পৌঁছে গিয়েছিল বিকাশ ভবনে।

ওই অধ্যাপক জানতেন এভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করার জন্য পরিদর্শকের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অচিরেই সরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তার থেকেও বড় ঘটনা ঘটে গেল। বিকাশ ভবন সূত্রের খবর, তিন বছরের চুক্তি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানিয়ে দিল, 'আপনাকে আমাদের আর প্রয়োজন নেই।' ওই অধ্যাপকের একটাই দোষ ছিল, যেভাবে শিক্ষার মানের সঙ্গে আপস করা হচ্ছিল, তিনি তার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। যে কথা বিকাশ ভবনে পৌঁছে গিয়েছিল। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, 'যে সময় থেকে অস্থায়ী উপাচার্যদের জমানা শুরু হয়েছে তখন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি, কর্মসমিতির বৈঠক হচ্ছে না। উচ্চশিক্ষা রাজভবন থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কয়েকটি বেসরকারি কলেজ পরিদর্শন প্রক্রিয়ার 'অনিয়ম' নিয়ে সরাসরি বিকাশ ভবনে অভিযোগ পর্যন্ত জানিয়েছে। অস্থায়ী উপাচার্যদের কারও কারও বিরুদ্ধে এইসব 'অনৈতিক' কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগও উঠেছে। ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবক'টি স্থায়ী উপাচার্য না পেলে পুরো বিষয়টি নিয়ে তাঁরা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না বলে বিকাশ ভবনের সূত্রটি জানিয়েছে। পরিদর্শক নিয়োগের পদ্ধতি, তাঁদের কাজের মান, এগুলি নিয়ে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর হস্তক্ষেপ করতে পারে না, তবে অনিয়মের অভিযোগ পেলে তদন্তের নির্দেশ দিতেই পারে বিকাশ ভবন।

বিকাশ ভবনের এক অবসরপ্রাপ্ত কর্তা শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং দুই মেদিনীপুরের কলেজ পরিদর্শন প্রক্রিয়ার উদাহরণ দিয়ে গেলেন পরপর। তারপর বললেন, 'এসব নিয়ে লিখতে গেলে ইতিহাস হয়ে যাবে।' বিভিন্ন পরিদর্শক দলে ওই প্রাক্তন উচ্চশিক্ষা কর্তার পরিচিতরা ছিলেন। বিকাশ ভবনে নিজের চেয়ারে বসেই ওই সব গল্প তিনি শুনেছেন বলে জানিয়েছেন। একটি পরিদর্শক দল একবার তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিদর্শনে গিয়ে দেখে, ওই তিনটি প্রতিষ্ঠানেরই ঠিকানা 'এক'। শহর থেকে অনেক দূরে। নির্জন জায়গায় পরিত্যক্ত তিনটি বাড়ি। সেখানে কস্মিনকালেও কেউ পড়তে আসে কি না সেই প্রশ্ন তুলতেই সেটিংয়ের তত্ত্ব উঠে আসে। টাকার খাম, দামি উপহার তুলে দেওয়া হয় গাড়িতে। একাধিক পরিদর্শক ওই পরিদর্শনের কাগজপত্রে সই করতে চাননি। কিন্তু তাতে একসঙ্গে ওই তিন প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বৃদ্ধি আটকে থাকেনি। বিকাশ ভবনের ওই প্রাক্তন কর্তার কথায়, 'হঠাৎ করে যে এই দুর্নীতি শুরু হয়েছে তা কিন্তু নয়। এই প্রক্রিয়া চলে আসছে বহুদিন ধরেই। তবে পরিদর্শন প্রক্রিয়ায় টাকার খেলা এবং উপঢৌকনের বহর বেড়েছে দিনকেদিন। বিশেষ করে অনলাইনে পরিদর্শন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে। পরিদর্শনে দিব্যি পাশ করে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। আবার ওই চক্রের মাথাদের সন্তুষ্ট করতে না পেরে যথাযথ পরিকাঠামো এবং যোগ্যতাসম্পন্ন যথেষ্ট শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও অনেক প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় পড়ানোর অনুমোদনই পাচ্ছে না।'

শুধু পরিদর্শন প্রক্রিয়ার অস্বচ্ছতাই নয়, অ্যাফিলিয়েটেড কলেজগুলির ছাত্রছাত্রীদের নিবন্ধীকরণ এবং পরীক্ষা পদ্ধতি, ফল প্রকাশেও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ বিকাশ ভবনের কানে এসেছে। কীসের ভিত্তিতে কোনও কলেজকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে তা নিয়েও উচ্চশিক্ষা দপ্তর চিন্তিত। এক আধিকারিকের মন্তব্য, 'শুধু কলেজ পরিদর্শন প্রক্রিয়াকে দোষারোপ করলে হবে না, দূরশিক্ষা নিয়েও একটি চক্র সক্রিয়। সেখানে আবার শিক্ষকদের যে তালিকা অ্যাফিলিয়েটেড কলেজগুলি দিচ্ছে, যাঁদের নামে টাকা উঠছে, আদতে তাঁরা অনেকেই এই পঠনপাঠনের সঙ্গে যুক্ত নন। এতে ওইসব কলেজ যেমন কৃতী শিক্ষক দেখিয়ে ছাত্রদের আকর্ষণ করছে, তেমনই ওই সব কৃতী শিক্ষকের নামে তোলা সরকারি টাকা বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগবাঁটোয়ারা হচ্ছে। সবাই সব জানছে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না।' এক আধিকারিকের কথায়, 'এই অ্যাফিলিয়েশন প্রথার বিলোপ না ঘটলে সমস্যা পুরোপুরি মিটবে না। যতদিন সেটা না হচ্ছে সেটা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্থায়ী উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারদের সঙ্গে বৈঠকে বসে প্রয়োজনে নয়া নীতি প্রণয়ন করতে হবে।'

সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য কবে নিযুক্ত হবেন সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। *(লেখক সাংবাদিক)*

আজ

১৯৪৯

আজকের দিনে ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকারের জন্ম হয়।

২০১৪

অভিনেত্রী জোহারা সেহগল প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

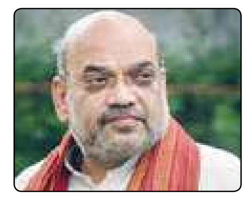

যখন আমি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলাম, প্রত্যেকে বললেন আমি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক পেয়েছি। কিন্তু সমবায়মন্ত্রকের দায়িত্ব পাওয়ার পর অনুভব করলাম, এটা এই দায়িত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের থেকেও বেশি। এই মন্ত্রক গরিব, কৃষক, পশুদের জন্য কাজ করে। আমি অবসরের পর প্রাকৃতিক চাষাবাদ নিয়ে দিন কাটাব।

- অমিত শাহ

ভাইরাল/১

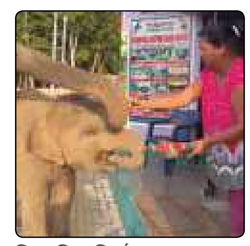

মাদি হাতির পিঠে বসে মাহুত। পাশে হেঁটে চলেছে শাবকটি। রাস্তায় কাটা তরমুজের থালা হাতে দাঁড়িয়ে এক মহিলা। মহিলার কাছে তরমুজ খাওয়ার আবদার করে বাচ্চা হাতিটি। মহিলাও থালা থেকে একটি করে টুকরো বাচ্চাটিকে দিচ্ছেন।

ভাইরাল/২

বছর একুশের এক ইনফ্লুয়েন্সার ফলোয়ার বাড়াতে চলন্ত ট্রেনের গেটে বিপজ্জনক স্টান্ট দেখাচ্ছিলেন। একজন তা রেকর্ড করেন। হঠাৎ মা এসে ইনফ্লুয়েন্সার মেয়ের ঝুঁটি ধরে সেখান থেকে টেনে নিয়ে সবার সামনেই উত্তম-মধ্যম দেন।

জনমন
জনমত

বিষিয়ে যাচ্ছে কিশোর মন

বেশ কিছুদিন যাবৎ সংবাদপত্র থেকে সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত কয়েকটি খবরে সাধারণ শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সমাজ বিচলিত। বিশেষ করে চিন্তাশীল অভিভাবক সমাজ। তা হল- শ্লীলতাহানি থেকে ধর্ষণে অভিযুক্ত কিশোর সমাজ। আক্রান্ত পরিচিত সহপাঠী বা সমাজমাধ্যমের বন্ধু কিশোরী। জলপাইগুড়ি থেকে শীতলকুচি বা কলকাতা মহানগরের একের পর এক ঘটনা প্রত্যেকদিন সামনে আসছে। আমরা বিচলিত। ঘটনা যে ঘটাচ্ছে এবং যে আক্রান্ত হচ্ছে উভয়ের বয়সের কথা ভেবে আমাদের চোখ কপালে উঠছে। মনে প্রশ্ন জাগছে, এ কোন সমাজ? এ কোন যুগ? কী হতে চলেছে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঙ্গে?

আজকাল কিশোররা কি শাসন ও সংস্কারহীন? নাকি স্মার্টফোনে, সমাজমাধ্যমে অবাধ বিচরণ এর জন্য দায়ী।

আজকের বিশ্বায়নের যুগে সমাজমাধ্যমের ব্যবহার বা স্মার্টফোনের গুরুত্বকে কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। প্রশ্ন হল নজরদারির। অপরিণত বয়সে সন্তান বৈদ্যুতিন যন্ত্র কতটা ব্যবহার করবে, কীভাবে ব্যবহার করবে তা সিদ্ধান্ত নেবেন বাবা-মা। অপত্যস্নেহের মাঝেও উপযুক্ত শাসন অতীব প্রয়োজন। শিক্ষাঙ্গনেও শিক্ষকের কড়া শাসন, নজরদারি ও স্নেহ উভয়ই দরকার। পাশাপাশি পরিণত বয়সের সীমা না পেরোনো পর্যন্ত দরকার উপযুক্ত নজরদারি। সমাজমাধ্যমের অবাধ যৌনতার বিচরণ এভাবেই শিশু মনগুলোকে বিষিয়ে তুলছে। হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও সন্তানকে দিতে হবে উপযুক্ত পরিচর্যা ও সময়। সঙ্গে প্রয়োজন সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা এবং উন্নত চিন্তন-মননের বিকাশের সুযোগ এবং প্রয়োগ। তা না হলে বাণিজ্যের নামে, বিশ্বায়নের নামে, ভোগবাদের হাত ধরে এই অবাধ যৌনতা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে। অভয়া থেকে কসবা কাণ্ড ঘরে ঘরে ঘটবে। সুন্দর ফুলের মতো শৈশব অকালে বিষময়, কণ্টকময় হয়ে উঠবে।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

ছাপার অক্ষরের প্রতি ভালোবাসাটা ফিরছে

ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের দাপটের মধ্যেও বইয়ের পাতায় আমাদের অনেকের নজর। এই প্রবণতাকে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন

সৌমিক চক্রবর্তী

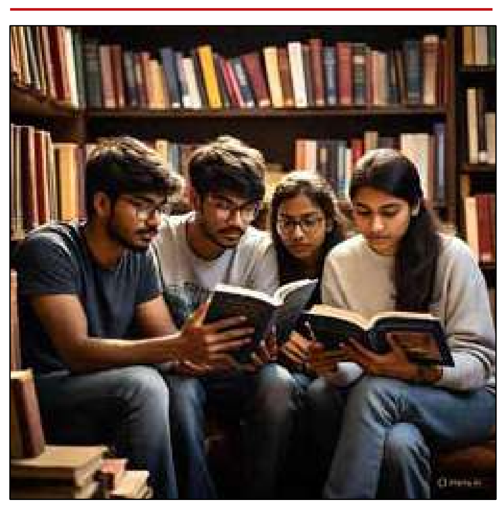

শুরুটা প্রযুক্তিকে দিয়েই করা যাক। একে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। কিন্তু এর ব্যবহার ঠিকমতো হচ্ছে, নাকি করা হচ্ছে না তা ব্যবহারকারীর ওপরই নির্ভরশীল। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম কিংবা ইউটিউব ঠিক কীভাবে মানুষকে যুক্ত করছে তা আমার জানা নেই। এসব প্ল্যাটফর্ম-এ স্ক্রল আর অযথা রিল-এর পর রিল, স্টোরির পর স্টোরি...আমার তো মনে হয় না যে আমরা যুক্ত হচ্ছি। বরং উলটোটাই। সমানে মনে হচ্ছে যে, আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছি। লাইকের আশায় আমরা নিজেদের যেন 'পণ্য করে তুলেছি।' আজকাল মন খারাপ হলে মানুষ চ্যাটজিপিটির কাছে সমস্যা সমাধানের উপায় খোঁজে।

কিন্তু যখন এসব সোশ্যাল মিডিয়া বা চ্যাটজিপিটি ছিল না? বই ছিল। সবাই মিলে সাপ্তাহিক, মাসিক, পত্রিকায় গল্প উপন্যাসে ডুবে যেত। একটা গল্পে ডুবে যাওয়া মানে শুধু সময় কাটানো নয়, বরং ওই গল্পের চরিত্রগুলির সঙ্গে নিজের আত্মার এক আশ্চর্য সংযোগ স্থাপন। এই সংযোগ স্থাপন যে কতটা আন্তরিক তা যাঁরা কখনও বইয়ের পাতায় ডুব দেয়নি তা কখনও বুঝতে পারবে না। প্রযুক্তি মানুষকে আধুনিক করে তুলছে ঠিকই কিন্তু কখনোই 'আন্তরিক' করে তুলতে পারছে না। আমার এই বক্তব্যে কেউ কেউ আপত্তি জানাতে পারেন। কিন্তু আমার এই দাবিকে তাঁরা কখনোই উড়িয়ে দিতে পারবেন না।

খোদ বইয়ের কি মন খারাপ? হয়তো না। বলা ভালো নিশ্চিতভাবে না। ফেসবুকে বহু গ্রুপ আছে। এদের মধ্যে আবার একটি বড় অংশ বই বিক্রি সংক্রান্ত। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে পুরোনো বই বিক্রির সঙ্গে জড়িয়ে। ভালোভাবে এই গ্রুপগুলি দেখলে দেখা যাবে, পুরোনো বই সংক্রান্ত এক একটি পোস্ট সেখানে দেওয়ার পরই কত দ্রুত প্রতিক্রিয়া আসে। এমনকি, মনোমতো বই কিনতে না পারলে ক্রেতাদের মধ্যে প্রকাশ্য মনোমালিন্যের বিষয়টিও পরিষ্কার। হারিয়ে যাওয়া ইন্দ্রজাল কমিকস, বা সবার প্রিয় চাচা চৌধুরী, তাঁদের সেই কমিকস কিনতে সবার মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। আমাদের ঘরের বাঁটুল, হাঁদা ভোঁদা, নন্টে ফন্টেদের কথা না হয় বাদই দিলাম। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দীদের উপন্যাসের কথা তো মনে হয় না আলাদাভাবে উল্লেখের প্রয়োজন রয়েছে।

নতুন বইয়ের দোকানে গিয়ে বইয়ের সম্ভার দেখতে দারুণ ভালো লাগে। পুরোনো বই বিক্রির দোকানগুলি আজ সংখ্যায় অনেক কমে গিয়েছে। সেই দোকানগুলিতে গিয়ে যদি খুব কমদামে মনোমতো বই পাওয়া যায় তবে তো সোনায় সোহাগা। পকেটে টাকা থাকলে মনের মতো বইগুলিকে বাড়ি না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। আরেক প্রিয় জায়গা হল বইমেলা। বইয়ের প্রতি টান কমে যাচ্ছে বলে আমাদের অনেকেরই উদ্বেগ। লক্ষ করে দেখুন, প্রতি বছর কিন্তু নিয়ম করে বইমেলা হয়। কত নতুন লেখকের বই প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ বইয়ের প্রতি টানটা আছেই। সবার মধ্যে এই উপলব্ধিটা আরও বেশি করে জাগিয়ে তোলাটা প্রয়োজন। ছাপার অক্ষরের প্রতি মানুষের টান টানটান হলে জীবন সর্বাঙ্গসুন্দর হবে। হতে বাধ্য।

(লেখক কলেজ পড়ুয়া। আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮৮

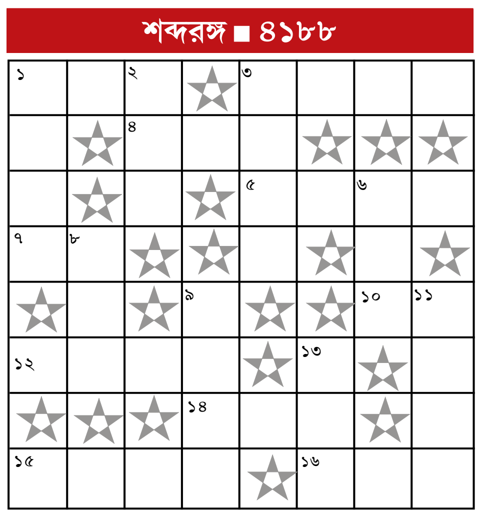

পাশাপাশি : ১। মুক্ত, খোলা, অকৃপণ, উদার, প্রশস্ত্র ৩। ভূ-সম্পত্তি ৪। ছাগী ৫। বিরাট মারপিট ৭। লাক্ষা, গালা, আলতা ১০। গাছের কচি ডাল, লাঠি, দণ্ড ১২। অস্থির, চঞ্চল, আকুল, উচাটন ১৪। কোকাগাছের পাতা থেকে তৈরি মাদকদ্রব্যবিশেষ ১৫। জলের স্রোত ১৬। কখনও, কোনও এক সময়ে

উপর-নীচ : ১। সরকারি শিলমোহরযুক্ত দলিল, নথিপত্র ২। জাঁকালো, চমৎকার, উৎকৃষ্ট, জোরালো ৩। কোনও ভুল বা অপরাধের জন্য অর্থদণ্ড ৬। পুত্র, বালক ৮। প্রবল ঝড় ৯। সম্পূর্ণ নতুন, টাটকা, অমলিন ১১। গোপনতা ১৩। সোনা

সমাধান ■ ৪১৮৭

পাশাপাশি : ২। একহারা ৫। করকা ৬। যমজাঙ্গাল ৮। শশ ৯। কর ১১। বরণমালা ১৩। তম্বুর ১৪। কামধেনু।

উপর-নীচ : ১। একছুট ২। একা ৩। হারেম ৪। কাবিল ৬। যশ ৭। জাহির ৮। শরণ ৯। কলা ১০। কসরত ১১। বনাত ১২। মালুম ১৩। তনু।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সেতু ভেঙে দুই ভাগ। যাত্রীদের উদ্ধার চলছে। বুধবার ভদোদরার মুজপুরে।

বিবিসি'র প্রতিবেদনে হাসিনার নির্দেশেই গুলি

দিল্লিকে সতর্কবার্তা ঢাকার

ঢাকা, ৯ জুলাই : জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান দমনে বিক্ষোভকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালাতে এবং প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিবিসির একটি অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। তাতে একটি অডিও ক্লিপিংয়ে হাসিনা নিরাপত্তা বাহিনীকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা শোনা গিয়েছে।

বিবিসির দাবি অনুযায়ী, গতবছর ১৮ জুলাই গণভবন থেকে শেখ হাসিনাকে ফোনে বলতে শোনা যায়, তিনি নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের এবং যেখানেই বিক্ষোভকারীদের দেখা যাবে, সেখানেই গুলি করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিবিসি জানিয়েছে, হাসিনার নির্দেশের পরই সামরিক বাহিনী যে ধরনের রাইফেল ব্যবহার করে, নিরাপত্তা বাহিনীকে সেই অস্ত্র ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে মানবতাবিরোধী অপরাধ করার একাধিক অভিযোগে মামলা শুরু হয়েছে। আওয়ামি লিগ সভানেত্রী বর্তমানে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছেন। তাঁকে ফেরত চেয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার।

> মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত একজনকে রক্ষা করার সুযোগ ভারতের আর নেই। আমরা ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলছি, তারা যেন বিবেক ও নৈতিক স্পষ্টতা নিয়ে কাজ করে।
>
> **শফিকুল আলম**
> *ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেসসচিব*

বুধবার হাসিনার প্রত্যর্পণের ব্যাপারে নয়াদিল্লির ওপর চাপ তৈরি করেছে ঢাকা। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেসসচিব শফিকুল আলম বলেন, 'মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত একজনকে রক্ষা করার সুযোগ ভারতের আর নেই। আমরা ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলছি, তারা যেন বিবেক ও নৈতিক স্পষ্টতা নিয়ে কাজ করে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ সরকার শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের যে আইনগত অনুরোধ জানিয়ে আসছে, তা মেনে নিতে ভারত অস্বীকার করেছে।' নয়াদিল্লিকে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দিয়ে শফিকুল আলম বলেন, 'ভারতের এই অবস্থান আর গ্রহণযোগ্য নয়। আঞ্চলিক বন্ধুত্ব, কৌশলগত হিসাব কিংবা কোনও রাজনৈতিক উত্তরাধিকার-কোনও কিছুই অসামরিক নাগরিকদের পরিকল্পিত হত্যার অজুহাত হতে পারে না।'

হাসিনাকে নিয়ে বিবিসির প্রতিবেদনকে সমর্থন জানিয়ে প্রেসসচিব বলেন, এই ধরনের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যখন বাংলাদেশে সংঘটিত অপরাধ উদঘাটনে তাদের পূর্ণ তদন্ত ক্ষমতাকে কাজে লাগায়, তখন বিশ্বকে তা আমলে দিতেই হয়। রাষ্ট্রীয় মদতে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে শেখ হাসিনার সরাসরি যুক্ত থাকার বিষয়টি ওই তদন্তে উঠে এসেছে।' বিবিসির প্রতিবেদনকে গুরুত্ব দিয়ে ভারত যাতে ন্যায়বিচার, আইনের শাসন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সম্মান দেখায়, সেই বার্তাও দিয়েছেন শফিকুল আলম। রাষ্ট্রসংঘের হিসেব অনুযায়ী, গতবছর জুলাই-অগাস্টে নিরাপত্তা বাহিনী অন্তত ১৪০০ মানুষকে হত্যা করেছে।

রক্ষণাবেক্ষণের অভাব বলে অভিযোগ

গুজরাটে ফের সেতু ভেঙে হত ১১

ভদোদরা, ৯ জুলাই : মোরবি দুর্ঘটনার পর ফের সেতু বিপর্যয়ের সাক্ষী হল গুজরাট। এবার ভদোদরায়। বুধবার মহিসাগর নদীর ওপর ৪০ বছরের পুরোনো গম্ভীরা সেতু ভেঙে পড়ল। সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ সেতুটি ভেঙে পড়ার সময় সেখানে লাইন দিয়ে গাড়ি পারাপার করছিল। সেতুর সঙ্গে কমপক্ষে ৫টি গাড়ি নদীতে পড়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে ১১ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ১০ জনকে। তবে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নদীতে তল্লাশি চালিয়েছেন উদ্ধারকর্মীরা। আনা হয়েছে ক্রেন ও ডুবুরি। ভাইরাল ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, জলের মধ্যে কোনওরকমে ভেসে থাকার চেষ্টা করছেন এক মহিলা। চিৎকার করে বলছেন 'আমার স্বামী, আমার ছেলে।'

বিপর্যয়

- বুধবার মহিসাগর নদীর ওপর ৪০ বছরের পুরোনো গম্ভীরা সেতু ভেঙে পড়ল
- ঘটনাস্থল থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ১০ জনকে
- উদ্ধারকাজে নেমেছে ক্রেন ও ডুবুরি
- মৃতদের পরিবারের জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর
- দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। নামিবিয়া সফরের মাঝে এক্স হ্যান্ডেলে মোদি লিখেছেন, 'গুজরাটের ভদোদরা জেলায় একটি সেতু ভেঙে পড়ার জেরে প্রাণহানি গভীরভাবে দুঃখজনক। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানাই।' মৃতদের পরিবারের জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন তিনি।

ভদোদরার কালেক্টর অনিল ধামেলিয়া জানিয়েছেন, সেতু ভেঙে পড়ার কারণে দুটি ট্রাক, দুটি ভ্যান এবং একটি অটোরিকশা নদীতে পড়ে গিয়েছে। ভাঙা সেতুর মাঝে একটি ট্রাক ঝুলে রয়েছে। দুর্ঘটনার পর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেই ৪ দশকের পুরোনো সেতুটি ভেঙে পড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা। সেতুর দুরবস্থার ব্যাপারে একাধিকবার প্রশাসনকে সতর্ক করা হলেও লাভ হয়নি বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন। গুজরাটে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের কড়া সমালোচনা করেছে কংগ্রেস। বিরোধী দলের অভিযোগ, ২০১৭ সালেই তারা সেতু দিয়ে ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু সরকার তাতে রাজি হয়নি। পরিণামে ১১টি প্রাণ অকালে ঝরে গিয়েছে।

ফেসবুক পেজে তৃণমূল কংগ্রেস লিখেছে, 'মোরবি বিপর্যয়ের স্মৃতি ফিরিয়ে দিল ভদোদরা। যেখানে ভেঙে পড়েছে গুজরাটের ভদোদরা এবং আনন্দ শহরকে সংযুক্তকারী মহিসাগর নদীর ওপর গম্ভীরা সেতু, বিপজ্জনকভাবে আটকে রয়েছে তেলের ট্যাংকার। মোদিজি এবার কি বলবেন এই ঘটনা 'অ্যাক্ট অফ গড' নাকি 'অ্যাক্ট অফ ফ্রড'?' সরকারি গাফিলতির কথা অস্বীকার করেছেন গুজরাটের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হৃষীকেশ প্যাটেল। তিনি বলেন, '১৯৮৫ সালে সেতুটি তৈরি হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। তারপরেও কেন দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে গুজরাট সরকার। বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট পেশ করতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী প্যাটেল। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী জানান, ৩ মাস আগে মহিসাগর নদীতে নতুন সেতু তৈরির জন্য ২১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন তিনি। পুরোনো সেতুটি ৯০০ মিটার দীর্ঘ। সেটির ২৩টি স্প্যানের মধ্যে একটি ভেঙে পড়েছে।

আধারই প্রথম পরিচয়পত্র নয়

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে উত্তাপের মধ্যেই আধার কার্ড নিয়ে বার্তা দিলেন ইউআইডিএআই-এর সিইও ভুবনেশ কুমার।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'যখন একজন ব্যক্তির কাছে আগে থেকে কোনও বৈধ পরিচয়পত্র এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র থাকে, তখনই তাঁর আধার কার্ড তৈরি করা হয়। কোনও নথির মাধ্যমে আগে আপনার পরিচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়, তারপরই আধার কার্ডের মাধ্যমে সেই পরিচয়ের ডিজিটাল রূপ দেওয়া হয়।' তাঁর কথাতেই পরিষ্কার, আধার কোনওমতেই কোনও ব্যক্তির প্রধান বা প্রথম পরিচয়পত্র হতে পারে না।

বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য আধার, প্যান কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো নথিগুলি প্রামাণ্য বলে গণ্য করা হবে না জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই সিদ্ধান্তে বিহারের সাধারণ মানুষ তো বটেই, বিরোধীরাও সরব

ইউআইডিএআই কর্তার বার্তা

হয়েছেন। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'আধার কার্ড তৈরির ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক যাচাই করা হয়। ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার সংযোগও করতে বলেছে নির্বাচন কমিশন। অথচ এহেন আধার কার্ডকেই গ্রহণ করা হচ্ছে না। এর থেকে বিভ্রান্তিকর আর কিছু হতে পারে না।' ভোটবন্দির প্রতিবাদে বুধবার পাটনার রাস্তায় নেমে একসঙ্গে প্রতিবাদ দেখান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, তেজস্বী যাদব, সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ। কমিশন অবশ্য নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড়। ভুয়ো আধার কার্ডের রমরমা ঠেকাতে ইউআইডিএআই সিইও বলেন, নতুন যে আধার কার্ডগুলি গুলিতে কিউআর কোড থাকছে। আধার কিউআর স্ক্যানার অ্যাপও তৈরি করা হচ্ছে। যদি কেউ ভুয়ো আধার কার্ড দেখান তাহলে তা সহজেই আটকানো সম্ভব।

ঘটনা হল, আধারকে ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন মান্যতা না দিলেও সেটির ভিত্তিতেই আঠারোর্ধ্ব ভোটাররা প্রথমবার নাম নথিভুক্ত করেন। কমিশন যে ৬ নম্বর ফর্মটি দেয় তাতে ভারতীয়রা যে ভারতীয়, সেটা প্রমাণের জন্য আধারকেই মান্যতা দিয়ে থাকে।

জল্পনার মধ্যেই দিলীপ দিল্লিতে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : বঙ্গ বিজেপির ঘরোয়া রাজনীতিতে ফের চর্চায় দিলীপ ঘোষ। শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করার পরেই প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির দিল্লি গিয়ে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে। মঙ্গলবার সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরে গিয়ে নতুন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করেন দিলীপ। পরদিনই স্ত্রী রিঙ্কুকে নিয়ে চলে যান দিল্লি। বিজেপির সদর দপ্তরে দেখা করেন দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শিব প্রকাশের সঙ্গে। রিঙ্কুকে গেরুয়া উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানান শিব প্রকাশ, যার মধ্যে 'সাংগঠনিক বার্তা' খুঁজে পাচ্ছেন অনেকে।

দিলীপ ঘোষ অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই সফর ব্যক্তিগত। কিন্তু ব্যক্তিগত সফরে দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতার সঙ্গে বৈঠক? সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ক্ষোভ উগরে দিলীপ বলেন, 'যাঁরা আমায় দল ছাড়াতে চেয়েছিলেন, তাঁরা অনেক চেষ্টা করেছেন। এমনকি দলের বৈঠকে বসার চেয়ার পর্যন্ত দেওয়া হয়নি আমাকে। তাও আমি দল ছাড়িনি। নিজের হাতে গড়া দল কী করে ছেড়ে দেব?'

দিলীপ ঘোষের মন্তব্য, 'একুশে যেটা হয়নি, ছাব্বিশে সেটা পূরণ করার চেষ্টা হচ্ছে। আরও ১০০ দরকার।' এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি দলীয় প্রস্তুতির কথা যেমন বললেন, তেমনি ইঙ্গিত দিলেন যে এখনও তিনি মূলস্রোতের বাইরে নন। রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষাপট তুলে ধরে দিলীপ জানান, দলে তাঁর ওপরে বিশ্বাস ফিরলে তিনি নতুন করে দায়িত্ব নিতে তৈরি। তাঁর কথায়, 'দল যদি মনে করে আবার দায়িত্ব দেবে, আমি সেই দায়িত্ব নেব। এক বছর কিছু দায়িত্ব দেয়নি।' দিলীপ ঘোষের তৃণমূলে যোগদান নিয়ে যে গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি আরও বলেন, 'আমি আগেও বিধানসভা ও লোকসভায় লড়েছি। খড়্গপুর আমার পরিচিত জায়গা। যদি দল আমাকে লড়াইয়ের সুযোগ দেয়, তাহলে আমি খড়্গপুর থেকেই লড়তে চাই। দুর্গাপুরে পাঠানো হয়েছিল, লাভ-ক্ষতি কী হয়েছে, দল বুঝেছে।' দীঘায় জগন্নাথ ধাম উদবোধনে মমতার সঙ্গে হাজির ছিলেন দিলীপ ঘোষ। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাতে দলের কিছু লোকের সমস্যা হয়েছে, সকলের নয়। সমস্যা হয়েছে তাদের যারা চায় আমি দলে না থাকি।'

ব্রাজিলেও মোদিকে সর্বোচ্চ সম্মান

ব্রাসিলিয়া, ৯ জুলাই : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাঁকে নানা সম্মানে ভূষিত করেছে। এবার পাঁচদেশীয় সফরের শেষে তিনি সম্মানিত হলেন ব্রাজিলেও। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল মোদিকে এদেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'দ্য গ্র্যান্ড কলর'-এ ভূষিত করল। মঙ্গলবার মোদির গলায় সাউদার্ন ক্রস মেডেল পরিয়ে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাকিও লুলা দ্য সিলভা বললেন, 'ভারতের সঙ্গে ব্রাজিলের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হল।' আপ্লুত মোদি বলেছেন, 'ব্রাজিলের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হওয়া কেবল আমার জন্য নয়, এই সম্মান ১৪০ কোটি ভারতবাসীর কাছে গর্বের। ব্রাজিল সরকার ও ব্রাজিলের জনগণের জন্য রইল আমার কৃতজ্ঞতা।' অপরদিকে নামিবিয়ার সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানও পেয়েছেন মোদি। এই নিয়ে তাঁর ঝুলিতে ২৭টি আন্তর্জাতিক সম্মান এল। ব্রিকস সম্মেলনের শেষে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন মোদি।

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি।

অপসারণের প্রস্তুতি

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার সরকারি বাসভবন থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তাঁকে অপসারণের প্রস্তাব আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সংসদের আসন্ন বাদল অধিবেশনে এই প্রস্তাব পেশ করা হবে বলে খবর। বিরোধী ইন্ডিয়া জোট ইতিমধ্যে মোদি সরকারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছে। ২১ জুলাই থেকে ১২ অগাস্ট পর্যন্ত চলবে এই বাদল অধিবেশন। যদি এর মধ্যে বিচারপতি ভার্মা নিজে থেকে পদত্যাগ না করেন, তা হলে আসন্ন অধিবেশনেই তাঁকে অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু করবে কেন্দ্র। এই অপসারণ করতে হলে লোকসভার অন্তত ১০০ জন সাংসদের স্বাক্ষর প্রয়োজন। আর রাজ্যসভায় সম্মতি প্রয়োজন ৫০ জন সদস্যের। সেই স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজ শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্র। প্রস্তাবটি সংসদে পেশ হলে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হবে। অপসারণের গোটা প্রক্রিয়াটি চলবে ১৯৬৮ সালের 'বিচারপতি (তদন্ত) আইন' মোতাবেক।

বায়ুসেনার বিমান ভেঙে মৃত ২

জয়পুর, ৯ জুলাই : এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীবিমানের ভেঙে পড়ার ভয়াবহতা মানুষ এখনও ভোলেনি। এর মধ্যেই আকাশে ফের বিপর্যয়। বুধবার রাজস্থানের চুরু জেলার ভানুদা গ্রামের কৃষিখেতে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার জাগুয়ার যুদ্ধবিমান। ঘটনায় পাইলট সহ দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। যুদ্ধবিমানটি রুটিনমাফিক প্রশিক্ষণের সময় ভেঙে পড়ে। কারণ জানা যায়নি।

স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাস্থলের কাছে মৃতদেহের অংশ মিলেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, আচমকা বিকট শব্দ শুনে তাঁরা ছুটে এসে দেখেন বিমান ভেঙে পড়েছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। চারপাশ ধোঁয়ায় ঢাকা। তাঁরাই আগুন নেভাতে উদ্যোগী হন। খবর পেয়ে জেলাশাসক ও পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেন। এই ঘটনায় গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সেনার তরফে কোনও বিবৃতি মেলেনি।

ব্রহ্মপুত্রে দানব বাঁধ নিয়ে সতর্কবার্তা

চিনের 'জল-বোমা' ভারতের জন্য : খান্ডু

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : ভারতকে বিপাকে ফেলতে প্রকৃতি ও প্রযুক্তির জোড়া ফলা ব্যবহার করতে পারে চিন। দিল্লিতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করেছেন অরুণাচলপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। তিনি জানিয়েছেন, অরুণাচলপ্রদেশের খুব কাছে ইয়ারলুং সাংপো নদীর (ব্রহ্মপুত্রের চিনা নাম) ওপর বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাঁধ তৈরি করছে চিন। ভবিষ্যতে দানবাকৃতি বাঁধটি ভারতের পক্ষে একটি জল-বোমায় পরিণত হতে পারে। বিপুল পরিমাণ জলধারণে সক্ষম বাঁধে যদি কোনওভাবে ফাটল ধরে অথবা বাঁধের সব জল একসঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বড় অংশ বিপর্যয়ের কবলে পড়বে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ব্রহ্মপুত্র নদীর তিব্বতি নাম ইয়ারলুং সাংপো। সেই নদীর ওপর বিশ্বের বৃহত্তম বাঁধ প্রকল্পটি গুরুতর উদ্বেগ তৈরি করেছে। কারণ, চিন আন্তর্জাতিক জলচুক্তিতে স্বাক্ষরকারী নয়, যা দেশটিকে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য করতে পারত।' তাঁর কথায়, 'চিনকে বিশ্বাস করা যায় না। কেউ জানে না ওরা কী করতে পারে।' তিনি জানিয়েছেন, চিন যদি আন্তর্জাতিক জলচুক্তিতে স্বাক্ষর করত তাহলে বাঁধটি চিন, ভারত এবং বাংলাদেশের পক্ষে আশীর্বাদ হতে পারত। ৩ দেশই এই বাঁধের মাধ্যমে গ্রীষ্মকালে জল পেত এবং বর্ষায় বন্যার হাত থেকে বাঁচতে পারত। কিন্তু চিন চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশ নয়।

মুখ্যমন্ত্রীর আশঙ্কা, 'বাঁধটি তৈরি হয়ে গেলে এবং চিন হঠাৎ করে জল ছেড়ে দিলে আমাদের গোটা সিয়াং বেল্ট ধ্বংস হয়ে যাবে। বিশেষ করে উপজাতি গোষ্ঠীগুলির সব সম্পত্তি, জমি এবং মানুষের জীবন ধ্বংসাত্মক প্রভাবের সম্মুখীন হবে।' খান্ডু বলেন, 'আমার ধারণা, চিন ইতিমধ্যে বাঁধের কাজ শুরু করে দিয়েছে। ওরা কোনও তথ্য ভাগ করতে চায় না। দীর্ঘমেয়াদে বাঁধের কাজ শেষ হলে ব্রহ্মপুত্র অনেকাংশে শুকিয়ে যেতে পারে।'

রাস্তায় রাহুল-তেজস্বী

পাটনা, ৯ জুলাই : ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ভারত বনধের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রতিবাদ। বুধবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাটনার রাজপথে নেমে নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তাঁদের সঙ্গে সুর চড়ালেন ইন্ডিয়া তথা মহাজোটের অপর চার শরিক সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি, সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা, সিপিআই (এম-এল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য এবং ভিআইপি নেতা মুকেশ সাহানি। মহাজোটের অগুনতি কর্মী-সমর্থকদের ভিড়কে সঙ্গে নিয়ে পাটনায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দপ্তর পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করেন তাঁরা।

বিহারের তরুণদের উদ্দেশে রাহুল বলেন, 'এটা শুধু আপনাদের ভোট চুরি হচ্ছে না, আপনাদের ভবিষ্যৎকেও চুরি করা হচ্ছে। একে রুখতে হবে আপনাদের। ইন্ডিয়া জোট বিহারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা কিছুতেই এই চুরি হতে দেব না।' কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে বিরোধী দলনেতা বলেন, 'নির্বাচন কমিশন তাদের কাজ করছে না। কমিশন ভুলে গিয়েছে তারা কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নয়। ভারতের সংবিধানকে রক্ষা করাই কমিশনের একমাত্র কাজ।'

রাহুলের হুঁশিয়ারি, 'মহারাষ্ট্রে যেভাবে ভোট চুরি হয়েছিল বিহারেও ঠিক একইভাবে ভোট চুরির চেষ্টা হচ্ছে।' অপরদিকে তেজস্বী যাদবের তোপ, 'ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিয়ম বদলাচ্ছে কমিশন। তাদের লক্ষ্য, যাঁরা বিজেপিকে ভোট দেন না সেই সম্প্রদায়ের ভোটারদের ভোটাধিকার ও ভোটার কার্ড কেড়ে নেওয়া। তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে মুছে দেওয়া। বিজেপি, নীতীশ কুমার, নির্বাচন কমিশনের দাদাগিরি চলবে না।' এদিন পাটনা সহ বিহারের বিভিন্ন প্রান্তে ভারত বনধের ভালো প্রভাব পড়েছে। আরজেডি সমর্থকরা চাক্কা জ্যাম কর্মসূচিও পালন করেন।

হস্তীশাবক ভূমিষ্ঠ লাইনে, দাঁড়াল ট্রেন

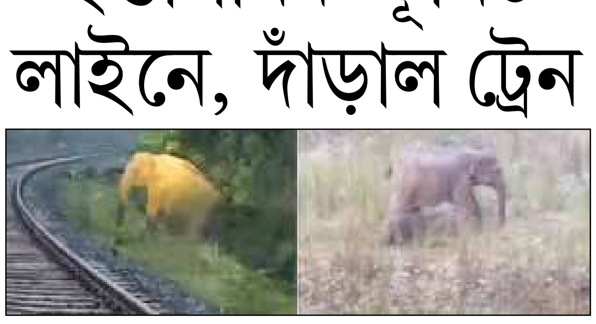

রাঁচি, ৯ জুলাই : রেললাইনে ঠায় দাঁড়িয়ে ট্রেন। কয়েক হাত দূরে ট্র্যাকের ওপর আছাড়িপিছাড়ি খেতে খেতে এক মা জন্ম দিল ফুটফুটে হস্তীশিশুর। ঝাড়খণ্ডে এমনই এক হৃদয়ছোঁয়া ঘটনার সাক্ষী রইলেন যাত্রী ও রেলকর্মীরা।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ঝাড়া দু'ঘণ্টা ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখলেন রেল কর্তৃপক্ষ, যতক্ষণ না মা হাতি ও নবজাতক নিরাপদে বনের পথে মিলিয়ে যায়। অবিস্মরণীয় মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি হয়েছে এবং তা ভাইরালও হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাগ করে কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব লিখেছেন, 'মানব-বন্যপ্রাণ সংঘাতের খবরের বাইরে এই ধরনের ঘটনা ভাগ করে নিতে পেরে ভালো লাগছে। এটি মানুষ-প্রকৃতির সহাবস্থানের এক অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।'

মন্ত্রী আরও জানান, পরিবেশ মন্ত্রক ও রেল মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে দেশের ৩,৫০০ কিলোমিটার রেলপথ সমীক্ষা করে ১১০টিরও বেশি বন্যপ্রাণ সংবেদনশীল এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। লক্ষ্য, বন্যপ্রাণী করিডরে দুর্ঘটনা এড়ানো।

ডালে দুর্গন্ধ, ক্যান্টিন কর্মীকে চড় বিধায়কের

মুম্বই, ৯ জুলাই : তাঁকে পচা খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। ডাল থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। এই অভিযোগে মুম্বইয়ের আকাশবাণী বিধায়ক ভবনের এক ক্যান্টিন কর্মীকে সপাটে চড় কষালেন শিবসেনা বিধায়ক সঞ্জয় গায়কোয়াড়। মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন দলের দু'বারের বিধায়কের কীর্তির ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। গায়কোয়াড়ের সাফাই, এর আগেও তাঁকে নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। একাধিকবার ক্যান্টিন কর্মীদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু সমস্যা মেটেনি। এ ব্যাপারে বিধানসভায় সরব হবেন বলে জানিয়েছেন বুঢানার বিধায়ক।

তাঁর কথায়, 'আমি অন্তত ২-৩ বার খারাপ খাবারের ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। সেদিন আমাকে যে খাবার দেওয়া হয়েছিল তা মুখে তোলার যোগ্য ছিল না।' তিনি আরও বলেন, 'আকাশবাণী বিধায়ক ভবনের ক্যান্টিনে প্রতিদিন ৫ থেকে ১০ হাজার লোক খেতে আসেন। অনেকেই খাবার মান নিয়ে অভিযোগ করেন। কখনও কখনও

এখানে ১৫ দিনের বাসি খাবারও দেওয়া হয়।' ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এক ক্যান্টিন কর্মীকে ডেকে ডালের গন্ধ শুঁকে দেখতে বলেন গায়কোয়াড়। কর্মীটি একটু নীচু হতেই তাঁকে চড় মারেন বিধায়ক। তারপর মারেন ঘুসি। সেই সময় শিবসেনা বিধায়ককে বলতে শোনা যায়, 'এটা হল আমার সহবত শেখানোর স্টাইল।'

রাজ্যের শাসক জোটের বিধায়ক নিজের পক্ষে যুক্তি সাজালেও চড় মারার ঘটনাকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তিনি বলেন, 'এ ধরনের আচরণ ভুল বার্তা দেয়। এটা অগ্রহণযোগ্য এবং সবার পক্ষে অসম্মানজনক। গায়কোয়াড়ের এই কাজ সব বিধায়কের সুনাম নষ্ট করেছে। জনগণের কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে যে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হচ্ছে।' খাবারের মান নিয়ে অভিযোগ থাকলে তা জানানোর নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গায়কোয়াড় এর আগে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির জিভ কেটে আনতে পারলে ১১ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন তিনি। উদ্ধব ঠাকরের বিরুদ্ধেও আপত্তিকর মন্তব্য করেন শিন্ডেপন্থী এই নেতা।

প্রশ্নোত্তরে অভিব্যক্তি বা বিবর্তন

সৌম্যজিৎ দে *শিক্ষক, ময়নাগুড়ি রোড হাইস্কুল, জলপাইগুড়ি*

১) RNA পৃথিবী প্রকল্প বা RNA ওয়ার্ল্ড হাইপোথিসিস কী?

উত্তর : মনে করা হয়, প্রোটোসেল বা আদিকোষে প্রথম জেনেটিক উপাদান ছিল RNA। পরবর্তীকালে DNA মূল জেনেটিক উপাদানরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ, RNA থেকে DNA-এর অবির্ভাব ঘটে। এই ধারণাকে বলে RNA পৃথিবী প্রকল্প বা RNA ওয়ার্ল্ড হাইপোথিসিস।

২) মিলার ও উরের পরীক্ষায় কন্ট্রোল সেটআপ বলতে কী বোঝায়? এর উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : কন্ট্রোল সেটআপে সাধারণত একই গ্যাস মিশ্রণ (CH_4, NH_3, H_2, H_2O) ও একই ধরনের যন্ত্রপাতি থাকে, তবে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ (electric spark) প্রয়োগ করা হয় না।

উদ্দেশ্য : এটি বোঝানোর জন্য যে জৈব যৌগগুলির উৎপত্তি শুধুমাত্র বিদ্যুতের প্রভাবে হয়েছে, বায়বীয় গ্যাসের কারণে নয়।

৩) হেকেলের বায়োজেনেটিক সূত্রটি লেখো।

উত্তর : বিজ্ঞানী হেকেল (১৮৬৮) তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে বায়োজেনেটিক সূত্র প্রকাশ করেন। এই সূত্রটি হল 'Ontogeny recapitulates phylogeny'। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট প্রাণীর ভ্রূণের বিকাশ (ব্যক্তিজনি বা ontogeny) তার পর্বের সব প্রাণীর ভ্রূণের বিকাশকে (জাতিজনি বা phylogeny) অনুসরণ করে। এই মতানুযায়ী, সকল প্রাণী, ভ্রূণের পরিণতির সময়ে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও উদবংশীয় জীবের বিবর্তনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটায়।

৪) প্রোটিনয়েড কী?

উত্তর : Sidney W Fox (১৯৫৭)-এর মতে প্রোটিনয়েড থেকেই জীবকোষের উৎপত্তি হয়। প্রোটিনয়েড হল, প্রোটিন সদৃশ একটি গঠন যা অনেকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রস লিংকেজের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানী Fox এবং তাঁর সহকর্মীগণ দেখেন ১৪০°C উষ্ণতায় অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমারাইজেশন হয়। এই বিক্রিয়ায় ফসফরিক অ্যাসিড অনুঘটকের কাজ করে এবং ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিডযুক্ত প্রোটিনয়েড গঠিত হয়।

৫) অনুকূল ও প্রতিকূল প্রকরণ কাকে বলে?

উত্তর : ডারউইনের তত্ত্ব অনুসারে, জীবের যেসব বৈশিষ্ট্য তাকে জীবনসংগ্রামে টিকে থাকতে সাহায্য করে, তাদের অনুকূল প্রকরণ বলে।

অপরপক্ষে, জীবের যেসব বৈশিষ্ট্য জীবকে কোনওভাবেই জীবনসংগ্রামে টিকে থাকায় সাহায্য করে না, বরং কিছু ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করে, তাদের প্রতিকূল প্রকরণ বলে।

৬) নিও-ডারউইনিজম বা নয়া ডারউইনবাদ কাকে বলে?

উত্তর : পরিব্যক্তি তত্ত্ব ও মেন্ডেলীয় জেনেটিক্স দ্বারা ডারউইনের মতবাদটির আধুনিক ব্যাখ্যাকে বলা হয় নয়া ডারউইনবাদ বা নিও-ডারউইনিজম। মরগ্যান, দ্য ভিস, ডবজ্যানস্কি, হ্যালডেন প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা এই মতবাদ প্রণয়ন করেন।

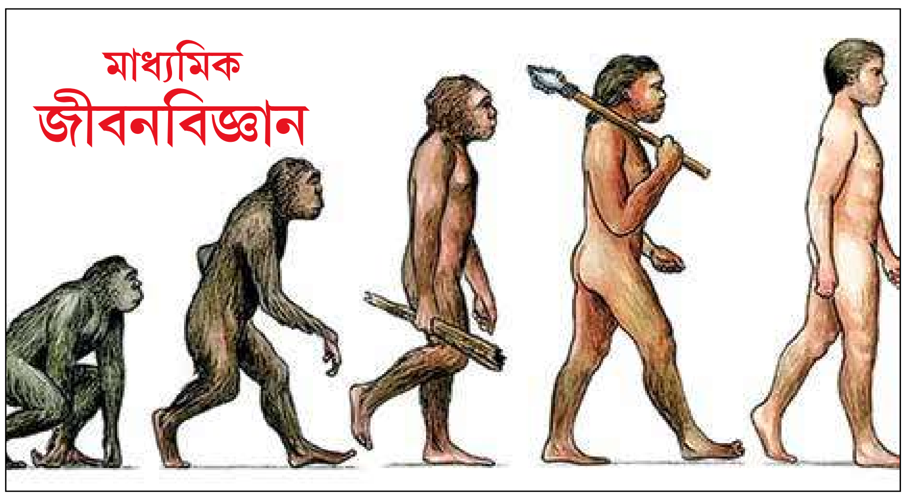

নব্য ডারউইনবাদের প্রস্তাবনায় বিজ্ঞানীরা প্রধানত যে তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, সেগুলি হল-১) জিনগত প্রকরণ ২) প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং ৩) জননগত পৃথককরণ।

৭) মানুষের কক্সিসকে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলে কেন?

উত্তর : লেজের কশেরুকাগুলিকে (৪টি) অণুত্রিকাস্থীয় কশেরুকা বলে। এই কশেরুকাগুলি একত্রিত হয়ে যে অস্থি গঠন করে, তাকে বলে কক্সিস। মানুষের কক্সিসের কোনও কাজ নেই, কিন্তু এদের পূর্বপুরুষে (এপ জাতীয় প্রাণী) এটি সক্রিয় ছিল, তাই একে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলে। এটি মানুষের কঙ্কালতন্ত্রে অবস্থিত।

৮) উদ্ভিদের সমসংস্থ অঙ্গের উদাহরণ দাও।

উত্তর : বেলের শাখাকণ্টক, চুপড়ি আলুর বুলবিল, ফণীমনসার পর্ণকাণ্ড, আলুর স্ফীতকন্দ ও আদার গ্রন্থিকাণ্ড, হাড়জোড়ার শাখা আকর্ষ, শতমূলীর একক পর্ণকাণ্ড এগুলির উৎপত্তি এক (সবই পরিবর্তিত কাণ্ড) কিন্তু কাজ ভিন্ন।

এর থেকে বোঝা যায় যে অঙ্গগুলির উৎপত্তি একটি সাধারণ উদবংশীয় প্রজাতি থেকে হয়েছিল। কিন্তু পরিবেশগত পার্থক্যর কারণে তাদের কাজও পরিবর্তিত হয়েছে। এই অভিযোজনগুলিই নানা নতুন জীবপ্রজাতি সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ, অভিব্যক্তি ঘটেছে।

৯) অভিব্যক্তির প্রমাণরূপে নিষ্ক্রিয় অঙ্গের গুরুত্ব লেখো।

উত্তর : নিষ্ক্রিয় অঙ্গগুলি পূর্বে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহৃত হলেও পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে সেগুলির কাজ ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। অভিব্যক্তির ধারণা থেকে বলা যায় যে, লুপ্তপ্রায় অঙ্গগুলির উৎপত্তি ঘটেছে এমন একটি উদবংশীয় জীব থেকে যাদের দেহে উক্ত অঙ্গগুলি সক্রিয় ছিল। অর্থাৎ, নতুন জীব তৈরি হলেও এই অঙ্গগুলি উদবংশীয় জীব থেকে তাদের উৎপত্তি সূচিত করে।

১০) কীভাবে তুমি প্রমাণ করবে যে সরীসৃপ থেকে পক্ষী শ্রেণির আবির্ভাব হয়েছে?

উত্তর : আর্কিওপটেরিক্স নামক একটি প্রাণীর জীবাশ্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সরীসৃপের মতো চোয়ালে দাঁত আছে, আঙুলে নখ আছে এবং লম্বা লেজ আছে। আবার ওই একই প্রাণীতে পাখির মতো পালক আছে, অগ্রপদ ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে। পাখিদের মতো ক্রেনিয়ামটি গোলাকার। এর দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, সরীসৃপ থেকে পাখির আবির্ভাব হয়েছে।

১১) আচরণ ও অভিব্যক্তির সম্পর্ক কী?

উত্তর : পরিবেশের কোনও ইঙ্গিত বা উদ্দীপকের প্রভাবে বা অন্য কোনও জীবের ক্রিয়ার ফলে কোনও একটি জীব স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে যে ক্রিয়া করে সেটাই হল আচরণ। অর্থাৎ, জীব যা করে তাই হল আচরণ। পরিবেশের এই ইঙ্গিত হতে পারে গন্ধ, শব্দ বা দৃষ্টিনির্ভর কোনও সংকেত। আচরণ জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় ও জনন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। আচরণের ফল সুদূরপ্রসারী। জীবের অভিব্যক্তি ঘটাতে আচরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

জীবের আচরণ তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। যদি ধরা হয় যে আচরণ হল কারণ, তাহলে বলা যায়, সেই আচরণের ফলে ধীরে ধীরে জীবের দেহে এবং জীবনের প্রক্রিয়ায় যে পরিবর্তন ঘটে, তাই অভিযোজন- অর্থাৎ, অভিযোজন হল আচরণের ফল।

১২) ট্রানজিশনাল ফসিল কাকে বলে? কেন এগুলো বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ? উদাহরণ দাও।

উত্তর : ট্রানজিশনাল ফসিল হল এমন জীবাশ্ম যা দুটি শ্রেণির জীবের মধ্যে মধ্যবর্তী রূপ প্রকাশ করে। এগুলির মাধ্যমে একটি শ্রেণির জীব কীভাবে অন্য শ্রেণিতে বিবর্তিত হয়েছে, তা বোঝা যায়।

উদাহরণ :

আর্কিওপটেরিক্স : সরীসৃপ ও পাখির মধ্যে মধ্যবর্তী।

১৩) জীববিজ্ঞানীরা কেন বলেন যে, 'Mutation drives evolution'? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : Mutation হল জিনগত পরিবর্তনের একটি আকস্মিক ও স্থায়ী রূপ। এটি জীবের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, যার ফলে নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।

যদি সেই পরিবর্তন উপযোগী হয়, তবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে তা প্রজন্মান্তরে স্থায়ী হয়।

এই প্রক্রিয়াই নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটাতে পারে।

১৪) জীবাশ্ম গবেষণায় 'কার্বন-ডেটিং' পদ্ধতির ভূমিকা কী?

উত্তর : কার্বন-ডেটিং (Carbon dating) হল জীবাশ্মের বয়স নির্ণয়ের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

জীবের শরীরে উপস্থিত কার্বন-১৪ আইসোটোপ ক্ষয়ের ভিত্তিতে বয়স অনুমান করা হয়।

এটি জীবাশ্মের সময়কাল নির্ধারণে সাহায্য করে, ফলে বিবর্তনের ধারাবাহিকতা বোঝা যায়।

১৫) বিবর্তনের ক্ষেত্রে জিনগত রিকম্বিনেশন ও মিউটেশনের ভূমিকা কী?

উত্তর : রিকম্বিনেশন : যৌন জননের সময় পিতামাতার জিন মিশ্রিত হয়ে (ক্রসিং ওভার) নতুন বৈচিত্র্য তৈরি করে।

মিউটেশন : জিনে হঠাৎ পরিবর্তন ঘটলে নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়।

উভয়ই নতুন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, যা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে।

১৬) টিকটালিক জীবাশ্মটি বিবর্তনের কোন ধরনের প্রমাণ দেয়?

উত্তর : টিকটালিক হচ্ছে এক ট্রানজিশনাল ফসিল, যা মাছ ও উভচরের মধ্যবর্তী রূপ। এর মধ্যে মাছের মতো পাখনা এবং উভচরের মতো পায়ের গঠন রয়েছে। এটি জলজ থেকে স্থলজ জীবের বিবর্তনের প্রমাণ দেয়।

বিষয় পরিচিতি

পর্যটন ব্যবস্থাপনা

অনুজ ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপক
দ্য আইসিএফএআই ইউনিভার্সিটি, সিকিম

বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কিছু প্র্যাকটিকাল ও স্কিলভিত্তিক বিষয়ে পড়াশোনার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এরকমই একটি বিষয় হচ্ছে 'পর্যটন ব্যবস্থাপনা' বা 'ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট'। উচ্চমাধ্যমিকের পর এই বিষয়টি আজকের দিনে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এবং ভবিষ্যৎমুখী এক শিক্ষাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

পর্যটন ব্যবস্থাপনা শুধু একটি বিষয় নয়, এটি একটি বৃহৎশিল্পের দ্বার উন্মোচন করে দেয়। এই শিল্পের ছাতার নীচে রয়েছে হোটেল ও আতিথেয়তা ব্যবস্থাপনা এবং বিমানচালনা বা এভিয়েশন ক্ষেত্রও। অর্থাৎ, পর্যটন বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করলে একসঙ্গে হোটেল ইন্ডাস্ট্রি, রিসর্ট, রেস্টুরেন্ট, ট্রাভেল এজেন্সি, এয়ারলাইন্স, ট্যুর অপারেটর, ক্রুজ কোম্পানি সহ বিভিন্ন খাতে কাজ করার সুযোগ তৈরি হয়। শুধু তাই নয়, কেউ চাইলে নিজেই একটি ট্রাভেল কোম্পানি বা হোমস্টে গড়ে তুলতে পারেন এবং এক্ষেত্রে তিনি একজন চাকরিপ্রার্থী নন, বরং চাকরিদাতা হয়ে উঠতে পারেন।

> বর্তমান যুগ প্রযুক্তিনির্ভর। পর্যটনের ক্ষেত্রেও এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা(AI), অগমেন্টেড রিয়ালিটি(AR), ভার্চুয়াল রিয়েলিটি(VR), বিগ ডেটা অ্যানালাইটিক্স-এর মতো প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়ছে।

বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচুর সংখ্যক গ্র্যাজুয়েট তৈরি হলেও, তাঁদের অনেকেই বাস্তব জীবনে চাকরির ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে পারেন না। মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো কঠিন বিষয়গুলিতে সুযোগ পাওয়াও সবার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ পর্যটন ব্যবস্থাপনা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে সহজেই প্রবেশ করা যায় এবং কিছু বছরের মধ্যেই নিজেকে গড়ে তোলা যায় একজন পেশাদার হিসেবে।

বিশ্ব যতই পরিবর্তিত হোক, মানুষ তার কাজ, শিক্ষা, ধর্মীয় কাজ, চিকিৎসা, বিনোদন কিংবা অন্য প্রয়োজনের জন্য ভ্রমণ করবেই। আর সেই ভ্রমণের সঙ্গে যুক্ত থাকে অসংখ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামো যা পরিচালনা করে পর্যটন শিল্প। ফলে এই শিল্পের চাহিদা কখনোই বন্ধ হয় না, বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেড়ে যায়। এই দিকটি পর্যটন ব্যবস্থাপনাকে অন্য অনেক বিষয়ের তুলনায় অধিক নিরাপদ ও স্থায়ী করে তোলে।

বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020) কার্যকর হওয়ার পর পর্যটন বিষয়ে বিভিন্ন স্তরে পড়াশোনার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এখন একজন শিক্ষার্থী চাইলে শংসাপত্র (Certificate), ডিপ্লোমা (Diploma), স্নাতক (Bachelor's Degree) এবং সম্মান সহ গবেষণামূলক ডিগ্রি (Honours with Research) অর্জন করতে পারেন। এতে শিক্ষার্থী তার পছন্দ, আর্থিক অবস্থা ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনার ভিত্তিতে নিজস্ব শিক্ষাপথ বেছে নিতে পারছেন।

পর্যটন ব্যবস্থাপনায় পড়াশোনা করলে শুধুমাত্র ইন্ডাস্ট্রিভিত্তিক চাকরির সুযোগ নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে শিক্ষাজগতের অংশ হয়ে উঠতে পারেন। বিশেষ করে আজকের দিনে পর্যটন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক/প্রশিক্ষকের চাহিদা খুবই বেশি।

বিশ্বজুড়ে পর্যটন শিল্পে দক্ষ পেশাজীবীর চাহিদা ক্রমবর্ধমান। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের হোটেল, এয়ারলাইন্স, ট্যুর অপারেটর সংস্থা, থিম পার্ক, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত কর্মী খুঁজছে, যাঁরা ব্যবহারিক জ্ঞান, ভাষা দক্ষতা, আতিথেয়তা ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে পারদর্শী।

বর্তমান যুগ প্রযুক্তিনির্ভর। পর্যটনের ক্ষেত্রেও এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা(AI), অগমেন্টেড রিয়ালিটি(AR), ভার্চুয়াল রিয়েলিটি(VR), বিগ ডেটা অ্যানালাইটিক্স-এর মতো প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়ছে। ট্রাভেল বুকিং, ভার্চুয়াল ট্যুর, গ্রাহক বিশ্লেষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এসব প্রযুক্তির ব্যবহার পর্যটন ব্যবস্থাপনাকে আরও আধুনিক ও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। ফলে প্রযুক্তির সঙ্গে অভ্যস্ত শিক্ষার্থীদের জন্যও এই বিষয়টি উপযুক্ত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটে পর্যটন সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্স চালু রয়েছে। যেমন BTTM (Bachelor of Tourism and Travel Management), BBA in Tourism, BHM (Bachelor of Hotel Management) ইত্যাদি। এইসব কোর্সে শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুম শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব প্রশিক্ষণ, সফট স্কিল উন্নয়ন, ইন্ডাস্ট্রি ইন্টার্নশিপ ও ইন্ডাস্ট্রি ভিজিটের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করে থাকেন।

সব মিলিয়ে বলা যায়, পর্যটন ব্যবস্থাপনা উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি সময়োপযোগী, বাস্তবসম্মত ও ভবিষ্যৎবান্ধব শিক্ষাক্ষেত্র। যাঁরা মানুষকে ভালোবাসেন, ভ্রমণকে উপভোগ করেন এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে প্রস্তুত, তাঁদের জন্য পর্যটন একটি আদর্শ পেশা ও জীবনের পথ হতে পারে। এটি শুধু চাকরি পাওয়ার উপায় নয়, বরং আত্মনির্ভর হয়ে ওঠারও একটি সম্ভাব্য পথ।

মানবীয় ভূগোল : জনসংখ্যা ও জনবসতি

অরবিন্দ ঘোষ, *শিক্ষক*
অক্রূরমণি করোনেশন ইনস্টিটিউশন, মালদা

উচ্চমাধ্যমিক
তৃতীয় সিমেস্টার

পূর্ব প্রকাশের পর

প্রশ্ন : জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন

(A) ম্যলথাস
(B) কার্ল মার্কস
(C) সাইমন কুজনেটস
(D) থম্পসন
উত্তর : (C) সাইমন কুজনেটস

প্রশ্ন : বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়

(A) ১১ জুন
(B) ১১ জুলাই
(C) ১০ জুলাই
(D) ১ জুলাই
উত্তর : (B) ১১ জুলাই

প্রশ্ন : Malthus-এর তত্ত্ব অনুসারে

(A) খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায়
(B) জনসংখ্যা গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায়
(C) খাদ্য উৎপাদন জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়
(D) জনসংখ্যা হ্রাস পায়
উত্তর : (A) খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায়

প্রশ্ন: আদমশুমারি করে কোন সংস্থা?

(A) পরিকল্পনা কমিশন
(B) নীতি আয়োগ
(C) Registrar General of India
(D) ভারতীয় পরিসংখ্যান বিভাগ
উত্তর : (C) Registrar General of India

প্রশ্ন : ভারতের জনসংখ্যা বণ্টনের ধরনটি কীরকম?

(A) অসমবণ্টিত
(B) সমবণ্টিত
(C) সমতলভূমিতে সীমাবদ্ধ
(D) উপত্যকাভিত্তিক
উত্তর : (A) অসমবণ্টিত

প্রশ্ন : ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ কোনটি?

(A) অধিক জন্মহার
(B) কম মৃত্যুহার
(C) অভিবাসন
(D) উপরের সবক'টি
উত্তর : (D) উপরের সবক'টি

প্রশ্ন : ভারতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধি ঘটে

(A) 1911-1921
(B) 1951-1961
(C) 1981-1991
(D) 2001-2011
উত্তর : (B) 1951-1961

প্রশ্ন : ভারতে 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণ' বলা হয়

(A) 1921 সালকে
(B) 1951 সালকে
(C) 1971 সালকে
(D) 1981 সালকে
উত্তর : (A) 1921 সালকে

প্রশ্ন : ভারতের জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় গঠন হল

(A) লিঙ্গ গঠন
(B) শিক্ষাগত গঠন
(C) পেশাগত গঠন
(D) বয়সগত গঠন
উত্তর : (D) বয়সগত গঠন

প্রশ্ন : উন্নয়নশীল দেশগুলির বয়স-লিঙ্গ পিরামিডের আকৃতি হল

(A) তীক্ষ্ণ শীর্ষ পিরামিড
(B) উত্তল পিরামিড
(C) নাসপাতি আকৃতির পিরামিড
(D) গম্বুজ আকৃতির পিরামিড
উত্তর : (A) তীক্ষ্ণ শীর্ষ পিরামিড

প্রশ্ন : ব্রেন-ড্রেন বলতে বোঝায়

(A) মানুষের এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমন
(B) অতি উন্নত মেধার এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমন
(C) যুদ্ধের কারণে মানুষের গমন
(D) দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষের গমন
উত্তর : (B) অতি উন্নত মেধার এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমন

প্রশ্ন : কোনটি সঠিক?

(i) জনাধিক দেশ– জার্মানি
(ii) জনবিরল দেশ– চিন
(iii) আদর্শ জনসংখ্যার দেশ– বাংলাদেশ
(iv) জনবিস্ফোরণের দেশ– ব্রাজিল
(A) (i), (ii), (iii), (iv) সবক'টিই সঠিক নয়
(B) (ii), (iii), (iv) সঠিক
(C) (iv) সঠিক, বাকিগুলি নয়
(D) সবক'টিই সঠিক
উত্তর : (A) সবক'টিই সঠিক নয়

প্রশ্ন : শহরের কেন্দ্রীয় অংশকে বলে

(A) পুরবসতি
(B) হ্যামলেট
(C) CBD
(D) বাজার
উত্তর : (C) CBD

প্রশ্ন : যে প্রক্রিয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় না তাকে বলা হয়

(A) শূন্য বৃদ্ধি হার
(B) ঋণাত্মক বৃদ্ধি
(C) ধনাত্মক বৃদ্ধি
(D) ধীরগতি বৃদ্ধি
উত্তর : (A) শূন্য বৃদ্ধি হার

প্রশ্ন : অভ্যন্তরীণ পরিব্রাজন বলতে বোঝায়

(A) এক দেশ থেকে আরেক দেশে গমন
(B) গ্রাম থেকে শহরে গমন
(C) শহর থেকে গ্রামে গমন
(D) দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন
উত্তর : (D) দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন

প্রশ্ন : সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

(i) কাম্য জনসংখ্যা– জীবনধারণের মান উন্নত
(ii) জনবিরলতা– অর্থনীতি উন্নত ও অনুন্নত উভয়ই হয়
(iii) জনবিস্ফোরণ– বেকারত্ব, অপুষ্টি, অশিক্ষা অত্যধিক
(iv) জনাকীর্ণতা– খাদ্যসংকট, অপুষ্টি, বেকারত্ব
(A) (ii), (iii), (iv) সঠিক; (i) নয়
(B) (i), (ii), (iii) সঠিক; (iv) নয়
(C) (i), (ii), (iv) সঠিক; (iii) নয়
(D) সবক'টিই সঠিক
উত্তর :(D) সবক'টিই সঠিক

প্রশ্ন : কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে পরিব্রাজনকে বলে

(A) মৌলিক পরিব্রাজন
(B) অর্থনৈতিক পরিব্রাজন
(C) সামাজিক পরিব্রাজন
(D) রাজনৈতিক পরিব্রাজন
উত্তর : (B) অর্থনৈতিক পরিব্রাজন

প্রশ্ন : জনসংখ্যা পিরামিডের প্রস্থ বাড়তে থাকলে বোঝায়

(A) বয়স্কদের সংখ্যা বেশি
(B) শিশুদের সংখ্যা বেশি
(C) নারীদের সংখ্যা বেশি
(D) পুরুষদের সংখ্যা বেশি
উত্তর : (B) শিশুদের সংখ্যা বেশি

প্রশ্ন : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ভারতে শুরু হয়

(A) ১৯৪৭ সালে
(B) ১৯৫২ সালে
(C) ১৯৬১ সালে
(D) ১৯৭১ সালে
উত্তর : (B) ১৯৫২ সালে

প্রশ্ন : কোনটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিব্রাজনের কারণ নয়?

(A) যুদ্ধ
(B) দুর্ভিক্ষ
(C) উচ্চশিক্ষা
(D) প্রাকৃতিক দুর্যোগ
উত্তর : (C) উচ্চশিক্ষা

ভারতের নারী-ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন

মধুরূপা ব্যানার্জী
শিক্ষক, স্প্রিংডেল হাইস্কুল
কল্যাণী, নদিয়া

মাধ্যমিক
ইতিহাস

১. আইন অমান্য আন্দোলনের সময় গোপনে কংগ্রেসের বেতার কেন্দ্র কে পরিচালনা করেন?
উঃ উষা মেহতা।

২. 'গোলা দিঘির গোলামখানা' বলতে কোন প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হত?
উঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩. কোন মামলায় ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির আদেশ হয়?
উঃ মোজাফফরপুর ষড়যন্ত্র মামলা।

৪. আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর নারী বাহিনীর নাম কী ছিল?
উঃ ঝাঁসির রানি ব্রিগেড।

৫. লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উঃ সরলা দেবী চৌধুরানি।

৬. রাষ্ট্রীয় স্ত্রী সংঘ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উঃ সরোজিনী নাইডু।

৭. নারী কর্মসমিতি কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উঃ ঊর্মিলা দেবী।

৮. দীপালি সংঘ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উঃ লীলা নাগ।

৯. বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়ে 'ফুলতার' ছদ্মনামটি কে গ্রহণ করেন?
উঃ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

১০. গান্ধিজি হিন্দু দলিতদের কী নামকরণ করেন?
উঃ হরিজন।

১১. কাকে 'গান্ধি বুড়ি' বলা হয়?
উঃ মাতঙ্গিনী হাজরাকে।

১২. আজাদ হিন্দ ফৌজের ঝাঁসির রানি বাহিনীর প্রধান নেত্রী কে ছিলেন?
উঃ লক্ষ্মী সায়গল।

১৩. মতুয়া ধর্ম কে প্রবর্তন করেন?
উঃ হরিচাঁদ ঠাকুর।

১৪. কোন আন্দোলনের সময় গুজরাটের স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে 'বানরসসেনা' বাহিনী গড়ে ওঠে?
উঃ ভারত ছাড়ো আন্দোলন।

১৫. মানিকতলার বোমা তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা কে ছিলেন?
উঃ হেমচন্দ্র কানুনগো।

১৬. মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র কোনটি ছিল?
উঃ ওড়াকান্দি।

১৭. ভারতের প্রথম ছাত্রী সংগঠন কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
উঃ কলকাতায়।

১৮. 'জয়শ্রী' পত্রিকাটি কে প্রকাশ করেন?
উঃ বিপ্লবী লীলা নাগ।

১৯. রাসবিহারী বসু কী ছদ্মনামে জাপানে পালিয়ে যান?
উঃ পি.এন. ঠাকুর।

২০. ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জেলায় তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের অধীনে গঠিত মহিলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নাম কী?
উঃ ভগিনী সেনা।

রাজনীতির আঁচে অসহিষ্ণু শহর

শিলিগুড়ির সুর বদলে জোর চর্চা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : পাড়ার ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে কিশোরদের মধ্যে গণ্ডগোল। আর সেই গণ্ডগোলে রাজনৈতিক রং লাগায় জল এতদূর গড়াল। দিন-দিন কি অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে শহর শিলিগুড়ি? বুধবার বাগরাকোটের ঘটনার পর থেকে শহরবাসীর মধ্যে এই বিষয়টিই চর্চায় উঠে এসেছে।

সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এরা থাকবে না, আমরাই থাকব। আমরা আমাদের সম্প্রীতি ভুলব না। আমরা রাজনীতি চাই না, তাই দূর থেকে দেখছি। প্রয়োজনে রাস্তায় নামব।

গৌতম দেব *মেয়র*

বুধবারের ঘটনার পর শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপি এবং তৃণমূল একে অপরকে কাঠগড়ায় তুলেছে। শিলিগুড়ির বিধায়ক বেশি বাড়াবাড়ি করলে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। মেয়রের বক্তব্য, 'যত নির্বাচন আগাবে তত এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং প্রতিরোধ করতে হবে। প্রতিদিন লোক দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গণ্ডগোল পাকিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এরা থাকবে না, আমরাই থাকব। আমরা আমাদের সম্প্রীতি ভুলব না। আমরা রাজনীতি চাই না, তাই দূর থেকে দেখছি। প্রয়োজনে রাস্তায় নামব।' মেয়রের জন্যই শহরের আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে এবং হচ্ছে বলে পালটা দাবি করেছেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'মেয়রের জন্যই শিলিগুড়িতে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। তিনি যেদিন থেকে দায়িত্ব নিয়েছেন সেদিন থেকেই শহরের আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে শুরু করেছে। এর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করতে গেলে উনি যদি আইনি ব্যবস্থা নেন তবে নেবেন।'

শিলিগুড়িতে ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে বাগরাকোটে এবং ডাঙ্গিপাড়ার কিশোরদের মধ্যে গত ২৯ তারিখ ঝামেলা হয়। সেই ঝামেলা মেটাতে দুই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পদক্ষেপ করেন। তখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে মঙ্গলবার বাগরাকোটের তরুণকে তুলে নিয়ে গিয়ে ডাঙ্গিপাড়ায় মারধর করার পর থেকে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। মঙ্গলবার রাতেও বাগরাকোটের বাসিন্দারা শিলিগুড়ি থানা ঘেরাও করেন। সেখানে পৌঁছে যান ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। বুধবার সকালে আক্রান্তের পরিবারকে নিয়ে থানার সামনে হাজির হয়ে যান বিধায়ক। লোকজন নিয়ে তিনি থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। সেই বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে শহর অচল করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। এরপর বিক্ষোভকারীদের একাংশ এসে টিকিয়াপাড়ায় হামলা চালায় বলে অভিযোগ।

শহরের একাংশ মনে করছে, সহিষ্ণুতা হারাচ্ছেন শিলিগুড়িবাসী। নয়তো বাচ্চাদের ক্রিকেট খেলায় রাজনৈতিক রংও লাগত না, এত বড় ঘটনাও ঘটত না। অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজার সুভাষপল্লির বাসিন্দা সুপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'এত বছর এই শহরে রয়েছি, এরকম কখনও দেখিনি। আমার শহরে এই ধরনের রাজনীতি ছিল না। দেখে কষ্ট হয়।' বাগডোগরার একটি স্কুলের শিক্ষক চৈতালি দাস সরকার মনে করেন, 'ছোটদের বিষয়ে বড়দেরই নাক গলাতে হয় না। সেখানে রাজনীতির প্রবেশ অবাঞ্ছনীয়। এভাবে শহর সহিষ্ণুতা হারালে আগামী প্রজন্ম কী শিখবে?'

বুধবার গণ্ডগোলের মাঝে পড়ে আতঙ্কিত পড়ুয়াদের বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে পুলিশ। ছবি : সূত্রধর

অশান্তি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : শহর শিলিগুড়ি বরাবরই শান্তি, সম্প্রীতির জায়গা হিসেবে পরিচিত। তবে সম্প্রতি কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মাটিগাড়া থেকে শুরু করে চার নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা সে রকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে। চড়কপুজোর সময় চার নম্বর ওয়ার্ডে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে শহরে টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভ, মিছিল, মিটিং সবই হয়। চার নম্বর ওয়ার্ডে সেই সময় বাড়িঘরও ভাঙচুর হয়। আর সেই ঘটনায় ধর্মের পাশাপাশি রং লেগেছিল রাজনীতিরও।

সেই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দলের নেতারা রাজনীতির রুটি সেঁকতে রাস্তায় নামেন। নিজের মতো করে প্রচার করে তাঁরা ফয়দাও তোলেন। কিন্তু এই ঘটনার পর সময় গড়িয়ে গেলেও আক্রান্ত দুই গোষ্ঠীর কারও খোঁজ নেননি নেতারা। আক্রান্তদের পরিজন বলছেন, সবটাই স্বার্থসিদ্ধির রাজনীতি ছিল।

চার নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিনগর এলাকার গোলকধাঁধা রাস্তা পেরিয়েই রয়েছে একটি দোকান। এক প্রবীণা বসে আছেন, কিছুদিন আগের সংঘর্ষের বিষয়ে প্রশ্ন করতেই ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, 'কী লাভ এসব কথা বলে, আমাদের তো কোনও লাভ হয়নি উলটে, খাওয়াদাওয়া না পেয়ে ভয়ে আতঙ্কে বাড়িতে পড়েছিলাম। দুই ছেলে রিজওয়ান ও ইব্রাইম জখম হয়। আমাদের খোঁজখবর নিতে এতদিন কেউ আসেনি।' তাঁর দুই ছেলের মাথা ফাটে সংঘর্ষে। পাশের বাড়ি মনজুর আলমের টোটোয় ভাঙচুর চলে। এক মাস ঠিকমতো কাজে বের হতে পারেননি। এমনও দিন গিয়েছে ছেলেকে মুড়ি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছেন। মঞ্জুর আলম বলেন, 'সবাই মারপিট দেখল, নিজেদের মতো করে রাজনীতিটা দেখল কিন্তু আমাদের সমস্যাতে তো পাশে ছিল না। শুনলাম শহরে এত মিছিল হয়েছে, কত কী হয়েছে, কিন্তু কই আমাদের সঙ্গে তো কেউ দেখা করতে আসেনি।'

একই দাবি অপর গোষ্ঠীর একজনেরও। তিনি বুঝে গিয়েছেন পুরোটাই রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি। তাই নাম প্রকাশ না করার আর্জি জানিয়ে বললেন, 'আর এসবে জড়াতে চাই না। ঘটনার দু'দিনই নেতারা এসেছিলেন খোঁজ করতে তারপরে আর কাউকে দেখিনি। বুঝে গিয়েছি আসল মতলব কী।' রাজনীতির কারবারিরা পরে কেউ খোঁজ নেয়নি আক্রান্তদের এমনটাই ক্ষোভ এলাকার প্রায় প্রত্যেকের।

রাজনৈতিক নেতারা যখন ধর্মকে সামনে রেখে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছেন তখন তরুণ সমাজের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। রাজনীতিতে সব সময় ভিন্ন রাস্তা দেখিয়ে থাকে ছাত্র, যুবরা। তবে শহর শিলিগুড়ির যুব নেতাদের কর্মকাণ্ড কী, তা নিয়ে প্রশ্ন বিভিন্ন মহলে। যেমন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি জয়ব্রত মুখুটির কথায়, 'বিজেপির এখন প্রধান হাতিয়ারই ধর্ম। ধর্মের নামে রাজনীতি থেকে শুরু করে ধর্মের নামে দাঙ্গা সবটাই তাদের মদতেই হচ্ছে। সেই রং শিলিগুড়িতেও লাগানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তারা।'

বিজেপির শিলিগুড়ির সাংগঠনিক কমিটির জেলা সভাপতি অরিজিৎ দাস অবশ্য ঘুরিয়ে সব দোষ তৃণমূলের ঘাড়েই চাপাতে চাইছেন। তাঁর পালটা দাবি, 'গোটা রাজ্যেই তো ধর্মের নামে রাজনীতির খেলা শুরু করেছে তৃণমূল। এতদিন শহর শিলিগুড়িতে এর ছোঁয়া ছিল না তবে এখন পড়ছে, পড়তে তো বাধ্যই, কেন না পাশে ফাঁসিদেওয়া, নকশালবাড়িতে অনেকদিন থেকেই তারা এই খেলা শুরু করে। যার সরাসরি প্রভাব এখন শিলিগুড়িতে।'

তাঁরা এই রাজনীতি ঠেকাতে শহরে কী কাজ করেছেন সেই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য কেউ বললেন, 'আমরা ধর্মের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই।' আবার কারও দাবি, 'আমরা এই ধরনের রাজনীতি করি না।' মুখে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা থাকলেও কোনও দলের কর্মকাণ্ডে তা প্রকাশ পাচ্ছে না। গোটা বিষয়টিতেই তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির দিকে আঙুল তুলছেন বাম ও কংগ্রেসের যুব নেতারা। দার্জিলিং জেলার যুব কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট সায়ন ঘোষ বলেন, 'এই দুটি দলের কাজই ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা। মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রাজনীতিই তাদের লক্ষ্য।' তবে বিগত কয়েকমাসে একাধিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে তাঁদের রাস্তার নামতে দেখা গেলেও ধর্মীয় সম্প্রীতির বিষয়ে কোনও কর্মসূচি দেখা যায়নি। অপরদিকে, ৯ জুন ডিওয়াইএফআই একটি সম্প্রীতির মিছিল করে শহরের রাজপথে। যুব নেতা সাগর শর্মা বলেন, 'আমরা ধর্মের রাজনীতির বিরুদ্ধে। শহরে এই নোংরামি আগে ছিল না, যা দিন- দিন বাড়ছে।'

মুখে যতই কথা থাকুক না কেন বাস্তবে কোনও দলের যুবদেরই পরিস্থিতি নিরসনে পথে নামতে দেখা যায়নি। বরং একাধিক ঘটনা পালটা উসকানি দেওয়ার মতো অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। সবাই বলছে ওরা দোষী। কেউ বলছে সরকার দায়ী আবার কেউ দোষ দিচ্ছে বিরোধী শিবিরে। শুধু শব্দের খেলা, কিন্তু সম্প্রীতি ফেরাতে কেউ উদ্যোগী নয়। চিন্তায় শহরের আমজনতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহল।

কথায় কথায়

বিজেপির এখন প্রধান হাতিয়ারই ধর্ম। ধর্মের নামে রাজনীতির রং শিলিগুড়িতেও লাগানোর চেষ্টা চালাচ্ছে তারা।
– *জয়ব্রত মুখুটি*
তৃণমূল যুব নেতা

গোটা রাজ্যেই ধর্মের নামে রাজনীতির খেলা শুরু করেছে তৃণমূল। এতদিন শহর শিলিগুড়িতে এর ছোঁয়া ছিল না তবে এখন পড়ছে।
– *অরিজিৎ দাস*
বিজেপি যুব নেতা

ধর্মঘটে লাঠি-গ্যাস, বিপন্ন পাঁচ পড়ুয়া

পুলিশ-জনতা মুখোমুখি। বুধবার বাগরাকোটে। - সংবাদচিত্র

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : বামেদের ডাকা ধর্মঘট উপেক্ষা করেই স্কুলে গিয়েছিল টিকিয়াপাড়ার পাঁচ খুদে পড়ুয়া। বাগরাকোট হয়ে বাড়ি ফিরছিল তারা। হঠাৎই এক পড়ুয়ার পায়ের কাছে ঢিল পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে পরপর দু'বার বিকট শব্দ। যেন কানের কাছেই কেউ বোমা ফাটিয়েছে। গোটা এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। চোখ জ্বালা করতে থাকে। আতঙ্কে বাগরাকোটের একটি গলিতে ঢুকে কান্না জুড়ে দেয় ওই পড়ুয়ারা।

এদিকে তখন পুলিশ ও উত্তেজিত জনতার মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। বেশ কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। তখনই আতঙ্কে কান্না জুড়ে দেয় ওই পড়ুয়ারা। চোখের সামনে এমন বিভীষিকা দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ে তারা। খবর পেয়ে ডিসি ট্রাফিক বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বাহিনী নিয়ে পৌঁছান। এরপর পড়ুয়াদের এসকর্ট করে বাগরাকোট থেকে রেললাইন পার করে টিকিয়াপাড়ায় বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। এলাকায় ছোটখাটো ঝামেলা দেখেছে স্থানীয়রা। কিন্তু এত বড় ঘটনা দেখে রীতিমতো আতঙ্কে গোটা বাগরাকোট।

আর পাঁচটা দিনের মতোই সকালে দোকান খুলেছিলেন বাগরাকোটের বাসিন্দা সবিতা দাস। কাজে বেরিয়েছিলেন পাড়ার পুরুষেরা। একই ছবি ছিল টিকিয়াপাড়াতেও। সকালে যে যার মতো কাজে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎই বেলা একটা নাগাদ জনা পঞ্চাশেক তরুণ রে-রে করে লাঠিসোঁটা হাতে ঢুকে পড়ে এলাকায়। এরপরেই লাইন পার হয়ে গিয়ে টিকিয়াপাড়ায় যথেচ্ছ ভাঙচুর চালানো হয়।

পালটা হিসেবে টিকিয়াপাড়া থেকে রে-রে করে লাঠি, বাটাম হাতে ছুটে এসে এপারে বাগরাকোটে ভাঙচুর চালিয়ে যায় কিছু তরুণ। এদিকে যারা প্রথমে টিকিয়াপাড়ায় হামলা চালিয়েছিল তারা এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। এরপরেই দুই পাড়ার মধ্যে ঝামেলায় ব্যাপক ঢিলবৃষ্টি চলতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকায় দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। চারিদিকে পাথর ও কাঠ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়েছে।

হানা পালটা হানা

- ধর্মঘটের সকালে টিকিয়াপাড়া সব দিনের মতো কাজ আর দোকান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে
- বেলা একটা নাগাদ জনা পঞ্চাশেক তরুণ লাঠিসোঁটা হাতে ঢুকে পড়ে এলাকায়
- রেললাইন পার হয়ে গিয়ে টিকিয়াপাড়ায় যথেচ্ছ ভাঙচুর চালানো হয়
- পালটা হিসেবে টিকিয়াপাড়া থেকে লাঠি, বাটাম হাতে বাগরাকোটে হানা দেয় কিছু তরুণ
- আতঙ্কে তখন বাগরাকোটে পাড়ার গলিতে বাচ্চাদের কান্নার রোল ওঠে

৪০ বছর ধরে এই এলাকায় থাকি। আগে কখনও এরকম দেখিনি। এখানে মদ খেয়ে ঝামেলা প্রায়ই হয়। তবে আজ তো যুদ্ধ মনে হচ্ছিল। আতঙ্কে রয়েছি।

সবিতা দাস *স্থানীয় বাসিন্দা*

একসময় মারমুখী উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের লাঠি ও কাঁদানে গ্যাসের মাঝে পড়ে যায় ওই পড়ুয়ারা। চোখের সামনে পুলিশের ভারী বুটের শব্দ, বন্দুক, লাঠি এবং টিয়ারগ্যাসের শেল ফাটার আওয়াজ শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে তারা। চিৎকার করে কান্না জুড়ে দেয়। বাগরাকোটেরই কয়েকজন বাসিন্দা ওই পড়ুয়াদের পাহারায় রেখে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়েই ডিসিপি বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী এসে পড়ুয়াদের এসকর্ট করে নিয়ে যায়।

সবিতা এদিন বলছিলেন, '৪০ বছর ধরে এই এলাকায় থাকি। আগে কখনও এরকম দেখিনি। এখানে মদ খেয়ে ঝামেলা প্রায়ই হয়। তবে আজ তো যুদ্ধ মনে হচ্ছিল। আতঙ্কে রয়েছি।' একই বক্তব্য টিকিয়াপাড়ার সোনম মাহাতো, মঞ্জু বিবিদের। তাঁদের বক্তব্য, 'এরকম পরিস্থিতি হয়ে যাবে ভাবিনি। রাতে আবার হামলা হতে পারে এই আতঙ্কে রয়েছি।' সোনমের ছয় বছরের ছেলের মাথার পেছনে ঢিলের আঘাত লেগেছে। বর্তমানে সে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

গ্রেপ্তার এক

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : একটি বেসরকারি স্কুলের স্টাফ কোয়ার্টারে ঢুকে মোবাইল, ইলেক্ট্রিক তার, নগদ অর্থ চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম মনতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দনগরের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, ডাম্পিং গ্রাউন্ড সংলগ্ন একটি বেসরকারি স্কুলের স্টাফ কোয়ার্টারে মঙ্গলবার চুরি করেন মনতোষ। ওই সময় স্কুলের স্টাফরা কাজের সূত্রে বাইরে ছিলেন। এরপর দুপুরের দিকে ফিরে এসে দেখেন কোয়ার্টারের ভেতর সব লণ্ডভণ্ড। এরপর থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই তদন্তে নামে পুলিশ। শেষমেষ মঙ্গলবার রাতে চেকপোস্ট এলাকা চুরির সামগ্রী বিক্রি করতে যাওয়ার সময় মনতোষকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ভাড়াটের তথ্য রাখতে পুলিশকে নির্দেশ

তৈরি হবে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর, বৈঠক মেয়রের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : বাড়িভাড়ার তথ্য রাখতে পুলিশকে এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর) তৈরি করতে বললেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বুধবার শিলিগুড়ি পুলিশের সঙ্গে বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত হয়, বাড়িভাড়ার তথ্য রাখতে এসওপি তৈরি করবে শিলিগুড়ি পুলিশ। এরপর তারা সেই এসওপি পুরনিগমকে দেবে। পুরনিগম বরোর মাধ্যমে সব কাউন্সিলারের কাছে এসওপি পৌঁছে দেবে। কাউন্সিলারদের মাধ্যমেই ভাড়াটিয়ার তথ্য যাবে শিলিগুড়ি পুলিশের কাছে। দ্রুত পুলিশকে এই এসওপি তৈরি করতে বলা হয়েছে।

এদিনের বৈঠকে শিলিগুড়িতে টোটো, অটো এবং যানজট নিয়েও আলোচনা হয়েছে। টোটো এবং অটো থেকে যাতে ডান দিক দিয়ে না নামা যায়, সেই বিষয়ে পদক্ষেপ করবে ট্রাফিক পুলিশ। মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'পুলিশের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। টোটো নিয়ন্ত্রণে কাজ করা হবে। পাশাপাশি ভাড়াটিয়ার তথ্য রাখতে এসওপি তৈরি করতে বলা হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক তৈরি করতে আলোচনা সভা হবে।'

বিগত কয়েকদিন ধরে শিলিগুড়ি শহরে একের পর এক অপরাধের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, অভিযুক্তরা সবই ভিনরাজ্যের। দেখা গিয়েছে, শিলিগুড়িতে এসে বাড়িভাড়া নিয়ে থেকে দুষ্কৃতীরা অপরাধের ঘুঁটি সাজিয়েছে। কিন্তু এই অপরাধীদের কোনও তথ্যই নেই পুলিশ এবং প্রশাসনের কাছে। তাই ভাড়াটিয়াদের তথ্য রাখতে একটি এসওপি তৈরি করবে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। সেই এসওপি অনুযায়ী সব বরোর মাধ্যমে কাউন্সিলারদের কাছে ফর্ম্যাট পাঠানো হবে। সেই ফর্ম্যাটে তথ্য নিয়ে তা আবার পুলিশ এবং পুরনিগমের কাছে জমা করা হবে। এদিন বিরোধী কাউন্সিলাররাও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। জানা গিয়েছে, বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বাড়িভাড়ার তথ্য নেওয়ার সময় আধার কার্ডের বদলে ভোটার আইডি কার্ডের ফোটোকপি রাখার দাবি জানিয়েছেন। কারণ যে কেউ ভুয়ো আধার কার্ড তৈরি করে নিচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর।

আবার শিলিগুড়িতে অপরাধ রুখতে পাড়ায় পাড়ায় পুলিশ-পাবলিক সম্পর্ক মজবুত করতে বৈঠক শুরু করবে পুরনিগম। শিলিগুড়ি পুরনিগম মধ্যস্থতাকারী হিসেবে থেকে আলোচনা করবে। জানা গিয়েছে, যে এলাকা বেশি স্পর্শকাতর সেই এলাকায় আগে আলোচনা সভা করা হবে। পুলিশ ওই তালিকা দেবে শিলিগুড়ি পুরনিগমকে। সেই অনুযায়ী পুরনিগম ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করবে বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়র।

কী পদক্ষেপ

- ভাড়াটের তথ্য রাখতে এসওপি তৈরি করবে শিলিগুড়ি পুলিশ
- তারপর তারা সেই এসওপি পুরনিগমকে দেবে
- পুরনিগম বরোর মাধ্যমে সব কাউন্সিলারের কাছে এসওপি পৌঁছে দেবে
- কাউন্সিলারদের মাধ্যমেই ভাড়াটিয়ার তথ্য যাবে শিলিগুড়ি পুলিশের কাছে

লুকোচুরির যাত্রা বক্সায়

আলিপুরদুয়ার, ৯ জুলাই : বর্ষার নিয়ম অনুযায়ী জঙ্গল তো বন্ধ। তবে আপনি বক্সা-জয়ন্তীতে ঘুরতে যেতে চান? খুব সোজা। আপনাকে স্থানীয় বাসিন্দার 'ছদ্মবেশ' ধরতে হবে। কীভাবে? নকল গোঁফ-দাড়ি লাগানোর প্রয়োজন নেই, কেবল বড় গাড়ির বদলে স্থানীয় বাসিন্দার মতো অটো চেপে ঢুকে গেলেই হল। রাজাভাতখাওয়া গেটে বড় গাড়ি আটকাচ্ছেন বনকর্মীরা, ছোট গাড়ি ঢুকতে কোনও বাধা নেই। আর সেই সুযোগ নিচ্ছেন সুযোগসন্ধানী পর্যটকরা। বন দপ্তর জানাচ্ছে, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পর্যটকদের প্রবেশ নিষেধ। নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সহজে টোটোয় চেপে প্রবেশ করা যাচ্ছে ওই গেট দিয়ে। কিন্তু এমনটা হচ্ছে কেন? কারণ রাজাভাতখাওয়া গেট পেরিয়ে কারা ঢুকছে, তাঁদের ওপর বনকর্মীদের নজর রাখা সম্ভব নয়। বড় গাড়ি চেপে লোকজন এসেছে মানেই বাইরে থেকে আসা পর্যটক, এমনটাই ভেবে নেওয়া হচ্ছে।

অবরোধ

কিশনগঞ্জ, ৯ জুলাই : কিশনগঞ্জে এনডিএ বিরোধী ইন্ডিয়া মহাজোট রাজ্যের ভোটার লিস্ট রিভিশনের বিরুদ্ধে জেলার দুটি জাতীয় সড়কে বুধবার সকাল থেকে অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন অবরোধকারীরা। এর ফলে জাতীয় সড়কে যানবাহনের লাইন লেগে যায়। দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাসের যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়েন। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক অবরোধ কর্মসূচি করা হয়। শেষপর্যন্ত পুলিশ কিশনগঞ্জ ও ঠাকুরগঞ্জে কংগ্রেস, মিম ও রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা ও সদস্যদের গ্রেপ্তার করে। পরে পুলিশ ব্যক্তিগত মুচলেকায় ২৫ জনের জামিন মঞ্জুর করে বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমার জানান।

এসএসসি'র

প্রথম পাতার পর

এখনও তদন্ত চলছে। সিবিআই ৭, ১০, ১২ বছর ধরে তদন্ত চালাবে। সেজন্য জনস্বার্থ প্রভাবিত হতে পারে না।

ডিভিশন বেঞ্চ পালটা প্রশ্ন তোলে, 'শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী যাঁরা দুর্নীতি করেছেন ও প্রতারণার জন্য যাঁদের চাকরি বাতিল হয়েছে, তাঁরা এই নিয়োগে কী করে অংশ নিতে পারেন? অযোগ্যদের নিয়ে আদালতে সওয়াল করার আইনি অধিকার এসএসসি'র আছে কি? এসএসসি তো রিক্রুটিং অথরিটি। এসএসসি'র নীতিতে কি অযোগ্যদের নিয়ে এমন আইনি যুক্তি তুলে ধরার কথা আছে?'

যদিও কল্যাণ বলেন, 'এসএসসি দিনের শেষে জনস্বার্থে কাজ করে। নীতি নির্ধারণের সিদ্ধান্ত রাজ্য বা এসএসসি নিতেই পারে।' তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্য জনগণের হয়ে ভাববে না তো কে ভাববে। সংবিধান আমাদের ন্যায়বিচারের সুযোগ দিয়েছে। এঁরা আবেদন করা মানেই নিয়োগ পেয়ে যাওয়া নয়।' একই সওয়াল করা রাজ্য সরকারের পক্ষে। সরকারের বক্তব্য, 'যেটা কেড়ে নেওয়ার ছিল, সেটা সুপ্রিম কোর্ট নির্দিষ্টভাবে কেড়েছে। যেটা দেওয়ার ছিল, সেটাও নির্দিষ্টভাবে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এঁদের ভবিষ্যৎ অধিকার কেড়ে নিতে চায়নি।'

গত সোমবার হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ চিহ্নিত দাগিদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার ওপর দাঁড়ি টেনে দিলে দিয়েছিল। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের আবেদন করেছিল রাজ্য সরকার ও এসএসসি। বুধবার ডিভিশন বেঞ্চে সেই মামলার শুনানিতে এইসব সওয়াল-জবাব চলে। কতজন চিহ্নিত দাগি এখনও পর্যন্ত আবেদন করেছেন, জানতে চায় ডিভিশন বেঞ্চ। এসএসসি জানায়, এখনও পর্যন্ত ২ লক্ষ ৬০ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। দাগিদের ১০ শতাংশ আবেদন করেছেন। চিহ্নিত দাগির মোট সংখ্যা ১৮০১।

ব্যাগহীন চা

প্রথম পাতার পর

চাহিদা বাড়তে থাকায় দ্রুত দিনে তা ১ লক্ষে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে নিত্যনতুন স্বপ্ন দেখা ওই তরুণ ব্যবসায়ীর। উপমন্যু জানাচ্ছেন, এক সময়ে চা শিল্প সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতাই তাঁর ছিল না।

অসমে হলে উত্তরবঙ্গেও কি এই ধরনের চায়ের ট্যাবলেট তৈরি করা যেতে পারে না? এখানকার চা মহল জানাচ্ছে, সদিচ্ছা ও কিছু করার মানসিকতা থাকলে এখানেও তা সম্ভব। যাঁরা এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে তাঁরা হলেন উত্তরের ক্ষুদ্র চা চাষিরা। বর্তমানে সমবায় গড়ে ক্ষুদ্র চা চাষিরা বাড়িতে নিজেদের হাতে গ্রিন, হোয়াইট, মুনলাইট, পার্পেল-এর মতো স্পেশাল চা তৈরিও করছেন। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'উপমন্যুদের দেখানো নতুন পথ আমাদের অনুসরণ করতে কোনও বাধা নেই। এতে আখেরে উপকৃত হবে এখানকার চা শিল্পের সঙ্গে জড়িত অসংখ্য মানুষ। দ্রুত কাজ শুরু হবে বলে বিশ্বাস করি।' আইটিপিএ-র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মার কথায়, 'চা শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুনত্ব রয়েছে এই ধরনের প্রয়াস বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে। প্রয়োজন শুধু উদ্যমের।'

রক্ত দিতে ৬৫ কিমি পাড়ি

কোচবিহার, ৯ জুলাই : ধর্মঘটের দিন অসুস্থ এক প্রবীণকে রক্ত দিতে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে অভিজিৎ মণ্ডল কোচবিহারে এলেন। পেশায় জোগালি অভিজিৎ রামপুরহাটের জোড়াইয়ের বাসিন্দা। তাঁর এই মানবিক কর্মকাণ্ডের কথা জানাজানি হতেই সকলে তাঁকে কুর্নিশ জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিজিৎ দেখেন, কোচবিহারের এক রোগীর 'ও' নেগেটিভ রক্তের প্রয়োজন। বিষয়টি জানামাত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ব্যক্তির সঙ্গে অভিজিৎ ফোনে যোগাযোগ করেন। এরপর নিজের কাজ বন্ধ রেখে বুধবার সকালে তিনি কোচবিহারের উদ্দেশে রওনা হন। সকাল সাড়ে ১১টায় তিনি কোচবিহারের সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স ব্লাড ব্যাংকে পৌঁছান। সেখানে রক্তদান পর্ব শেষ হলে তিনি বলেন, 'এই নিয়ে ১৮ বার রক্তদান করলাম। যেহেতু আমার গ্রুপের রক্তের সংকট রয়েছে, তাই কারও রক্তের প্রয়োজন হলে আমি বেরিয়ে পড়ি। গতকাল রাতে শংকর রায়ের ফেসবুকের একটি পোস্ট দেখে কোচবিহারে এসেছি।' তবে তাঁর এধরনের সমাজসেবা প্রথম নয়। কয়েক বছর আগে অভিজিৎ কোম্পানির কাজে হায়দরাবাদে গিয়েছিলেন। সেখানেও এক রোগীর রক্তের প্রয়োজনের কথা জানতে পেরে তিনি রক্তদান করেন। পাশাপাশি একাধিকবার তিনি কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে রক্তদান করেছেন। এছাড়া পাড়ার ক্লাবে এবং বিভিন্ন রক্তদান শিবিরে রক্ত দিয়েছেন।

বৈঠক

ইসলামপুর, ৯ জুলাই : ইসলামপুরে দলিতবন্ধু কল্যাণ ও উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠক হয় বুধবার। শহরের উর্দু অ্যাকাডেমির হলঘরে আয়োজিত বৈঠকে রায়গঞ্জ, ডালখোলা এবং ইসলামপুরের দলিত সমাজের পদাধিকারী ও সদস্যরা অংশ নেন। পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রদীপ বাসফোর এবং ভাইস চেয়ারম্যান ইভি রাজুও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। পর্ষদের চেয়ারম্যান বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের দলিত সমাজের মানুষের উন্নয়ন করার জন্য বোর্ড গঠন করেছেন। বোর্ডের মাধ্যমে আমরা ধাপে ধাপে সমস্যার কথা সরকার ও প্রশাসনের কাছে তুলে ধরেছি। সেই অনুসারে সরকার সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।'

পুলিশের হাতে দিল কলেজ কর্তৃপক্ষ

বন্ধ ঘরে তরুণের সঙ্গে শিক্ষিকা

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৯ জুলাই : বহিরাগত তরুণের সঙ্গে বন্ধ ঘরে পাওয়া গেল শিক্ষিকাকে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ল মাথাভাঙ্গা কলেজে। অভিযুক্ত তরুণ ও তরুণী, দুজনকেই বুধবার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজের তরফে একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে পুলিশে। কলেজ সূত্রে খবর, পড়ুয়াদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য তিন বছর আগে একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর হয়। ওই সংস্থাই এই শিক্ষিকাকে নিয়োগ করেছিল কম্পিউটার শেখানোর জন্য। বুধবার কলেজ চলাকালীন ওই শিক্ষিকাকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রের বন্ধ ঘরে তাঁর বন্ধুর সঙ্গে হাতেনাতে ধরে ফেলে কলেজ কর্তৃপক্ষ। পুলিশ তাঁদের অভিভাবকদের ডেকে পাঠানোর পাশাপাশি প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত থানায় আটক রেখেছে দুজনকে।

কসবা কাণ্ড এখনও টাটকা। তার মধ্যেই মাথাভাঙ্গা কলেজে কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রের ঘর ভেতর থেকে বন্ধ করে বহিরাগত তরুণের সঙ্গে কম্পিউটার শিক্ষিকার দীর্ঘক্ষণ থাকার বিষয়টি নিয়েই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। কলেজের কম্পিউটার শিক্ষিকা ও কলেজের ছাত্র নন এমন এক

> ঘটনাটি জানানো হয় কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি গিরীন্দ্রনাথ বর্মনকে। পরে বহিরাগত তরুণ ও শিক্ষিকাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং লিখিতভাবে বিষয়টি জানানো হয়েছে পুলিশকে।
>
> **ডঃ দেবাশিস দত্ত** *অধ্যক্ষ*

তরুণ কলেজের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কক্ষে দরজা বন্ধ করে কেন ছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টায় মাথাভাঙ্গা। জানা গিয়েছে, বিষয়টি প্রথমে নজরে আসে কলেজের নিরাপত্তারক্ষীর। তাঁর মাধ্যমে কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশিস দত্ত বিষয়টি জানতে পারেন। তিনি অন্য শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট কক্ষে যান। দেখা যায়, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পরে দরজা খোলা হয়।

অধ্যক্ষ বলেন, 'জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা জানান, শুধুই গল্প করছিলেন দুজন। কিন্তু কলেজের ঘরে দরজা বন্ধ করে এক তরুণ ও শিক্ষিকার একান্তে অবস্থান কলেজের শৃঙ্খলার পরিপন্থী ও গর্হিত কাজ। ঘটনাটি জানানো হয় কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি গিরীন্দ্রনাথ বর্মনকে। পরে বহিরাগত তরুণ ও শিক্ষিকাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং লিখিতভাবে বিষয়টি জানানো হয়েছে পুলিশকে।'

তবে প্রশ্ন উঠছে, নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এক বহিরাগত তরুণ কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলেন ও শিক্ষিকার সঙ্গে একটি কক্ষে দরজা বন্ধ করে থাকার সাহস পেলেন? যদিও অধ্যক্ষের দাবি, ওই তরুণ কলেজ অফিসে কাজ আছে বলে কলেজে ঢুকেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার কলেজের গভর্নিং বডির পূর্বনির্ধারিত বৈঠকে আলোচনা হবে বলে জানান অধ্যক্ষ।

সাপ নিয়ে খেলা, ছোবলে মৃত্যু বালিকার

বাড়ির উঠোনে খেলছিল তিন ভাইবোন। হঠাৎ তারা একটি সাপ ধরে ফেলে। বাড়ির বড়দের অলক্ষে ঘটে যায় বিপত্তি। লেজে টান পড়ায় আচমকা সাপটি ছোবল মারে আনিকার পায়ে।

বিশ্বজিৎ সরকার

ছবি : এআই

রায়গঞ্জ, ৯ জুলাই : মামার বাড়িতে ঘুরতে এসে বিষধর সাপের ছোবলে মৃত্যু হল এক নাবালিকার। তিন ভাইবোন মিলে খেলার ছলে সাপের লেজ ধরে টানাটানি করছিল। ঠিক তখনই ঘটে এই অঘটন। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীয়া গ্রামে। মৃত নাবালিকার নাম আনিকা মাহাতো (৬)। তার বাড়ি করণদিঘি থানার কামারতোর এলাকায়।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনদিন আগে মা দীপ্তি মাহাতোর সঙ্গে দুই ভাই ও আনিকা মামার বাড়ি বেড়াতে এসেছিল। মঙ্গলবার বিকেলে বাড়ির উঠোনে খেলছিল তিন ভাইবোন। হঠাৎ তারা একটি সাপ ধরে ফেলে। উৎসাহে মেতে ওঠে নতুন 'খেলায়'। বাড়ির বড়দের অলক্ষ্যে সেই খেলার ছলেই ঘটে যায় বিপত্তি। লেজে টান পড়ায় আচমকা সাপটি ছোবল মারে আনিকার পায়ে। মুহূর্তের মধ্যেই অচৈতন্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে।

দুই ভাইয়ের চিৎকারে ছুটে আসেন পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা। ততক্ষণে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। সাপটিকে জঙ্গলের দিকে ছুটে যেতে দেখে ধরে ফেলেন কয়েকজন গ্রামবাসী। একটি হাঁড়ির মধ্যে বন্দি করা হয় বিষধরকে। সঙ্গে সঙ্গে আনিকাকে নিয়ে যাওয়া হয় মহারাজা গ্রামীণ হাসপাতালে। কিন্তু অবস্থার দ্রুত অবনতি হওয়ায় চিকিৎসক তাকে রেফার করেন রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। দীর্ঘক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর মেডিকেলের চিকিৎসক আনিকাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মর্মান্তিক
- উঠোনে একটি সাপ দেখতে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয় তিন ভাইবোন
- সাপটির লেজ ধরে টানাটানি করে খেলা শুরু করে তিন শিশু
- আচমকা ফনা তুলে ছোট্ট আনিকার পায়ে পরপর দু'বার ছোবল মারে বিষধর

বুধবার বিকেলে ছোট্ট বালিকার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছাতেই নেমে আসে শোকের ছায়া। কান্নায় ভেঙে পড়েন শিশুটির মা দীপ্তি মাহাতো। বারবার সংজ্ঞা হারান তিনি। মেয়ের অকালমৃত্যুর খবর পেয়ে কেরলে কর্মরত বাবা রাজেশ মাহাতো বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। বুধবার দুপুরে হাঁড়িবন্দি সাপটিকে পিটিয়ে মেরে পুড়িয়ে দেন গ্রামবাসীরা।

আনিকার মামা রাম মাহাতো বলেন, 'তিনদিন আগে বোন তার তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। সাপ নিয়ে খেলার ছলেই ভাগ্নির এই মৃত্যু হয়েছে। ছোবল মারার পর সাপটিকে ধরে হাঁড়িতে রেখেছিলাম। আজ সকালে সবাই মিলে মেরে ওটাকে পুড়িয়ে দিয়েছি।' ঘটনার পর রায়গঞ্জ থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর একটি মামলা রুজু হয়েছে।

বিদেশি 'সস্তা' সোনায় বাজার মাত

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৯ জুলাই : সোনার গয়না আর পাকা সোনার বাটের দাম এক নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দামটা একটু কম। তাও তা প্রায় এক লক্ষ টাকা ছুঁইছুঁই। বুধবারের হিসেবে পাকা সোনার বাটের দাম ছিল ভরি পিছু প্রায় ৯৬ হাজার টাকা। অথচ এই সোনাই কম দামে মিলবে আলিপুরদুয়ারের ঘরের কাছে। ভুটানে। এদেশের তুলনায় সেখানে সোনার দাম ২০ থেকে ২৫ শতাংশ কম। অবশ্যই চোরাপথে। কারণ শুল্ক দিয়ে কাগজপত্র সহকারে সেই সোনা এদেশে নিয়ে এলে আর ফায়দা কোথায়? সেই ফায়দা লুটতেই ভুটান থেকে চোরাপথে এদেশে ঢুকছে পাকা সোনার বাট। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন পুলিশ। তবে তাদের উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে একটি তথ্য। তা হল, সেই সোনা এখন হাতবদল হচ্ছে মাদকের বিনিময়ে।

মাদক কারবারিদের হাতে এভাবে চোরাই ভুটানি সোনা পৌঁছে যাওয়াটা উদ্বেগজনক। তাতে মাদকের কারবারিদের হাত আরও শক্ত হচ্ছে। টাকার জোরে মাদক কারবারের জাল আরও ছড়িয়ে পড়ছে। মাদক কেনাবেচায় সেই টাকা কাজে লাগছে। জেলায় মাদকের রমরমাও বাড়ছে।

ভুটানের সেই চোরাই সোনার কদর কিন্তু কেবল আলিপুরদুয়ারে সীমাবদ্ধ নেই। প্রতিবেশী কোচবিহার

পাচার
- ভুটানের সোনা এদেশের তুলনায় ২০-২৫ শতাংশ সস্তা
- জয়গাঁর ভুটান সীমান্ত দিয়ে তা পণ্যবাহী গাড়িতে চেপে এদেশে ঢুকছে
- আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে এই সোনার চাহিদা রয়েছে
- মাদকের কারবারিরাও এই কারবারে অংশ নিচ্ছে

ও জলপাইগুড়ি জেলার কোনও কোনও জায়গায় সেই সোনা পাচার করা হয়। এই তিন জেলায় মূলত স্বর্ণ ব্যবসায়ীদেরই একটা অংশ এই চোরাই সোনা কেনে। এই কারবারে একাধিক বড় বড় মাথাও জড়িয়ে রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

তবে সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে চাইছেন না পুলিশকর্তারা। জেলার থানাগুলির আধিকারিকরা স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাননি। আর এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনিও কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে জেলার এক পুলিশকর্তার কথায়, 'চোরাই সোনা ও মাদকের জোট ভাঙতে আমরা সচেতনতায় জোর দিচ্ছি। মাদকবিরোধী প্রচার অভিযান করে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। কারও বিরুদ্ধে মাদক পাচারের অভিযোগ থাকলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কোথায় কে মাদক বা সোনার চোরাকারবারের সঙ্গে যুক্ত, সেদিকে নজর রাখছে পুলিশ।'

কীভাবে ভুটান সীমান্ত দিয়ে এদেশে ঢুকছে সেই চোরাই সোনা? পুলিশ বলছে, যেভাবে ভুটানি মদ ঢোকে, সেভাবেই ভুটানি সোনাও ঢুকিছে। বিভিন্ন পণ্যবাহী গাড়িতে লুকিয়ে। কখনো-কখনো সেদেশ থেকে এদেশে আসা লোকজনের গাড়ির ডিকিতে, ব্যাগপত্রে। হাতে হাতে টাকার লেনদেন হচ্ছে। চিন্তার কথা হল, এতদিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট একশ্রেণির ব্যবসায়ীরাই ভুটানের এই সোনার কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি এই ব্যবসার দখল ধীরে ধীরে নিচ্ছে মাদক পাচারকারীরা।

আওয়ামী লিগ

প্রথম পাতার পর

নিপীড়ন শুরু হয়। তাঁর ঘরবাড়ি ভাঙচুর, শারীরিক নিগ্রহ তো ছিলই, এমনকি খুনের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে তাঁকে। সোহেল দাবি করেন, 'আমি এলাকায় থাকলে মেরে ফেলত আমাকে। শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। আমিও সেই পথ অবলম্বন করে নিজের প্রাণ বাঁচাতে ভারতে প্রবেশ করেছি।'

পুলিশের কাছে সোহেল স্বীকার করেন, তাঁর অনুপ্রবেশের মূল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ। পুলিশ সূত্রে খবর, মধ্যরাতে চুপিসারে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকেন সোহেল। তাঁকে ঘাট এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। সোর্স মারফত নিশ্চিত হতেই হরিরামপুর থানার পুলিশ তাঁকে ঘিরে ফেলে। জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ তাঁর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যায়। সোহেল জানিয়েছেন, তিনি পাবনা সদর থানার কাছারিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। আওয়ামী লিগের জেলা পরিষদের সদস্যও ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতিতে ওপার থেকে অনুপ্রবেশ বেড়েছে। তাই তাঁরা সব সময় সজাগ থাকছেন। সন্দেহজনক কাউকে এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখলেই তৎক্ষণাৎ সেই বিষয় প্রশাসনকে জানানো হচ্ছে।

নীলবাতি গাড়ি

প্রথম পাতার পর

গত বছর ২১ জুলাই থানায় এমনই অভিযোগ জানিয়েছেন পূজা। যদিও পুলিশের তদন্তকারী অফিসারদের ধারণা, শুধু মেটেলিতেই এমন ৪০টি চোরাই গাড়ির কারবার করেছিলেন সোমনাথ।

স্থানীয় বাসিন্দারা অবশ্য পূজার উত্থান নিয়েও কিছুটা অবাক। সামান্য বাগানকর্মীর মেয়ে পূজা ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্যা ছিলেন। তবে ২০১৮-র নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থীর কাছে প্রায় ৬০০ ভোটে হেরে যান তিনি। প্রশ্ন উঠেছে, ২৬টি গাড়ি কেনার ২ কোটি টাকা পূজা জোগাড় করেছিলেন কীভাবে? তিনি নিজে ফিন্যান্সের কথা বললেও তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। পূজার দাবি, 'সাকিলা ছেত্রী, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, অভিজিৎ পণ্ডিত ও সোমনাথ মিলে এই চক্র চালাত। সেখানে আমি লোন নিয়ে গাড়ি কিনে প্রতারণার শিকার হয়েছি।'

সোমনাথের সঙ্গে কাজ করা গাড়ির মালিক ও এজেন্টদের সূত্রেই জানা গিয়েছে, তাঁর লেনদেন ছিল লা-জবাব। সময়মতো কমিশন দেওয়া হত এজেন্টদের। সোমনাথের এজেন্ট হিসেবে নাগরাকাটা থেকে ধৃত চম্পাগুড়ির নীতেন প্রধান ও নয়া সাইলি চা বাগানের রাজ নার্জিনারি এবং বানারহাটের কলাবাড়ি চা বাগানের পাপ্পু ঝা-র কাছ থেকে পুলিশ মোট ১০টি গাড়ি উদ্ধার করেছে। ওই এজেন্টদের কাজ ছিল খরিদ্দার জোগাড় করা। গাড়ি বিক্রি করতে পারলেই কমিশন মিলত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিকবার মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করেছেন সোমনাথ। এই গাড়ি চুরিচক্রের সঙ্গে যোগ পাওয়া গিয়েছে দক্ষিণবঙ্গের কসবা, উত্তরবঙ্গের চ্যাংরাবান্ধা, নাগরাকাটা, মেটেলি ও কালিম্পংয়ের। অসমেও বেশ কিছু গাড়ি বিক্রি করেছে এই চক্র। প্রতিবেশী দেশে গাড়ি পাচার হয়েছে বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা। সোমনাথের গ্রেপ্তারের পর নড়েচড়ে বসেছে মেটেলি থানার পুলিশ। জেরা করার জন্য মেটেলি থানায় আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

বিধান মার্কেট নিয়ে আলোচনার ইঙ্গিত শুক্রবার

সমাধানের আশ্বাস এসজেডিএ'র

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটের সমস্যা মেটাতে চলতি সপ্তাহেই ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে আলোচনায় বসবে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)। শুক্রবার বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীদের মালিকানা দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিনের। সেই দাবিদাওয়া নিয়েই আলোচনা হবে বলে খবর।

অন্যদিকে, শিলিগুড়ির উন্নয়নে কাজ করতে বুধবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ পদস্থ আধিকারিকরা। শিলিগুড়ি শহরের উন্নয়নে প্রতি ১৫ দিন অন্তর অন্তর পুরকর্তাদের সঙ্গে এসজেডিএ কর্তাদের আলোচনা হবে। এসডেজিএ-র চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান দিলীপ দুগারের বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি শহরে উন্নয়নের জন্যে আমরা পুরনিগমের সঙ্গে মিলে কাজ করব। শীঘ্রই বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বসা হবে। তাদের সমস্যার সমাধান আমাদের প্রাথমিক কাজ হবে।' এনিয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'এসজেডিএ-র নতুন বোর্ড হয়েছে। ওরা বলেছে শহরের উন্নয়নে কাজ হবে। আমরা ১৫ দিন অন্তর অন্তর বসে আলোচনা করে নেব।'

দুর্নীতির অভিযোগে এসজেডিএ-র তৎকালীন চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীকে সরিয়ে জেলা শাসককে বোর্ডের মাথায় বসিয়ে দেওয়া হয়। এরপর থেকে দীর্ঘদিন জেলা শাসকই বোর্ডের দায়িত্বে ছিলেন। এসজেডিএ-ও অকেজো হয়ে পড়েছিল। সম্প্রতি বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান করা হয়েছে দিলীপকে। ভাইস চেয়ারম্যান পদে বসানো হয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তীকে। আপাতত পুরোনো বোর্ডই কাজ করবে বলে খবর। নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ার পর বুধবার প্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হিমাঞ্চল বিহারে এসজেডিএ অফিসে যান মেয়র। লিফট খারাপ থাকায় চারতলা তাঁকে হেঁটেই উঠতে হয়েছে। যে কারণে তিনি অসন্তোষও প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে ঘণ্টা দুয়েক দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়। ওই বৈঠকে শিলিগুড়ির উন্নয়ন নিয়েই আলোচনা হয়েছে বলে দাবি দুই পক্ষেরই। অন্যদিকে, আগামী সপ্তাহে বিধাননগরে আনারস হাব দেখতে যাবেন এসজেডিএ-র কর্মকর্তারা। সেখানে এসজেডিএ চেয়ারম্যানের পাশাপাশি শিলিগুড়ির মেয়রও যাবেন বলে জানিয়েছেন দিলীপ।

টুপি ছিনিয়ে নেওয়ায় উত্তেজনা

প্রথম পাতার পর

রাস্তার উলটোপাশে কিছুটা দূরে থাকা কংগ্রেস পার্টি অফিসের সামনেও কংগ্রেস সমর্থকরা আইএনটিইউসি-র পতাকা নিয়ে টোটো, সিটি অটো আটকে দেন। এরমধ্যেই ধর্মঘটের বিরোধিতায় তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র মিছিল শুরু করে। স্লোগান-পালটা স্লোগানে হিলকার্ট রোডে উত্তেজনা ছড়ায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে বাম কর্মী-সমর্থকরা সিটি অটো, টোটো আটকাতে শুরু করায় এসিপি রবীন থাপা, শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস সহ পুলিশের একটি টিম সেখানে যায়। বাম সমর্থকদের সঙ্গে বচসা শুরু হয় পুলিশকর্মীদের। ধর্মঘট সমর্থক একজন পার্টি অফিসের দিকে চলে যাওয়ায় সেদিকে এগোতে থাকে পুলিশ। তখনই এগিয়ে আসেন সিপিএম কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী ও অন্য বাম নেতারা। শরদিন্দুবাবুরা অভিযোগ তোলেন, পুলিশ পার্টি অফিসের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। ধস্তাধস্তি চলার সময় বাম নেত্রী মধুমিতা দে অভিযোগ করেন, 'কোনও মহিলা পুলিশকর্মী না থাকা সত্ত্বেও পুলিশ আমাদের মহিলা নেত্রীদের গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করেছে।' এসবের মধ্যেই পুলিশের টুপি নিয়ে নেন এক ধর্মঘট সমর্থক। পরে অবশ্য সেই টুপি ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এদিন শহরে বিধান মার্কেট থেকে শুরু করে বিভিন্ন বাজার বন্ধ থাকলেও চম্পাসারি, দেবীডাঙ্গা সহ সংলগ্ন এলাকায় ধর্মঘটের তেমন প্রভাব নজরে পড়েনি। ওই সমস্ত এলাকার দোকানপাট, বাজার খোলা ছিল। তবে হিলকার্ট রোড, সেবক রোড, বিধান রোড, স্টেশন ফিডার রোডের দোকানপাট বন্ধ ছিল। জোর করে গাড়ি আটকানোর অভিযোগে ভক্তিনগর থানার পুলিশ তিনজন ধর্মঘট সমর্থককে গ্রেপ্তার করলেও পরে তাঁদের ব্যক্তিগত জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'কোথাও যাতে সাধারণ মানুষ সমস্যার মধ্যে না পড়েন, তারজন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ মোতায়েন করেছিলাম। কোথাও যাতে জোরপূর্বক কোনও ধর্মঘট না করা হয়, সেদিকে আমাদের নজর ছিল।'

খেলা নিয়ে ধুন্ধুমার

প্রথম পাতার পর

করে এবং ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। রেললাইন থেকে পাথর তুলে একের পর এক বাড়িতে ঢিল ছোড়া হয়। এর জেরে শিশু, মহিলা সহ বেশ কয়েকজন আহতও হয়। খবর পেয়ে প্রথমে শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

এরপর দ্রুত আসেন থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। কিন্তু ততক্ষণে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায় এবং টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দারা একজোট হয়ে এসে লাইন পার করে বাগরাকোটে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এবং ঢিল ছুড়তে থাকে। ওই সময় ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে দেখা ছাড়া পুলিশের আর কোনও উপায় ছিল না। মিনিট ১৫ পুলিশকে বাড়তি ফোর্সের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ততক্ষণে দুই পক্ষের মধ্যে লাঠিসোঁটা নিয়ে মারপিট চলতে থাকে। মুহুর্মুহু ঢিল পড়তে থাকে। ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভয়া বসু দাঁড়িয়ে থেকে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু তাঁকেও কটু কথা শুনতে হয়।

মিনিট পনেরোর মধ্যে তিন ডিসিপি, এসিপির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ এসে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে দুই পক্ষকে লাইনের দু'দিকে সরায়। ওই সময় পুলিশ কমিশনারও এসে পৌঁছান। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। লাঠিচার্জের পর টিকিয়াপাড়া খালি হয়ে গেলেও বাগরাকোটে ভিড় ছিল।

বাগরাকোটের বাসিন্দাদের পুলিশ সরাতে গেলে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। পুলিশকে লক্ষ করে ঢিল ছুড়তে থাকে উত্তেজিত জনতা। বাধ্য হয়ে লাঠিচার্জের পাশাপাশি দুই রাউন্ড কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাতে হয় পুলিশকে। এরপর পরিস্থিতি খানিক নিয়ন্ত্রণে আসে।

সবুজ লর্ডসে আজ

ভারত বনাম ‘নয়া’ বাজবল

লন্ডন, ৯ জুলাই : চললে পঞ্চা। না চললে পাঁচু!

কলকাতা ময়দানে বহু ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে যাওয়া আপ্তবাক্য। এই আপ্তবাক্যের সঙ্গে কোথাও যেন অদ্ভুত মিল বেন স্টোকসের ইংল্যান্ড দলের। আরও স্পষ্ট করে বললে, কাল থেকে লর্ডসে শুরু হতে চলা অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজের তিন নম্বর টেস্টের আগে তরুণ ভারতের বিরুদ্ধে ‘নয়া’ বাজবলের প্রেক্ষিতটাই বদলে গিয়েছে।

হেডিংলেতে বোঝা যায়নি। এজবাস্টনেও যে বোঝা গিয়েছিল, এমন নয়। কিন্তু বার্মিংহাম থেকে দুই দল লন্ডন পৌঁছানোর পরই ইংল্যান্ডের ভোলবদল। আরও স্পষ্ট করে বললে, বাজবলের ভোলবদল। পছন্দের পিচের আবদার। ঘরের মাঠে ফ্ল্যাট পিচ ছেড়ে এবার সবুজের সমারোহে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা। শুধু তাই নয়, প্রায় সাড়ে চার বছর পর জোফ্রা আর্চারের মতো জোরে বোলারকে প্রথম একাদশে ফিরিয়ে টিম ইন্ডিয়াকে আগাম ‘বার্তা’ দেওয়ার পরিকল্পনা। গতিতে ভারতীয় ব্যাটারদের চাপে ফেলার পরিকল্পনা।

লর্ডসের সবুজ বাইশ গজে আর্চারের গতি ভারতীয় ব্যাটারদের কতটা সমস্যায় ফেলবে, সময় তার জবাব দেবে। এমন পরিকল্পনা বাস্তবে কতটা কার্যকর হবে, তার পূর্বাভাস আগাম করা কঠিন। কারণটা ক্রিকেটীয়। সৌজন্যে স্বপ্নের ফর্মে থাকা টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং। কিন্তু তার আগে ‘দ্য হোম অফ ক্রিকেট’-এর বাইশ গজে বিস্তর টাটকা, সবুজ ঘাস ছেড়ে রেখে স্টোকসরা বুঝিয়ে দিয়েছেন, এজবাস্টনের ধাক্কায় ইংরেজদের ‘আঁতে ঘা’ লেগেছে। যার পরিণাম কী হতে পারে, সময় বলবে। কিন্তু ১-১ অবস্থায় থাকা ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের তিন নম্বর টেস্ট খেলা শুরুর আগেই জমজমাট আসরের ইঙ্গিত দিচ্ছে। হেডিংলে, এজবাস্টনের মতো লন্ডনেও এখন প্রবল গরম। স্থানীয়দের মতে, তাপপ্রবাহ চলছে লন্ডনে। আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা টেস্ট ম্যাচের পাঁচ দিনই এমন আবহাওয়া থাকবে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। কিন্তু তারপরও লর্ডসের বাইশ গজের সবুজের সমারোহ প্রবল গরমের কারণে কতটা বজায় থাকবে, তা নিয়েও জল্পনা চলছে ক্রিকেটমহলে।

স্টোকসদের সংসারের বদলে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে বিরাট মাথাব্যথা রয়েছে, এমন নয়। কিন্তু লর্ডসের সবুজ পিচ দেখার পর চার জোরে বোলার খেলানোর একটা পরিকল্পনা টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে ঘুরছে। এজবাস্টন টেস্টে বিশ্রাম নিয়ে তরতাজা হয়ে জসপ্রীত বুমরাহ আগামীকাল লর্ডসে ফিরছেন। মনে করা হচ্ছে, প্রসিধ কৃষ্ণাকে প্রথম একাদশের বাইরে থাকতে হবে। আর বুমরাহর সঙ্গে বাংলার আকাশ দীপ নতুন বল ভাগ করে নেবেন। তিন নম্বর জোরে বোলার হিসেবে মহম্মদ সিরাজ থাকছেন দলকে ভরসা দেওয়ার জন্য। লর্ডসের বাইশ গজে সবুজের সমারোহের কারণে সম্ভবত দুই স্পিনারের স্ট্র্যাটেজি থেকে সরতে পারে টিম ইন্ডিয়া। কোচ গৌতম গম্ভীরের পছন্দের, আস্থাভাজন ওয়াশিংটন সুন্দরকে হয়তো বসতে হবে। তাঁর পরিবর্তে বাঁ হাতি জোরে বোলার অর্শদীপ সিংকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আরও একটি বিকল্প পরিকল্পনা রয়েছে। ভারতীয় দলের অন্দরের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, ওয়াশিংটনকে বসিয়ে বি সাই সুদর্শনকে ফেরানোর ভাবনাও রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত কি শুভমান গিলের ভারত চার পেসারে প্রথম একাদশ নামাবে লর্ডসে? প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় গতকালই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছিলেন, লর্ডসের পিচ পুরো সবুজ হলে ভারত চার পেসার খেলাক। শুভমান কি মহারাজের বার্তা নিয়ে ভাবছেন? জবাব নেই আপাতত। ইংল্যান্ড যেমন প্রতিটা টেস্ট ম্যাচের আগে তাদের প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিচ্ছে, শুভমানের ভারত সেই পথে হাঁটেনি এখনও। তার আগে ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়ে দুই দলেই উন্নতির সুখবর রয়েছে। এজবাস্টনে শতরান করে ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক টেস্ট ব্যাটারদের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছেন। টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক শুভমান এজবাস্টন টেস্টের দুই ইনিংস মিলিয়ে ৪৩০ রান করার পর ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়ে ১৫ ধাপ এগিয়ে ছয় নম্বরে উঠে এসেছেন।

এমন সাফল্যের আবহের মাঝে লর্ডসের পরিসংখ্যান টিম ইন্ডিয়ার জন্য তেমন স্বস্তির বার্তা দিচ্ছে না। পরিসংখ্যান বলছে, লর্ডসে মোট ১৯টি টেস্ট খেলে ভারতের জয় মাত্র তিনটি। হার ১২টি টেস্টে। ড্র চার টেস্টে। অতীতের খারাপ পরিসংখ্যান কি শুভমানের নয়া ভারত বদলে দেবে? নাকি বাজবলের ভোলবদল প্রভাব বিস্তার করবে চলতি সিরিজের বাকি টেস্টে?

জল্পনাটা ক্রমশ বাড়ছে।

ইংল্যান্ড বনাম ভারত
তৃতীয় টেস্ট আজ থেকে
সময় : দুপুর ৩.৩০ মিনিট
স্থান : লন্ডন
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ব্যাটিং অনুশীলনে ভারতের নতুন রানমেশিন শুভমান গিল। বুধবার লর্ডসে।

আন্ডারআর্ম ড্রিলেই

সাফল্য গিলের রহস্য ফাঁস বাটলারের

লন্ডন, ৯ জুলাই : প্রিয় বিনা নোটিশে অধিনায়কের গুরুভার।

চাপে ভেঙে পড়া নয়, একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্বের উদাহরণ রাখছেন। যে সাফল্যের হাত ধরে দাপট আইসিসি টেস্ট র‍্যাংকিংয়েও। প্রথমবারের জন্য সেরা দশে শুভমান গিল। ২১তম স্থান থেকে ১৫ ধাপ এগিয়ে ছয় নম্বরে উঠে এসেছেন।

একঝাঁক রেকর্ডের সামনে শুভমান

চলতি অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার ট্রফিতে ৪ ইনিংসে ৫৮৫ রান করে ফেলেছেন টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ক শুভমান গিল। হাতে রয়েছে আরও ছয়টি ইনিংস। শুভমান কোন কোন রেকর্ড চলতি সিরিজে ভাঙতে পারেন একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

৫৯৩ ইংল্যান্ডে ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে এক টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক ৫৯৩ রান করেছিলেন বিরাট কোহলি। যা শুভমানের পেরোতে প্রয়োজন ৯ রান।

৬০২ রাহুল দ্রাবিড় ইংল্যান্ডে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক ৬০২ রান (২০০২ সালের সিরিজে) করেছিলেন। আর ১৮ রান করলে দ্রাবিড়কে পেরিয়ে যাবেন গিল।

৬৫৫ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক টেস্ট সিরিজে ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক ৬৫৫ রান রয়েছে কোহলির। শুভমানের প্রয়োজন আর ৭১ রান।

৭১২ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক টেস্ট সিরিজে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক ৭১২ রান করেছেন যশস্বী জয়সওয়াল। তাঁকে পেরোতে ১২৮ রান দরকার শুভমানের।

৭৩২ সুনীল গাভাসকার ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক ৭৩২ রান করেছিলেন। তাঁকে টপকাতে শুভমানের ১৪৮ রান দরকার।

৭৭৪ ভারতীয়দের মধ্যে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক ৭৭৪ রান রয়েছে গাভাসকারের। তাঁকে পেরোতে শুভমানের প্রয়োজন ১৯০ রান।

৮১০ বিশ্বে অধিনায়কদের মধ্যে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক ৮১০ করেছিলেন স্যর ডন ব্র্যাডম্যান। রেকর্ড ভাঙতে শুভমানের চাই ২২৬ রান।

৯৭৪ একটি টেস্ট সিরিজে বিশ্বে সর্বাধিক ৯৭৪ রানের নজির রয়েছে ব্র্যাডম্যানের। তাঁকে পেরোতে শুভমানকে ৩৯০ রান করতে হবে।

যশস্বী জয়সওয়াল (চার) ও ঋষভ পন্থ (আট) প্রথম দশে থাকলেও নজরে অধিনায়ক শুভমানও।

ভারতীয় ক্রিকেটমহলই শুধু নয়, নাকউঁচু ব্রিটিশরাও মজে শুভ-ম্যানিয়ায়। প্রথম দুই টেস্টে ইতিমধ্যেই ৫৮৫ রান করে ফেলেছেন। বার্মিংহাম টেস্টেই শুধু ৪৩০! মার্ক রামপ্রকাশের মতে, ভারতীয় দলে শুধু বিরাট কোহলির জুতোয় পা রাখেনি, দ্রুত ‘ফ্যাব ফোরে’ বিরাটের জায়গাও নিয়ে নেবে শুভমান। চোখধাঁধানো স্কিল, সাফল্যের অসম্ভব খিদে দ্রুত সেরাদের জায়গায় পৌঁছে দেবে।

গর্বিত ‘গুরু’ যুবরাজ সিং। যুবির ‘ইউউইক্যান’ (ক্যানসার নিয়ে) সংস্থার তরফে লন্ডনে অনুষ্ঠিত এক চ্যারিটি অনুষ্ঠানে শুভমান সহ পুরো ভারতীয় দল হাজির ছিল। যেখানে যুবরাজ বলেছেন, ‘অবিশ্বাস্য ব্যাটিং, দুর্দান্ত নেতৃত্ব। ওর জন্য গর্বিত। নিশ্চিত, ওর বাবাও খুব গর্বিত হবে। বিশ্বাস, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আরও অনেক শতরান অপেক্ষা করছে শুভমানের জন্য।’

যুবরাজের মতে, মাথা উঁচু করে দল সামলাচ্ছে। একটা টেস্টেই চারশো প্লাস রান গর্বের। গৌতম গম্ভীর, নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের প্রশংসাও করলেন। অনভিজ্ঞতার বাঁধা সরিয়ে তরুণ ব্রিগেডকে যেভাবে একত্রিত করেছে, তা প্রশংসনীয়। আশাবাদী, সিরিজ জিতেই ফিরবে।

বার্মিংহামের ঐতিহাসিক জয় প্রসঙ্গে যুবি বলেছেন, ‘প্রশংসনীয় দলগত পারফরমেন্স। মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপের অসাধারণ বোলিং। রবীন্দ্র জাদেজা, ঋষভ পন্থও খুব ভালো ব্যাটিং করল। আকাশের জন্য বিশেষ করে খুশি। ওর বোন ক্যানসার আক্রান্ত। দেখা হলে আকাশকে জড়িয়ে ধরে শুভেচ্ছা জানাব।’

আইপিএল সতীর্থ, অধিনায়ককে নিয়ে উচ্ছ্বসিত জস বাটলারও। পডকাস্ট শোয়ে জানান, যা করতে চাইছেন, তাতেই সোনা ফলাচ্ছেন শুভমান। এরপর গিলের সাফল্যের রহস্য ফাঁস করে বাটলার বলেছেন, ‘আইপিএলে ওর সঙ্গে বেশ কিছু ম্যাচ খেলেছি। বেসিক ড্রিলে অত্যন্ত জোর দেয়। বিশেষত, আন্ডারআর্ম ড্রিলে। অনেকে ভাবতেই পারেন, টেস্ট ক্রিকেটারের আন্ডারআর্ম ড্রিলের কী প্রয়োজন। এর নেপথ্যে মূলত মাসল-মেমোরি, যথা সম্ভব দেরি করে শট খেলা, সঠিক পজিশনে গিয়ে শট নেওয়ার ভাবনা। প্র্যাকটিসে নিয়মিত এর ওপর জোর দেয় শুভমান। সুফল সবার সামনে। ইংল্যান্ডের সমর্থক হিসেবে আশা করব, এই ফর্মে যেন ব্রেক লাগানো যায়।’

৪ বছর পর ইংল্যান্ডের টেস্ট একাদশে ফিরে খোশমেজাজে জোফ্রা আর্চার।

কড়া প্রত্যাঘাতের হুংকার স্টোকসের

লন্ডন, ৯ জুলাই : হেডিংলেতে বাজবলের জয়।

বার্মিংহামে বাজবলের অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে ইতিহাস ভারতের। স্কোরলাইন ১-১। লর্ডসের তৃতীয় টেস্টে টাই ভাঙার পালা। আগামীকাল যে দ্বৈরথে নামার আগে শুভমান গিল ব্রিগেডের উদ্দেশে হুংকার বেন স্টোকসের। কড়া প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি। লক্ষ্যপূরণে অস্ত্র হতে চলেছেন জোফ্রা আর্চার। প্রথম দুই টেস্টের প্রথম এগারোয় একটাই পরিবর্তন-জোশ টাঙ্গের বদলে আর্চার।

একুশের ফেব্রুয়ারিতে শেষ টেস্ট। চোট-আঘাতে চার বছর মাঠের বাইরে। কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে একটা ম্যাচ খেলেই টেস্ট দলে

গিলদের জন্য ‘অস্ত্র’ আর্চার

ফেরা। স্পিডস্টারের প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও প্রত্যাঘাতের ম্যাচে আর্চারকেই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা। ১৩টি টেস্টে ৩১.০৪ গড়ে ৪২ উইকেট, পরিসংখ্যান আহামরি না হলেও সুইং আর গতিতে ব্যাটারদের অস্বস্তিতে ফেলার রসদ রয়েছে।

ক্রিকেট মক্কায় গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈরথে নামার আগে স্টোকসের গলাতে সেই স্বস্তি। শুভমানদের রান-উৎসবে ব্রেক লাগানোর আত্মবিশ্বাস নিয়ে ইংল্যান্ড অধিনায়ক জানান, প্রতিটি ভারতীয় ব্যাটারকে নিয়েই পরিকল্পনা রয়েছে। বাড়তি নজর থাকবে দারুণ ছন্দে থাকা গিলের ওপর। ভরসা জোগাচ্ছেন আর্চার। স্টোকস বলেছেন, ‘আমরা উত্তেজিত। জোফ্রা এবং ইংরেজ সমর্থকদের জন্য দারুণ খবর। লম্বা সময় পর টেস্ট আঙিনায় ফিরছে। টানা চোটের ধাক্কা কাটিয়ে যেভাবে প্রত্যাবর্তন ঘটছে ,তারিফযোগ্য। সবাই মুখিয়ে ওর ফেরার অপেক্ষায়।’

ভারতীয় দলের শক্তি, দক্ষতাকে সমীহ করলেও নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী। স্টোকস বলেছেন, ‘হেডিংলেতে আমরা দাপট দেখিয়েছি। গত ম্যাচে ওরা। ভালো দুই দলের লড়াইয়ের প্রতিফলন বাইশ গজে। আমরা এগিয়ে, এভাবে দেখতে রাজি নই। প্রতিপক্ষ যে হোক, বরাবর সম্মান দিয়ে থাকি। কড়া প্রত্যাঘাতের লক্ষ্য নিয়ে লর্ডসে নামব এবং নিশ্চিতভাবে জয়ের জন্য ঝাঁপাব।’

প্রথম দুই টেস্টে পাটা পিচের থিওরি ছেড়ে লর্ডসে প্রাণবন্ত, বাউন্সি উইকেট। আর্চারের প্রত্যাবর্তন স্টোকসদের আশ্বস্ত করলেও চিন্তায় রাখবে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপকে নিয়ে গড়া ভারতের সম্ভাব্য পেস ব্রিগেড। বার্মিংহামে বুমরাহকে ছাড়াই বাজবলকে চূর্ণ করেছে সিরাজ-আকাশ। লর্ডসে আবার বিশ্রাম নিয়ে ফিরছেন তরতাজা বুমরাহ।

২০২১ সালের সফরে লর্ডসে ইংল্যান্ড বধে সিরাজ-বুমরাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। আগামীকাল শুরু দ্বৈরথে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার আগে বাড়তি অক্সিজেন হ্যারি ব্রুকের জন্য। সতীর্থ জো রুটকে পিছনে ফেলে টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানে ব্রুক। লর্ডসে কি পালটা দেবেন রুট? ভারত-বধের লক্ষ্যপূরণের মাঝে যা অন্যতম আকর্ষণও।

লর্ডসের পিচকে পাত্তা দিচ্ছেন না ঋষভ

লন্ডন, ৯ জুলাই : জমে উঠেছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের সিরিজ। হেডিংলেতে ভালো খেলার পরও টিম ইন্ডিয়ার হার। এজবাস্টনে দুর্দান্ত খেলে সিরিজে প্রত্যাবর্তন। নিট ফল, ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের ফল আপাতত ১-১।

এমন অবস্থায় বৃহস্পতিবার থেকে লর্ডসে শুরু হচ্ছে সিরিজের তিন নম্বর টেস্ট। তার আগে লর্ডসের সবুজ বাইশ গজ নিয়ে চলছে চর্চা। টিম ইন্ডিয়ার তরফে লর্ডসের সবুজ পিচকে পাত্তাই দেওয়া হচ্ছে না। আজ বিকেলে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে দলের সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ স্পষ্ট করে দিয়েছেন ভারতীয় দলের মানসিকতা। দল হিসেবে চলতি সিরিজে ভারতীয় ব্যাটাররা স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন। তাই বিলেতের মাঠের পিচ সবুজ থাকল কি না, তা নিয়ে খুব একটা ভাবতে চাইছেন না ঋষভ। ভারতীয় সহ অধিনায়কের কথায়, ‘দল হিসেবে মাঠে নামার আগে আমরা নিজেরা যে পরিকল্পনা করি, সেটাই কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। বিপক্ষ দল কী ভাবল, তাদের কী পরিকল্পনা, এসব বিষয়কে খুব একটা পাত্তা দিই না আমরা।’

পরিসংখ্যান বলছে, এজবাস্টন টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে এক হাজারের বেশি রান করেছে টিম ইন্ডিয়া। তাই স্বাভাবিকভাবেই পন্থের কথায় দলের অন্দরের আত্মবিশ্বাসই সামনে আসছে। আর সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে পন্থ আজ জানিয়ে দিয়েছেন, জসপ্রীত বুমরাহ লর্ডস টেস্টে খেলবেন। ঋষভের কথায়, ‘দল হিসেবে আমরা জানি টেস্ট ম্যাচ জিততে গেলে ব্যাটারদের যেমন রান করতে হবে। তেমনই আমাদের বোলারদের ২০টি উইকেট নিতে হবে। হতে পারে চলতি সিরিজে এখনও পর্যন্ত ইংল্যান্ডের তরফে আমাদের জন্য ভালো উইকেট দেওয়া হয়েছে। আমরা সেটা কাজে লাগিয়েছি। এই ছন্দ আমরা ধরে রাখতে চাই। তাছাড়া বুমরাহ ফেরায় আমাদের বোলিং শক্তিও আগের তুলনায় বাড়বে।’ এজবাস্টনে বুমরাহকে ছাড়াই ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে দিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। এমন অবস্থায় বুমরাহ প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে ঋষভ বলেছেন, ‘বুমরাহ বল হাতে কতটা নিখুঁত, আমরা জানি। ওর বলে কিপিং করা একটা চ্যালেঞ্জ। ব্যাটারদের জন্য বুমরাহ সবসময় চাপ তৈরি করে। লর্ডসে সেভাবেই আমরা বুমরাহকে দেখতে পাব।’

গতকাল ঋষভ গিয়েছিলেন উইম্বলডনে। সেখানে জমিয়ে খেলাও দেখেছেন তিনি। লন টেনিস তিনি বরাবরই উপভোগ করেন। নোভাক জকোভিচ-কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়াদের দেখেই তিনি বাইশ গজে ব্যাট হাতে রকমারি শট খেলেন বলেও জানিয়েছেন। ঋষভের কথায়, ‘আমি মাঠে সবসময় খেলাটা উপভোগ করি। সেভাবেই টেনিস খেলাটাও উপভোগ করি। আসলে টেনিস দেখেই এমন নানা শট ক্রিকেট মাঠে খেলার চেষ্টা করি।’ বাইশ গজে কিপিংয়ের সময় অনর্গল কথাও বলে যান তিনি। কেন? ঋষভের কথায়, ‘ছোটবেলার কোচ প্রয়াত তারক সিনহা বলতেন, মাঠে খেলার সময় সতর্ক থাকার কথা। সঙ্গে আমার মনে হয়, সতর্ক থাকার পাশে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারলে কাজটা সহজ হয়ে যায়। সেই চেষ্টাও সবসময় করে যাই আমি।’

তৃতীয় টেস্টে নামার আগে কিপিং স্কিল ঝালিয়ে নিচ্ছেন ঋষভ পন্থ। বুধবার।

পন্থের ব্যাটিং নিয়ে দাবি অশ্বীনের

‘গিলি নয়, ব্যাটারদের সঙ্গে তুলনা হোক’

চেন্নাই, ৯ জুলাই : কখনও মহেন্দ্র সিং ধোনি, কখনও বা অ্যাডাম গিলক্রিস্ট।

কিংবদন্তি দুই উইকেটকিপার-ব্যাটারের সঙ্গে বারবার তুলনা হয়েছে ঋষভ পন্থের। চলতি সিরিজের প্রথম ম্যাচে জোড়া শতরানের পর সেঞ্চুরিতে ধোনিকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন। সামনে এবার গিলক্রিস্ট। পরিসংখ্যান বলছে প্রথম ৪৫ টেস্ট ধরলে শতরানে গিলি এবং পন্থ একই বিন্দুতে। দুজনেরই ৮টি করে সেঞ্চুরি।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন যদিও গিলির সঙ্গে ঋষভের তুলনায় রাজি নন। যুক্তি, আগ্রাসনে হয়তো দুজনে একই ধরনের।

অনুশীলনের ফাঁকে অজিত আগরকারের সঙ্গে ঋষভ পন্থ।

কিন্তু রক্ষণের দিক থেকে গিলির থেকে অনেকটাই এগিয়ে ঋষভ। অশ্বীন বলেছেন, ‘ঋষভ নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত প্লেয়ার। অনেকে ওর সঙ্গে অ্যাডাম গিলক্রিস্টের তুলনা করে। তবে ও কখনই গিলক্রিস্ট নয়। কারণ, গিলির রক্ষণ খুব ভালো ছিল না। সেখানে ঋষভের রক্ষণ বিশ্বমানের। আমার মতে, ঋষভের সঙ্গে সেরা ব্যাটারদের তুলনা হওয়া উচিত, গিলক্রিস্টের সঙ্গে নয়।’

সেনা দেশে (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) প্রথম এশীয় উইকেটকিপার হিসেবে ২০০০ টেস্ট রানের কীর্তি গড়েছেন ঋষভ। ইংল্যান্ডের মাটিতে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরির নজিরও ঋষভের নামের পাশে। অশ্বীনের মতে, শুধু রান করা নয়, ঋষভের আগ্রাসী ব্যাটিং দলের স্কোরিং রেট যেমন বাড়িয়ে দেয়, তেমনই চাপ তৈরি করে প্রতিপক্ষ বোলারদের ওপর।

অশ্বীনের বিশ্বাস, আরও বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে ঋষভের জন্য। বলেছেন, ‘চাইব নিজের দক্ষতার পুরোদস্তুর প্রতিফলন ঘটাক বাইশ গজে। আমাদের ও বিনোদন করুক। কিন্তু একই সঙ্গে দলের প্রয়োজনে নিজেকে মেলে ধরতে হবে। এখন ও আর নতুন নয়। চাইব নিজের জন্য নিজের মান, দক্ষতা অনুযায়ী বাকিদের সামনে বেঞ্চমার্ক তৈরি করুক ঋষভ।’

> বাজবল কী? এটা আসলে ইংল্যান্ডের ওপর নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট স্টাইলের প্রয়োগ। নিউজিল্যান্ডে প্রথম সেশনে পিচ ভিজে থাকে। বাকি দিনে তুলনামূলক পাটা। পঞ্চম দিনে তো ব্যাটিং স্বর্গ। ইংল্যান্ডের পিচ, ইংলিশ কন্ডিশন সেখানে আলাদা।
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

এদিকে ‘বাজবল’-কেও একহাত নিলেন অশ্বীন। দাবি, ইংল্যান্ডের মূল সমস্যা বাজবলই। ইগো-ফিগো কিছু নয়। ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, ‘বাজবল কী? এটা আসলে ইংল্যান্ডের ওপর নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট স্টাইলের প্রয়োগ। নিউজিল্যান্ডে প্রথম সেশনে পিচ ভিজে থাকে। বাকি দিনে তুলনামূলক পাটা। পঞ্চম দিনে তো ব্যাটিং স্বর্গ। ইংল্যান্ডের পিচ, ইংলিশ কন্ডিশন সেখানে আলাদা। সিম, সুইং মুভমেন্ট বরাবর নির্ণায়ক ফ্যাক্টর হয়। জেমস অ্যান্ডারসন, স্টুয়ার্ট ব্রডরা বছরের পর বছর যা কাজে লাগিয়েছে। সেখানে পাটা পিচ বানিয়ে বাজবলের থিওরি চালাতে গিয়ে নিজেদের সমস্যায় ফেলছে ইংল্যান্ড।’

দুইদিন আগেই দাড়িতে রং করেছি : বিরাট

লন্ডন, ৯ জুলাই : ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ। ব্রিটিশ রাজধানীতে ক্যানসারজয়ী যুবরাজ সিংয়ের ডাকে রীতিমতো চাঁদের হাট। কেভিন পিটারসেন, বিরাট কোহলি, ক্রিস গেইল, ড্যারেন গফ থেকে ভারতের পুরো দল। ‘ইউউইক্যান’ সংস্থার তরফে ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যুবরাজ। ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেন।

যুবরাজের ডাকে সাড়া দিয়ে অনুষ্ঠানে হাজির বিরাট কোহলি আবার মুখ খুললেন তাঁর টেস্ট অবসর নিয়ে। হেঁয়ালির ছলে বলেন, চারদিন পরপর দাঁড়িতে কলপ করতে হচ্ছে। দুইদিন আগেই রং করেছেন দাঁড়িতে। যা বুঝিয়ে দেয়, টেস্ট ফরম্যাটে সময় শেষ, এবার থামা দরকার। ভিতর থেকে আসা যে ডাকে, দশ হাজার রানের মাইলস্টোন থেকে মাত্র ৭৭০ রান দূরেই টেস্টকে বিদায়।

১২৩টি টেস্টের মধ্যে ৬৮টিতে অধিনায়কের গুরুভার সামলেছেন। রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে জুটি বেঁধে বিদেশের

টেস্ট-সাফল্যে শাস্ত্রীকে কৃতিত্ব

মাটিতে বিজয়রথ ছুটিয়েছেন। স্মৃতিচারণে শাস্ত্রীর কথাও বিরাটের মুখে। বলেছেন, ‘আমি যদি ওর সঙ্গে কাজ না করতাম, তাহলে যে সাফল্য পেয়েছি, তা পেতাম না। আমাদের ভাবনার মধ্যে স্বচ্ছতা ছিল, যা সহজে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সাংবাদিক সম্মেলনে আমার দিকে ধেয়ে আসা গোলাগুলির সামনে সবসময় বুক পেতে দিয়েছে।’ ২০১১ ওডিআই বিশ্বকাপে যুবরাজ টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ার হন। যে দলে নতুন মুখ ছিলেন বিরাট। কোহলি বলেছেন, ‘মাঠ ও মাঠের বাইরে অনেক দুর্দান্ত মুহূর্ত কাটিয়েছি আমরা। জাতীয় দলে খেলার সময় ভাজ্জিপা (হরভজন সিং), জাহির খানকে পেয়েছি। প্রত্যেকেই পরামর্শ দিয়েছে, যা কাজে লেগেছে। বিশ্বকাপে যুবি পাজিকে দেখা স্পেশাল। তারপর ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধ এবং চ্যাম্পিয়নের মেজাজে ফেরা। বরাবরই যাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি।’

লন্ডনে এক অনুষ্ঠানে যুবরাজ সিংয়ের সঙ্গে বিরাট কোহলি।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ Aryamaan Guha (স্বপ্ন) : Happy 14th Birthday, My Son – My Rain-Born Gift. Today, as you step into adolescence – curious, courageous, and full of quiet fire – I see the boy who becoming a young man ready to shape his own path. I celebrate YOU. Mamma & Baba.

কলকাতায় ফিরতে মুখিয়ে ম্যাকলারেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জুলাই : তাঁর সামাজিক মাধ্যমে চোখ রাখলেই এখন দেখা যায় ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাতে ব্যস্ত জেমি ম্যাকলারেন।

সিনিয়ার দলের মরশুম কবে শুরু হবে, তা এখনও পরিষ্কার নয়। কবে অগাস্টের প্রথমেই প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি শুরু হওয়ার কথা। তবে তার দিনদুয়েক আগেই ম্যাকলারেন নিজে যদি এসে পড়েন তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ২৯ জুলাই তাঁর জন্মদিন। কাকতালীয়ভাবে সেদিনটা আপামর মোহনবাগানীদের কাছেও বিশেষ দিন। এর আগেরবার ওইদিনেই কলকাতায় পা রাখেন জেমি। এবারও যে তিনি ফেরার জন্য ছটফট করছেন সেই কথা ক্লাবের কাছে কবুল করেছেন তিনি। বলেছেন, 'ফের সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে মাঠে ফিরতে মুখিয়ে আছি। গত বছরের মতো সাফল্য বজায় রাখাই লক্ষ্য। আমাদের ওই একই মান বজায় রাখতে হবে। জার্সির গর্ব ধরে রাখতেই হবে। আর তর সইছে না আমার।' আর এর কারণ যে ক্লাবের হাজার হাজার সমর্থক, সেকথা বলতে কোনও দ্বিধা করেননি এ লিগের সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা।

তিনি বলেই দেন, 'আমাদের প্রতিপক্ষ ক্লাবগুলির পক্ষে কলকাতায় খেলা কঠিন। এর বড় কারণ হল আমাদের সমর্থকরা। একসঙ্গে পঞ্চাশ-ষাট হাজার মানুষ গলা ফাটালে আমাদের নিজেদের যেমন খেলার ইচ্ছাশক্তি একলাফে বেড়ে যায় তেমনি প্রতিপক্ষ চাপে পড়ে।' ক্লাবের প্রতি সমর্থকদের ভালোবাসার প্রতিও গভীর শ্রদ্ধাশীল জেমি। জানিয়ে দেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম যেভাবে ক্লাবের প্রতি আবেগ বয়ে নিয়ে চলেছেন তা তাঁকে অবাক করেছে, 'যখন এখানে সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলি তখন ক্লাবের প্রতি ওদের গভীর অনুভূতির কথা অবাক হয়ে শুনি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই ক্লাবের সমর্থক। প্রায় দেড়শো বছরের কাছাকাছি একটা পরিবার একই ক্লাবের সমর্থক, এমনটা দেখা যায় না। অস্ট্রেলিয়াতেও এমনটা দেখিনি। এইজন্যই কলকাতায় আরও দীর্ঘদীন খেলতে চাই।'

শেষপর্যন্ত তিনি কতদিন খেলবে সেটা সময়ই বলবে। তবে আপাতত প্রিয় 'মেকো' যে আরও বেশি গোলের লক্ষ্য নিয়ে ফিরতে চলেছেন, এটাই আপাতত স্বস্তি সমর্থকদের।

মেয়ের সঙ্গে ছুটির মেজাজে জেমি ম্যাকলারেন।

এবার মুখ খুললেন দয়াল

গাজিয়াবাদ, ৯ জুলাই : যশ দয়ালের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন গাজিয়াবাদের এক মহিলা। অভিযোগ পেয়ে সোমবার গাজিয়াবাদ থানায় দয়ালের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। এবার নিজের সপক্ষে মুখ খুললেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর

পেসার। খুলদাবাদ পুলিশ স্টেশনে তিন পাতার অভিযোগপত্রে দয়াল বলেছেন, ইনস্টাগ্রামে তাঁদের পরিচয় হয়। সম্পর্ক এগোনোর পর মহিলা চিকিৎসার খরচ, কেনাকাটার অজুহাতে তাঁর থেকে লক্ষাধিক টাকা ধার নিয়েছিলেন। যা এখনও ফেরত দেননি। যশের আরও দাবি, তাঁর ল্যাপটপ ও আইফোনও চুরি করেছেন ওই মহিলা। তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণা, চুরি ও মানহানির মামলা দায়ের করতে চান যশ।

উইম্বলডনের শেষ চারে ওঠার পর উচ্ছ্বাস নোভাক জকোভিচের।

সেমিফাইনালে সিনার-জকো

লন্ডন, ৯ জুলাই : কেরিয়ারের ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যামের লক্ষ্যে ছুটছেন নোভাক জকোভিচ। বুধবার কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি প্রথম সেট খুইয়েও ইতালির ফ্লাভিও কোবোল্লিকে হারিয়েছেন। নোভাকের পক্ষে স্কোরলাইন ৬-৭ (৬/৮), ৬-২, ৭-৫, ৬-৪। শেষ চারে জকোর প্রতিপক্ষ বিশ্বের এক নম্বর ইতালির জানিক সিনার।

অন্যদিকে, প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে গ্রিগর দিমিত্রভের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন ডানহাতের কনুইয়ে চোট পেয়েছিলেন সিনার।

শেষ চারে সোয়াতেকও

যদিও এদিন সেই ধাক্কা সামলে কেরিয়ারে দ্বিতীয়বার উইম্বলডনের সেমিফাইনালে উঠলেন তিনি। কোয়ার্টার ফাইনালে সিনার ৭-৬ (৭/২), ৬-৪, ৬-৪ গেমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেন শেল্টনকে হারিয়েছেন।

সহজ জয়ে শেষ চারের টিকিট পেলেন ইগা সোয়াতেকও। মহিলা সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি ৬-২, ৭-৫ গেমে রাশিয়ার লিউডমিলা সামসোনোভার বিরুদ্ধে জয় পান। সেমিতে জায়গা করেছেন বেলিন্দা বেনসিচও। তিনি ৭-৬ (৭/৩), ৭-৬ (৭/২) গেমে মিরা আন্দ্রেভাকে হারান।

ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে চেলসি

প্রাক্তনীর গোলে স্বপ্নভঙ্গ ফ্লুমিনেজের

নিউ জার্সি, ৯ জুলাই : স্বপ্নের দৌড় শেষ ফ্লুমিনেজের। তা-ও নিজেদের প্রাক্তন ফুটবলারের দাপটে।

ক্লাব বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে চেলসি ২-০ গোলে হারিয়েছে ফ্লুমিনেজকে। জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক ব্রাজিলিয়ান তারকা জোয়াও পেদ্রো। যার উত্থান কিন্তু এই ফ্লুমিনেজ থেকেই।

১৮ মিনিটে প্রথম গোল করেন পেদ্রো। ৫৬ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনি। ম্যাচে জোড়া গোল করেও জয় উদযাপন করেননি এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। পরে তিনি বলেছেন, 'যখন আমার কিছু ছিল না, তখন ফ্লুমিনেজ আমার পাশে ছিল। এই ক্লাবই আমাকে সবকিছু দিয়েছে। ওদের জন্য খারাপ লাগছে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'তবে আমি পেশাদার ফুটবলার। চেলসি আমাকে গোল করার জন্য বেতন দেয়। এদিন দলকে জিতিয়ে আমি খুশি।'

ফাইনালে ওঠার পর চেলসি কোচ এনজো মারেসকা বলেছেন, 'ক্লাব বিশ্বকাপে পৃথিবীর সেরা ক্লাবগুলি অংশ নিয়েছে। ফাইনালে উঠতে পেরে খুব ভালো লাগছে। এখানকার আবহাওয়ায় পুরো ম্যাচ একই ছন্দে খেলা কঠিন। এই ম্যাচে ছেলেরা সেটাই করে দেখিয়েছে।'

গোলের জন্য জোয়াও পেদ্রোকে আলিঙ্গন এনজো ফার্নান্ডেজের।

আইএফএ-কে চিঠি বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জুলাই : কলকাতা লিগে পূর্বনির্ধারিত ক্রমানুযায়ী ম্যাচ আয়োজনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আইএফএ-কে চিঠি দিল মোহনবাগান।

বৃষ্টির কারণে ইস্টবেঙ্গল-বেহালা এসএস ম্যাচ স্থগিত হয়ে গিয়েছে। সেই ম্যাচ কবে হবে, তা এখনও জানায়নি বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি, লিগ ডার্বির আগে সবমিলিয়ে ইস্টবেঙ্গল খেলবে চারটি ম্যাচ। সেখানে মোহনবাগানকে পাঁচটি ম্যাচই খেলতে হবে। এতে পূর্বনির্ধারিত ক্রম ভেঙে যাচ্ছে। তা যাতে না হয় এবং ডার্বির দুই দলের ম্যাচ সংখ্যা সমান হয়, সেই জন্য আইএফএ-কে চিঠি দিয়েছে মোহনবাগান।

তবে এই বিষয়ে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের হাতে নেই। এটুকু কথা দিতে পারি, যা হবে আইএফএ-র সংবিধান মেনেই। দুই দলের ম্যাচ সংখ্যার মধ্যে এমনকিছু পার্থক্য নেই।'

এদিকে মোহনবাগানের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন দীপেন্দু বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার অনুশীলনে যোগ দেবেন কিয়ান নাসিরি। কয়েকদিনের মধ্যে কলকাতায় আসছেন স্ট্রাইকার সুহেল আহমেদ বাট ও মিডিও গ্লেন মার্টিন্স।

অন্যদিকে, বারাসাত স্টেডিয়ামেই কলকাতা লিগের ডার্বি অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে দুই ক্লাবকেই সে কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার স্টেডিয়াম পরিদর্শনে যাচ্ছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাদের সচিব অনির্বাণ দত্তর থাকার কথা রয়েছে।

গ্রেপ্তার এইচসিএ প্রধান

হায়দরাবাদ, ৯ জুলাই : হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার (এইচসিএ) প্রধান জগনমোহন রাওকে বুধবার গ্রেপ্তার করল সিআইডি। চলতি বছরের আইপিএলে টিকিট বরাদ্দ এবং হায়দরাবাদ সংস্থার অভ্যন্তরীণ কাজকর্মে অনিয়মের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল জগনকে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে অভিযোগ করা হয়, ২৭ মার্চ হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে কর্পোরেট বক্স বন্ধ করে রেখে অতিরিক্ত টিকিটের জন্য চাপ দিয়েছিল এইচএসএ। যা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, ফ্র্যাঞ্চাইজি ও সংস্থার মধ্যে হওয়া টিকিট সংক্রান্ত চুক্তি (মোট দর্শক আসনের ১০ শতাংশ প্রাপ্য সংস্থার) লঙ্ঘন করে।

লাল-হলুদে রায়না

কলকাতা, ৯ জুলাই : মার্তণ্ড রায়নার যোগ দেওয়ার খবরে সিলমোহর দিল ইস্টবেঙ্গল। রাজস্থান ইউনাইটেড থেকে ৩ বছরের চুক্তিতে লাল-হলুদে সই করেছেন তিনি। ইস্টবেঙ্গলে ১৬ নম্বর জার্সি পাচ্ছেন রায়না। মার্তণ্ড জানিয়েছেন, অতীতে বাংলার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের দলের হয়ে খেলার সুবাদে কলকাতা ফুটবল সম্পর্কে ধারণা রয়েছে।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন ইউজেন লামা। বুধবার।

রামকৃষ্ণকে জেতালেন রকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবলে বুধবার গ্রুপ 'এ'-তে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ ১-০ গোলে এনআরআই-কে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে গোল করেন রকি ছেত্রী। ম্যাচের সেরা রামকৃষ্ণর ইউজেন লামা। বৃহস্পতিবার গ্রুপ 'এ'-তে খেলবে অগ্রগামী সংঘ ও শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়ন।

নিয়ন্ত্রিত বোলিং রাধাদের

ম্যাঞ্চেস্টার, ৯ জুলাই : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মহিলাদের চতুর্থ টি২০-তে দাপট দেখালেন ভারতীয় পেসাররা। রাধা যাদব (১৫/২), নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চারনিদের (৩০/২) দাপটে ইংল্যান্ড ১২৬/৭ স্কোরে আটকে যায়। টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে রাধাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে ইংল্যান্ডের ব্যাটাররা কখনই স্বস্তিতে ছিলেন না। সোফিয়া ডাঙ্কলে (২২), ট্যামি বিউমন্ট (২০) সেট হওয়ার পরও ইনিংস লম্বা করতে পারেননি। রাধাদের যোগ্য সংগত করেন আমনজ্যোৎ কাউর (২০/১), দীপ্তি শর্মা (২৯/১)।

হ্যাটট্রিক বিশ্বজিতের

তুফানগঞ্জ, ৯ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবলে বুধবার ধলপল সিনিয়ার ফুটবল একাদশ ৭-০ গোলে ধলপল স্বামীজি স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে হ্যাটট্রিক করেন ম্যাচের সেরা বিশ্বজিৎ দাস। জোড়া গোল অলোক মোদকের। বাকি গোল দুইটি জয় গোস্বামী ও শংকর দাসের।

জয়ী পিএইচএস

বালুরঘাট, ৯ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুবলচন্দ্র বিশ্বাস ও বিমলাসুন্দরী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার পিএইচএস ৯২ ফুটবল অ্যাকাডেমি ২-০ গোলে সরঞ্জাবাড়ি ফুটবল দলকে হারিয়েছে। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে নারান সোরেন জোড়া গোল করেন।

ড্র '১৬ ব্যাচের

কোচবিহার, ৯ জুলাই : জেনকিন্স সুপার লিগের ফুটবলে বুধবার ২০২৫ এবং ২০১৬ ব্যাচের খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। গোল করেন ২০২৫ ব্যাচের নিহার রায় এবং '১৬ ব্যাচের সৌমিক ধর। ম্যাচের সেরা সৌমিক।

ম্যাচের সেরা সৌমিক ধর।
ছবি : দেবদর্শন চন্দ

জয়ী পিএইচএস

বালুরঘাট, ৯ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুবলচন্দ্র বিশ্বাস ও বিমলাসুন্দরী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার পিএইচএস ৯২ ফুটবল অ্যাকাডেমি ২-০ গোলে সরঞ্জাবাড়ি ফুটবল দলকে হারিয়েছে। নারান সোরেন জোড়া গোল করেন।

সাহিলদের দাপটে পর্যুদস্ত মহমেডান

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০
ইউনাইটেড স্পোর্টস-৩
(দীপেশ, সাহিল-২)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জুলাই : প্রথম ৪৫ মিনিটের লড়াকু মানসিকতা উধাও দ্বিতীয়ার্ধে। কলকাতা লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসের কাছে ৩-০ গোলে পর্যুদস্ত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। প্রথমার্ধে দাপট ছিল ইউনাইটেডের। তবুও গতির বিপরীতে গিয়ে লালকমল ভৌমিকের দলের রক্ষণকে বেশ কয়েকবার চাপের মুখে ফেলে দেয় মহমেডান। ৩০ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন ইউনাইটেডের আদিত্য থাপা। তবে পেনাল্টি থেকে লালথানকিমার শট রুখে দেন ইউনাইটেড গোলরক্ষক সৌরভ সামন্ত। মিনিট দশেক পরে লাল কার্ড দেখেন মহমেডানের দীনেশ মিতেই। দ্বিতীয়ার্ধে দশ বনাম দশের লড়াইয়ে মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর দলকে পিছনে ফেলল ইউনাইটেড। ৬৪ মিনিটে প্রথম গোল দীপেশ মুর্মুর। ৭৫ মিনিটে ২-০ করেন সাহিল হরিজন। তৃতীয় গোলটিও সুযোগসন্ধানী সাহিলের পা থেকেই। এরপর আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি মহমেডান।

এদিকে এই জয় মোহনবাগান ম্যাচে চোট পাওয়া রেলওয়ে এফসি-র তারক হেমব্রমকে উৎসর্গ করল ইউনাইটেড। তাদের প্রাক্তনী তারকের আরোগ্য কামনা করে মাঠে ব্যানার এনেছিলেন সমর্থকরা। ম্যাচ শেষে ইউনাইটেড ফুটবলাররা তা মেলে ধরেন।

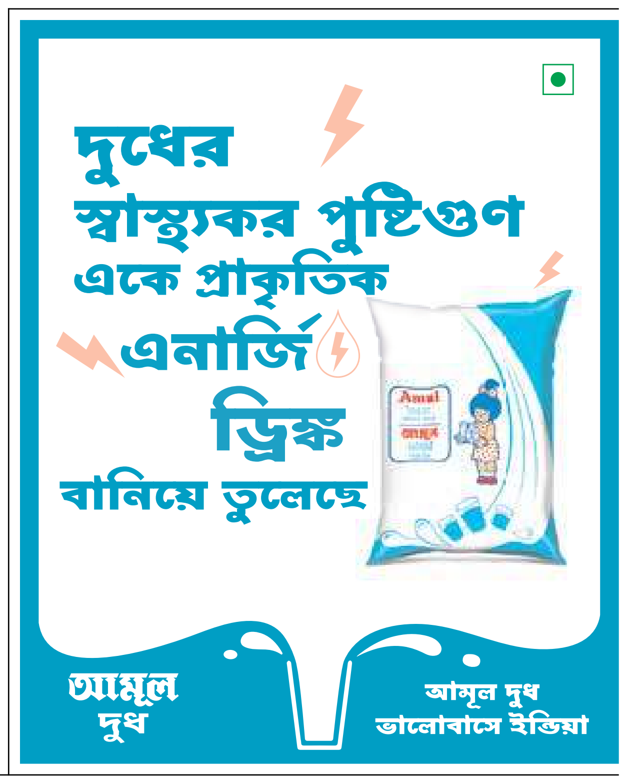

উত্তরের খেলা

সামার কাপ শুরু ২০ জুলাই

মেটেলি, ৯ জুলাই : চিলোনি স্পোর্টস ক্লাবের উদ্যোগে ও চিলোনি ফুটবল ক্লাবের সহযোগিতায় ২০ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে ১৬ দলীয় সামার কাপ নকআউট ফুটবল। উদ্যোক্তাদের তরফে বুধবার জানানো হয়েছে, মাটিয়ালি ব্লকের চিলোনি চা বাগানের ভাদু ময়দানে ১৭ অগাস্ট পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলবে। পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের দলগুলি অংশ নেবে।

সেমিতে মালবাজার

ময়নাগুড়ি, ৯ জুলাই : ইয়ুথ ক্লাবের নক আউট নৈশ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল মালবাজার এফসি। আনন্দনগর খেলার মাঠে মঙ্গলবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে জলপাইগুড়ি ঘোষ ব্রাদার্সকে হারিয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে ময়নাগুড়ি স্টেশন মোড় বজরঙ্গি বনাম ময়নাগুড়ি রোড গোপাল একাদশ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা রাহুল রায় - কে 17.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 57H 55353 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "কিছু বছর আগে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কঠোর সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হতো। আমার হৃদয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই এই সমস্ত কিছু পরিবর্তন করার জন্য। এই জয় আমার জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে যেখানে আমি আমার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারি এবং জীবনে বেড়ে ওঠার জন্য বিনিয়োগও করতে সক্ষম হবো।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

AUTHORIZED NISSAN DEALERS: WEST BENGAL: SILIGURI: NAMAN NISSAN- 8291091830, KOLKATA: AJC BOSE ROAD: AUTORELLI NISSAN- 8291046260, BT ROAD: AUTORELLI NISSAN- 8291102720, DURGAPUR: BANERJEE NISSAN- 9167298557, HOWRAH: AUTORELLI NISSAN- 9619894988, KALYANI: AUTORELLI NISSAN- 8291099405.

*Terms & conditions apply: The scheme/benefits mentioned are applicable on select vehicles/variants invoiced on or before 31st July 2025 or till stocks last. All prices ex-showroom Delhi. Features may vary from variant to variant. Colours, models and variant are indicative and for depiction only and may vary due to printing constraints. Accessories shown may not be part of standard fitment. Please visit your nearest Nissan dealer for more information. *Finance is at the sole discretion of finance partners and NRFSI. *Segment refers to B-SUV models with Length <4m. PlasmaCluster® is a registered trademark of the Sharp Corporation. ‡Standard Warranty 3 years or 100k kms, whichever comes first. ~Offer applicable on Nissan Magnite only and customer needs to provide certificate of deposit. #Government approved CNG Kit fully developed, manufactured & Quality assured by a 3rd Party. CNG kit warranty & any other related terms & conditions are applicable as specified by third party.

TBWA\37580725

NISSAN FINANCE